বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জমানা

www.nayajamana.com ৭ বৈশাখ ।। ১৪৩৩।। মঙ্গলবার । ২১ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪৬৩ সংখ্যা।। ২৩ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

উন্নয়নের ধারা বজায় রাখতে আর বাংলার সম্প্রীতি রক্ষায়

৪৬ হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভা কেন্দ্রে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী, জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও জননেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আস্থাভাজন সংগ্রামী নেতা–

মতিবুর রহমানকে

জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে বিপুল ব্যবধানে জয়ী করুন

আবার জিতবে বাংলা

তৃণমূল আমার আপনার বাংলার

সৌজন্যে : গরিবের বন্ধু (মতিবুর রহমান) ফ্যান ক্লাব

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জমানা

www.nayajamana.com ৭ বৈশাখ ।। ১৪৩৩।। মঙ্গলবার । ২১ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪৬৩ সংখ্যা।। ২৩ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

সার্বিক উন্নয়নকে অব্যাহত রাখতে ও
বাংলার সম্প্রীতি অটুট রাখতে
আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ৬৯ ভরতপুর বিধানসভা কেন্দ্রে
দেশনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও
দেশনেতা যুবরাজ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় -এর স্নেহধন্য
তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী

কে
মুস্তাফিজুর
রহমান (সুমন)

বিপুল ভোটে জয়ী করুন

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ৭ বৈশাখ ।। ১৪৩৩।। মঙ্গলবার । ২১ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪৬৩ সংখ্যা।। ২৩ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস

সার্বিক উন্নয়নকে অব্যাহত রাখতে ও বাংলার সম্প্রীতি
অটুট রাখতে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ৫২ মোথাবাড়ি
বিধানসভা কেন্দ্রে দেশনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও
দেশনেতা যুবরাজ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর স্নেহধন্য
তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী

আবার জিতবে বাংলা

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম কে
বিপুল ভোটে জয়ী করুন

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ৭ বৈশাখ ।। ১৪৩৩।। মঙ্গলবার । ২১ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪৬৩ সংখ্যা।। ২৩ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ৪৫ নং চাঁচল বিধানসভা কেন্দ্রে জনগণ মনোনীত নির্দল প্রার্থী

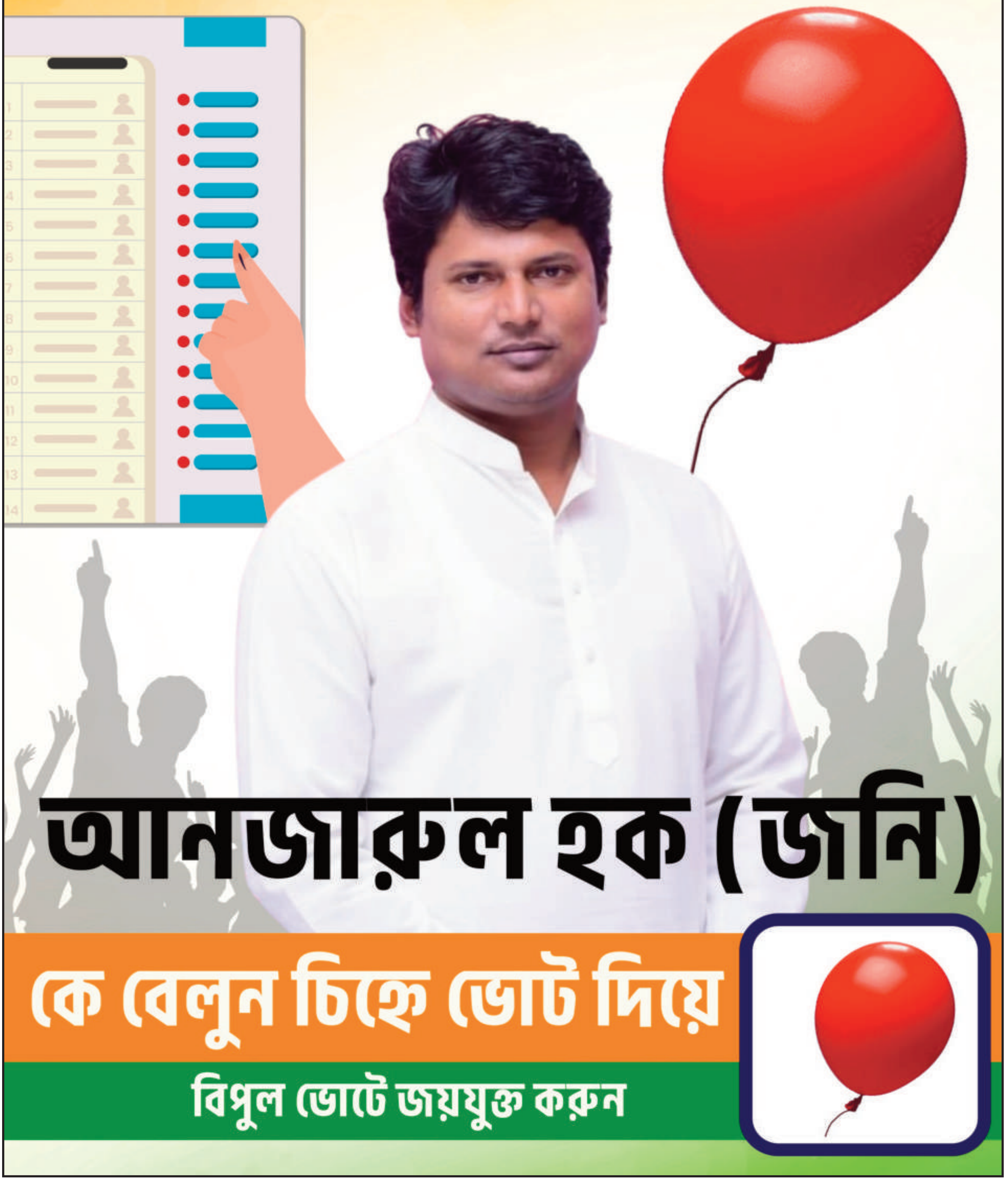

আনজারুল হক (জনি)

কে বেলুন চিহ্নে ভোট দিয়ে

বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করুন

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জমানা

www.nayajamana.com ৭ বৈশাখ ।। ১৪৩৩।। মঙ্গলবার । ২১ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪৬৩ সংখ্যা।। ২৩ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

উন্নয়নের ধারা থাকুক অব্যাহত, সম্প্রীতির বন্ধন হোক আরও দৃঢ়!

৪৭ মালতিপুর বিধানসভার মাটি ও মানুষের আপনজন, জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও জননেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত ভরসাযোগ্য, লড়াকু জননেতা–

আব্দুর রহিম বক্সি

জোড়া ফুল

চিহ্নে ভোট দিয়ে

বিপুল ব্যবধানে জয়ী করুন

তৃণমূল

আমার আপনার বাংলার

আসুন, আমরা সবাই মিলে গড়ি
আগামীর উজ্জ্বল মালতিপুর।

আবার জিতবে বাংলা

সৌজন্যে: আব্দুর রহিম বক্সী ফ্যান ক্লাব

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 21-04-2026 04:22 Page 6

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জমানা

www.nayajamana.com ৭ বৈশাখ ।। ১৪৩৩।। মঙ্গলবার । ২১ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪৬৩ সংখ্যা।। ২৩ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

৫২, মোথাবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের সার্বিক উন্নয়ন ও
পরিবর্তনের লক্ষ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি মনোনীত পদপ্রার্থী

নিবারণ ঘোষক

২ নং বোতাম টিপে পদ্মফুল চিহ্নে
ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়ী করুন।

পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জমানা

www.nayajamana.com ৭ বৈশাখ ।। ১৪৩৩।। মঙ্গলবার । ২১ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪৬৩ সংখ্যা।। ২৩ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

পরিবর্তনের লক্ষ্যে, মোথাবাড়ির জয়গানে!

৫২ মোথাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস মনোনীত জননেতা

সায়েম চৌধুরী (বাবু)

হাত চিহ্নে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করুন

এলাকার উন্নয়ন এবং সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আপনার মূল্যবান ভোটটি অত্যন্ত জরুরি।

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জমানা

www.nayajamana.com ৭ বৈশাখ ।। ১৪৩৩।। মঙ্গলবার । ২১ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪৬৩ সংখ্যা।। ২৩ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

বাংলার উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে এবং রতুয়ার ঘরের ছেলে

সমর মুখার্জি কে

আপনাদের সেবা করার সুযোগ দিন

আপনার একটি মূল্যবান ভোট নিশ্চিত করবে রতুয়ার আগামীর উন্নয়ন। আসুন,
আমরা সবাই মিলে উন্নয়নের কাণ্ডারি হয়ে সমর মুখার্জিকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করি।

আবার জিতবে বাংলা

মনে রাখবেন, আগামী নির্বাচনের দিনটি হলো রতুয়ার ভাগ্য পরিবর্তনের দিন।

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জমানা

www.nayajamana.com ৭ বৈশাখ ।। ১৪৩৩।। মঙ্গলবার । ২১ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪৬৩ সংখ্যা।। ২৩ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

মানিকচকের মানুষের ভরসা– কালুদা!

এলাকার সার্বিক উন্নয়ন ও সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে যোগ দিন। কংগ্রেসের হাতকে শক্তিশালী করুন। আপনাদের ঘরের মানুষ, জননেতা

আনসারুল হক (কালুদা)

ক

৪৯ মানিকচক বিধানসভা কেন্দ্রে বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানাই।

ভোট দিন ১ নম্বর বোতামে, হাত চিহ্নে।

আপনার একটি ভোটই আনবে আগামীর উজ্জ্বল পরিবর্তন।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 21-04-2026 04:22 Page 10

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ৭ বৈশাখ ।। ১৪৩৩।। মঙ্গলবার । ২১ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪৬৩ সংখ্যা।। ২৩ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

বাংলায় কি বড় কোনো ‘অপারেশন’?

শাহের ‘গোপন বৈঠকে’ শঙ্কিত তৃণমূল

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ভোটের মুখে বাংলায় বড়সড় আশঙ্কার মেঘ দেখছে রাজ্যের শাসকদল। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নাকি দিল্লিতে একটি ‘গোপন বৈঠক’ ডেকেছেন। তৃণমূলের দাবি, আগামী ১৫০ ঘণ্টার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গজুড়ে গুরুতর কিছু ঘটানোর নীল নকশা তৈরি হচ্ছে সেই বৈঠকে। সোমবার রীতিমতো সাংবাদিক বৈঠক করে এই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তুলেছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও’ব্রায়েন। তাঁর দাবি, এই সব কিছুই ঘটছে কেন্দ্রের ‘অঙ্গুলিহেলনে’। দিল্লিতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির প্রধানদের নিয়ে শাহের এই বৈঠক ঘিরে এখন সরগরম রাজ্য রাজনীতি। তৃণমূলের অন্দরের খবর অনুযায়ী, শাহের এই হাই-ভোল্টেজ বৈঠকে উপস্থিত থাকার কথা সিবিআই, ইডি এবং এনআইএ প্রধানদের। ডেরেক স্পষ্ট জানিয়েছেন, ‘আমাদের কাছে নির্ভরযোগ্য সূত্রে খবর আছে, অমিত শাহ সিবিআই প্রধান, ইডি প্রধান এবং এনআইএ প্রধানকে বৈঠকে ডেকেছেন। বাংলা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য।’ তৃণমূলের আশঙ্কা, এর ফলস্বরূপ আগামী ১৫০ ঘণ্টার মধ্যে বাংলায় কোনো বড় ঘটনা ঘটতে চলেছে। মূলত ভোটের ময়দানে সুবিধা নিতেই এমন পরিকল্পনা করা হচ্ছে বলে তাঁদের দাবি। বিশেষত দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলি যেমন দুই ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি এবং কলকাতাকে পাখির চোখ করা হয়েছে। ডেরেকের মতে, এই এলাকাগুলিতে বিজেপি আসলে ‘বিগ জিরো’, তাই হার নিশ্চিত জেনে তারা এখন মরিয়া হয়ে এজেন্সি নামাচ্ছে। শাসকদলের অভিযোগের তির সরাসরি বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দিকে। ডেরেক ও’ব্রায়েনের কথায়, ‘এক জন

মহিলাকে হারাতে মরিয়া হওয়ার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে গিয়েছে বিজেপি। এক দিকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী-সহ ১৮ জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, হাফ ডজন মুখ্যমন্ত্রী, সিএপিএফ, সিআরপিএফ, আইটিবিপি, সিবিআই, এনআইএ, আর অন্য দিকে, এক জন মহিলা।’ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও সোমবার বেলেঘাটার সভা থেকে এই নিয়ে সুর চড়িয়েছেন। তিনি সরাসরি অভিযোগ করেছেন, ‘মিলিটারিদের সঙ্গে মিটিং করছেন ভোট করার জন্য। কোনও দিন কেউ দেখেছেন? সব এজেন্সি নিয়ে এসেছেন।

আমার প্রার্থীদের প্রচার করতে দিচ্ছে না। সব রেড করছে বাড়ি গিয়ে গিয়ে।’ তাঁর আরও দাবি, কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলিকে ব্যবহার করে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা চলছে। এমনকি পুলিশ দিয়ে তৃণমূল নেতা-কর্মীদের ধরপাকড় করার ষড়যন্ত্র হচ্ছে বলেও তিনি সরব হয়েছেন। এই আশঙ্কার কথা কেবল বক্তব্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেনি তৃণমূল। রাজ্যজুড়ে প্রায় ৮০০ দলীয় কর্মীকে গ্রেফতার করা হতে পারে; এই আশঙ্কায় ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে তারা। জেলাভিত্তিক একটি তালিকাও আদালতে জমা দেওয়া হয়েছে, যেখানে সাংসদ, বিধায়ক থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত স্তরের নেতাদের নাম রয়েছে। একই সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে ঘাসফুল শিবির। অভিষেকের গাড়ি তল্লাশি বা মমতার গাড়িতে তল্লাশির চেষ্টা; এই সব ঘটনাকেই ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে দেখছে তারা।

যদিও কমিশন মমতার গাড়িতে তল্লাশির অভিযোগ অস্বীকার করেছে। শাহের এই কথিত ‘গোপন বৈঠক’ ঘিরে আপাতত বাংলার রাজনৈতিক পারদ তুঙ্গে। আগামী ১৫০ ঘণ্টায় বঙ্গ রাজনীতিতে বড় কোনো ঝোড়ো হাওয়া বইতে চলেছে কি না, সেদিকেই এখন কড়া নজর রাজনৈতিক মহলের। পরিস্থিতি যেদিকে এগোচ্ছে, তাতে ভোটের উত্তাপ এখন গলি থেকে রাজপথ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। শাসকদলের এই দাবি যদি সত্যি হয়, তবে নির্বাচনের আগে বাংলার রাজনৈতিক সমীকরণ আমূল বদলে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এখন দেখার, ডেরেকের এই আশঙ্কার পরে কেন্দ্রীয় সরকার বা নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে কী পাল্টা প্রতিক্রিয়া আসে। সব মিলিয়ে বাংলার ভোট যুদ্ধে এখন অদৃশ্য এক স্নায়ুযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। ছবি সংগৃহিত।

খালি হাতেই ফিরবে বিজেপি

‘এজেন্সি’ নিয়ে তোপ মমতার

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ সাঁজোয়া গাড়ি আর মিলিটারির ভয় দেখিয়ে লাভ নেই, বিজেপিকে এবার খালি হাতেই ফিরতে হবে বাংলা থেকে। সোমবার বেলেঘাটার সভামঞ্চ থেকে এভাবেই গেরুয়া শিবিরকে কড়া ভাষায় বিঁধলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, রাজ্যের মানুষ আর বিজেপিকে বিশ্বাস করে না। পহেলগাঁও রক্ষা করতে না পেরে বিজেপি এখন মিলিটারি দিয়ে মিটিং করছে বলে অভিযোগ করেন তৃণমূল নেত্রী। কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে ব্যবহার করে তৃণমূল প্রার্থীদের প্রচার করতে দেওয়া হচ্ছে না বলেও সরব হন তিনি। বেলাঘাটার সভা থেকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে পহেলগাঁও-খোঁচা দিয়ে বক্তৃতার সুর বাঁধেন মমতা। তিনি বলেন, ‘সীমান্ত রক্ষা করতে যাঁদের কাজে লাগায়, যুদ্ধে যে বীর সৈনিকেরা প্রাণ দেন, আমরা তাঁদের স্যালুট জানাই। পহেলগাঁও রক্ষা করতে পারে না, মিলিটারিদের দিয়ে মিটিং করছে। সাঁজোয়া গাড়ি নিয়ে এসেছে। সব নিয়ে এসেছে। তা-ও বলি, সব নিয়ে তুমি ফিরে যাবে। খালি হাতে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তোমাদের বিশ্বাস করে না।’ ইতিহাস মনে করিয়ে বিজেপিকে দাঙ্গাবাজ তকমা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘যখন দেশ স্বাধীন হওয়ার পর গান্ধীজি বেলেঘাটায় গান্ধীভবনে বসে ছিলেন কেন জানেন? দেশ ভাগ হওয়ার পরে যাতে দাঙ্গা না হয়। আর তোরা দিল্লি থেকে এসে এখানে দাঙ্গা করছিস, হামলা করছিস।’ বিজেপিকে ‘ডাকাতের পার্টি’ ও ‘ভোটকাটারি’ বলে তীব্র আক্রমণ শানান মমতা। নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলে তাঁর তোপ, ‘ভোটকাটারি। কলকাতায় এক একটা কেন্দ্র থেকে ভোট কেটেছ কত? জল মাপবে?’ তৃণমূলের ওপর বারংবার চার্জশিট দেওয়া নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি বলেন, ‘তৃণমূলের সবাই চোর? জানেন তো, বাংলায় কথা আছে, চোরের মায়ের বড় গলা। ডাকাতের পার্টি। হার্মাদদের পার্টি। সিপিএমের যত হার্মাদ, সব হয়েছে এখন বিজেপির ওস্তাদ। ভোট দখল করতে নেমেছে।’ নির্বাচনের সময় পুলিশের নিয়ন্ত্রণ তাঁর হাতে নেই জানিয়ে মহিলাদের সতর্ক করেন তিনি। তাঁর সাফ কথা, ‘মেয়েদের ব্যাগ সার্চ করতে বলছে। আমার হাতে কিন্তু এখন পুলিশ নেই। আপনাদের উপর অত্যাচার হলে ভাববেন, আমার নয়, ওটা বিজেপির।’ প্রধানমন্ত্রীর ধ্যান করা নিয়ে কটাক্ষ করতেও ছাড়েননি তৃণমূল নেত্রী। নৈতিক চরিত্র নিয়ে

প্রশ্ন তুলে তাঁর আক্রমণ, ‘প্রত্যেকটা মিটিংয়ের আগে গুহাতে গিয়ে বসে থাকে। বরফের গুহা তৈরি করে এয়ার কন্ডিশন সাজিয়ে। যেন ধ্যান করছে। আরে যাদের আগে নৈতিক চরিত্র ঠিক করা দরকার, তারা নাকি নীতির কথা বলে। এ দেশে এটা হচ্ছে উলটপুরাণ। ভদ্রতা মানি বলে মুখ খুলি না।’ অনুপ্রবেশের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে মণিপুর ও অসমের প্রসঙ্গ তোলেন মমতা। ঝালমুড়ি খাওয়ার দৃশ্যকেও সাজানো বলে তোপ দাগেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘ঝালমুড়ি খেলে ওই দোকানে ক্যামেরা থাকে কী করে, আগে থেকে লাগিয়ে না রাখলে! আর আপনি ১০ টাকার নোট নিয়ে ঘোরেন পকেটে, এটা আমায় ভাবতে হবে!’ মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানান মমতা। তিনি দাবি করেন, এটি আসলে ডিলিমিটেশন বিল। তাঁর প্রশ্ন, ‘২০২৩-এর পরে তিন বছর কেটে গেল। এখনও কেন বিজ্ঞপ্তি জারি হল না?’ খাদ্যাভ্যাস নিয়ে আক্রমণের জবাবে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির আইনশৃঙ্খলার তুলনা টানেন তিনি। বলেন, ‘আপনার রাজ্যে মাছ-মাংস-ডিম খেলে কেন মারবে? বাংলা ভাষায় কথা বললে কেন মারবে? আমাদের এখানে সব সম্প্রদায় একসঙ্গে থাকি।’ সবশেষে বিজেপির বিরুদ্ধে পাল্টা প্রতিরোধের ডাক দিয়ে মহিলাদের অভিনব পরামর্শ দেন নেত্রী। মমতা বলেন, ‘আরেকটা নাড়ু করতে হবে মা-বোনেদের। হাতে গ্লাভ্স পরে করবেন। বিছুটি পাতার নাড়ু। তার মধ্যে একটু চুন দিয়ে দেবেন। মুখে মাখলেই মুখটা পরিষ্কার সাদা ধবধবে ফেসিয়াল হয়ে যাবে।’ একইসঙ্গে বিজেপি নেতাদের নিজে হাতে রান্না করে খাওয়ানোর প্রস্তাব দিয়ে তিনি চ্যালেঞ্জ ছোড়েন, ‘দেখি তুমি মাছে ভাতে বাঙালিকে কত পছন্দ করো।’ এজেন্সির অপব্যবহারের বিরুদ্ধে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে মমতা স্পষ্ট জানান, বিজেপি শিগগিরই বিদায় নেবে এবং তিনি প্রত্যেকের নাম-ঠিকানা ডায়েরিতে নোট করে রাখছেন। ছবি সংগৃহিত।

নেতাজিকে ‘জাতীয় সন্তান’ ঘোষণার মামলা খারিজ

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে ‘জাতীয় সন্তান’ ঘোষণার দাবি তুলে সুপ্রিম কোর্টে সপাটে ধাক্কা খেলেন এক জনস্বার্থ মামলাকারী। সোমবার শীর্ষ আদালত কেবল ওই আবেদন খারিজই করেনি, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আদালতে ঢোকার পথও কার্যত বন্ধ করে দিয়েছে। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ স্পষ্ট জানায়, স্রেফ প্রচারের আলোয় আসতেই এই ভিত্তিহীন মামলা করা হয়েছে। ক্ষুব্ধ প্রধান বিচারপতির মৌখিক হুঁশিয়ারি, ‘সুপ্রিম কোর্টে প্রবেশ বন্ধ করে দেব।’ আবেদনকারীর আর্জি ছিল, দেশকে স্বাধীন করার পূর্ণ কৃতিত্ব দেওয়া হোক আজাদ হিন্দ বাহিনীকে। পাশাপাশি নেতাজিকে ভূষিত করা হোক ‘জাতীয় সন্তান’ সম্মানে। কিন্তু শুনানির শুরুতেই দুই বিচারপতির বেঞ্চ মামলাকারীর উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তোলে। আদালত মনে করিয়ে দেয়, অতীতেও এই একই ব্যক্তি একটি অসার মামলা করেছিলেন যা খারিজ হয়ে যায়। মামলাকারী দাবি করেন বর্তমান আবেদনটি আলাদা, যদিও তাতে চিঁড়ে ভেজেনি। আদালতের পর্যবেক্ষণ, এটি জনস্বার্থের বদলে ‘নিজস্ব স্বার্থ’ চরিতার্থ করার চেষ্টা। মামলাকারীর আচরণে তীব্র উষ্মাপ্রকাশ করে আদালত সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রারকে কড়া নির্দেশ দিয়েছে। ভবিষ্যতে ওই ব্যক্তির কোনও জনস্বার্থ মামলা যেন গ্রহণ না করা হয়। নেতাজির আবেগ নিয়ে অযথা আইনি টানাহেঁচড়া করতে গিয়ে শেষমেশ শীর্ষ আদালত থেকে কার্যত বহিষ্কৃত হলেন ওই মামলাকারী।

বিজেপি এলে আবার ফিরবে টাটা ঃ শুভেন্দু

নয়া জামানা, কাঁথি ঃ যিনি টাটাকে তাড়িয়েছেন, তাঁকে ২৩ তারিখে তাড়ান। বিজেপি ক্ষমতায় এলে আবার টাটাকে বাংলায় ফিরিয়ে আনা হবে।কাঁথির নির্বাচনী প্রচারে রাজ্যের শাসকদলকে তীব্র আক্রমণ করে একাধিক প্রতিশ্রুতি দিলেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। শিল্প ফেরানো ও কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দিয়েই তিনি তাঁর বক্তব্যের সূচনা করেন। সভায় উপস্থিত জনতার উদ্দেশে শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেন, রাজ্যে শিল্পায়নের অভাবের জন্য বর্তমান সরকার দায়ী। তিনি অভিযোগ করেন, বড় শিল্প সংস্থাগুলি বাংলায় বিনিয়োগ করতে চাইলেও রাজনৈতিক কারণে তাদের নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। টাটা গোষ্ঠীর প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে শিল্পবান্ধব পরিবেশ তৈরি করা হবে এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।একইসঙ্গে তিনি রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। সরাসরি নাম না করলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-কে আক্রমণ করে তিনি বলেন, বর্তমান সরকারকে ভোট দিলে নারী নির্যাতন ও দুর্নীতির ঘটনা আরও বাড়বে। তাঁর কথায়, এই সরকার থাকলে অভয়ার মতো ঘটনা আবার ঘটবে, আবার হাজার হাজার চাকরি চুরির মতো দুর্নীতি সামনে আসবে। তিনি

দাবি করেন, বিজেপি এলে এইসব সমস্যার সমাধান করা হবে।ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব বীরেন্দ্রনাথ শাসমল-এর নাম উল্লেখ করে শুভেন্দু বলেন, তিনি প্রতিশ্রুতি দিলে তা রাখেন। নন্দীগ্রামে জয়ের প্রসঙ্গ টেনে তিনি দাবি করেন, ভবানীপুরেও একই ফল হবে। তাঁর বক্তব্যে আত্মবিশ্বাস স্পষ্ট ছিল এবং তিনি বলেন, জনগণ পরিবর্তনের পক্ষেই রায় দেবে।সভায় উত্তর কাঁথির বিজেপি প্রার্থী সুমিতা সিনহার সমর্থনে ভোট চেয়ে তিনি বলেন, ৪ তারিখের পর সুমিতা সিনহা শাসকদলের বিধায়ক হবেন।তিনি আরও দাবি করেন, নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল ঘটবে এবং তৃণমূল কংগ্রেস আর ক্ষমতায় থাকবে না।খাদ্যাভ্যাস নিয়ে বিরোধীদের অভিযোগকেও তিনি খারিজ করেন। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, বিজেপি এলে বাংলায় মাছ খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে;এই দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। পাশের ওড়িশার উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, সেখানে বিজেপি সরকার থাকলেও মানুষের খাদ্যাভ্যাসে কোনও পরিবর্তন আসেনি।এদিনের সভা থেকে একাধিক জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের ঘোষণাও করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, বিজেপি ক্ষমতায় এলে মহিলারা অন্নপূর্ণা যোজনার মাধ্যমে মাসে ৩০০০ টাকা পাবেন। পাশাপাশি, চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত যুবকদেরও মাসিক ভাতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। মৎস্যজীবীদের জন্য আর্থিক সহায়তার কথাও উল্লেখ করেন।সবশেষে শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেন, এবারের নির্বাচনে বিজেপি ১৭৭টি আসনে জয়ী হবে। তিনি বলেন, ভোটের সময় কোনওরকম অশান্তি হলে কেন্দ্রীয় বাহিনী কঠোর ব্যবস্থা নেবে। তাঁর কথায়, মানুষ পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত এবং সেই পরিবর্তন আসন্ন।

অশান্তি রুখতে না পারলে চাকরি যেতে পারে ওসি-দের

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ নির্বাচনী রণক্ষেত্রে অশান্তি রুখতে এবার সরাসরি থানার মেজবাবুদের ঘাড়ে বন্দুক রাখল নির্বাচন কমিশন। স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, আইনভঙ্গের যে কোনও ঘটনায় জড়িত থাকলে চাকরি থাকবে না। আসন্ন বিধানসভা ভোটের আগে রাজ্যের ওসি এবং এসডিপিও-দের কার্যত চরম হুঁশিয়ারি দিল কমিশন। সিইও দফতর সূত্রের খবর, ফোনে বা টেক্সট মেসেজে পুলিশকর্তাদের কড়া বার্তা দেওয়া শুরু হয়েছে। সাফ জানানো হয়েছে, ‘ভোট-সংক্রান্ত অশান্তির ক্ষেত্রে কোনও রকম সহনশীলতা দেখানো হবে না’। অশান্তি ঘটলে দায় এড়াতে পারবেন না সংশ্লিষ্ট থানার ওসি এবং এসডিপিও। কর্তব্যে গাফিলতি মিললে কড়া শাস্তির মুখে পড়তে হবে তাঁদের। এমনকি ‘আইন ভাঙার ঘটনায় জড়িত থাকলে সংশ্লিষ্ট ওসি বা এসডিপিও-কে বরখাস্ত করা হতে পারে’ বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছে কমিশন।

বোমা-বন্দুকের দাপাদাপি রুখতে ‘জ়িরো টলারেন্স’ নীতি নিয়েছে কমিশন। গুরুতর অশান্তির ক্ষেত্রে কমিশন জানিয়েছে, ‘সংশ্লিষ্ট থানার ওসি-কে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হতে পারে’।

তৃণমূল শিবির যখন কেন্দ্রীয় এজেন্সি ও কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে সরব, ঠিক সেই আবহে পুলিশকে দেওয়া এই চরম বার্তা প্রশাসনিক মহলে শোরগোল ফেলে দিয়েছে। ভোটের ময়দানে শান্তিরক্ষার গুরুদায়িত্ব এখন সরাসরি থানার বড়বাবু ও মহকুমা পুলিশ আধিকারিকদের কাঁধেই। সামান্য বিচ্যুতি ঘটলেই কেরিয়ারে নামতে পারে বড় বিপর্যয়।

অসুস্থ ভোটকর্মীদের জন্য এবার এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স

নয়া জামানা ডেস্ক অবাধ ও সুষ্ঠু ভোটের লক্ষ্যে নজিরবিহীন তৎপরতা নির্বাচন কমিশনের। এবার ভোটকর্মী ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের শারীরিক অসুস্থতা বা জরুরি পরিস্থিতির মোকাবিলায় তৈরি থাকছে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স ও হেলিকপ্টার। জানা গেছে,ইতিমধ্যেই একটি আকাশযান মালদহে পৌঁছেছে। গুজরাত থেকে কলকাতায় আসছে দ্বিতীয়টি। আধিকারিকদের দ্রুত যাতায়াতের জন্য বরাদ্দ হয়েছে আলাদা চপার। কমিশনের স্পষ্ট বার্তা, ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি কর্মীদের স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয়ে কোনো আপস করা হবে না। মঙ্গলবার থেকেই রাজ্যের আকাশে ডানা মেলবে কমিশনের বিশেষ উদ্ধারকারী বিমান। উত্তরবঙ্গ থেকে জঙ্গলমহল; সব দিকেই কড়া নজরদারির প্রস্তুতি সারা। প্রয়োজনে দ্রুত চিকিৎসার জন্য এই আকাশপথের সংযোগ ব্যবহার করা হবে। শুধু আকাশ নয়, অলিগলির নিরাপত্তা নিশ্চিতে কমিশনের তুরুপের তাস এবার ‘বাইক বাহিনী’। জেলার সরু রাস্তায় যেখানে গাড়ি ঢোকা দুষ্কর, সেখানে দ্রুত পৌঁছোতে প্রত্যেক জেলায় প্রচুর সংখ্যক বাইক ভাড়া নেওয়া হয়েছে। আগে নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় এই সুবিধা থাকলেও এবার গোটা রাজ্যেই বাইকের মাধ্যমে টহল দেবে বাহিনী। এবারের নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে বিশেষ ক্ষমতা ও স্বাধীনতা দিচ্ছে কমিশন। কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা দেখলে জওয়ানেরা ‘স্বাধীন ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন’। জওয়ানদের পরিচালনা করবেন কমান্ডান্ট পর্যায়ের আধিকারিকেরা। রাজ্য পুলিশ কেবল সহায়কের ভূমিকা পালন করবে। কোনো এলাকায় কড়া পদক্ষেপের প্রয়োজন পড়লে ‘সংশ্লিষ্ট পুলিশ আধিকারিক এবং কমান্ডান্ট যৌথ ভাবে সিদ্ধান্ত নেবেন’। আগামী বৃহস্পতিবার প্রথম দফার ভোট। উত্তরবঙ্গের সব কটি জেলা এবং জঙ্গলমহলের পাশাপাশি দুই মেদিনীপুর ও মুর্শিদাবাদে ভোটগ্রহণ হবে ওই দিন। উত্তরবঙ্গের মালদহ, দিনাজপুর থেকে শুরু করে দক্ষিণবঙ্গের বীরভূম, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় মোতায়েন থাকছে বিশাল বাহিনী। কমিশনের হিসাব অনুযায়ী, প্রথম দফার ভোটে সবচেয়ে বেশি কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকছে মুর্শিদাবাদ জেলায়।

গ্রেপ্তারির আশঙ্কা, ‘কবচ’ চেয়ে কোর্টে ৮০০ কর্মীর তালিকা দিল শাসক দল

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ভোটের মুখে তৃণমূলের ৮০০ নেতা ও কর্মীকে গ্রেফতার করা হতে পারে। এই আশঙ্কা প্রকাশ করে সোমবার কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হল রাজ্যের শাসকদল। শুধু অভিযোগ জানানোই নয়, জেলা ধরে ধরে সেই সম্ভাব্য গ্রেফতারির একটি তালিকাও আদালতের কাছে পেশ করেছে তৃণমূল। তাদের দাবি, নির্বাচন কমিশনের পরিকল্পনায় এই তালিকায় সাংসদ, বিধায়ক থেকে শুরু করে নিচুতলার কর্মীরাও রয়েছেন। যদিও কমিশন এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে। তাদের বক্তব্য, কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলকে নিশানা করা হয়নি। নিয়ম মেনে যাদের বিরুদ্ধে আগে থেকেই গ্রেফতারি পরোয়ানা রয়েছে, কেবল তাদেরই ধরা হচ্ছে। সোমবার সকালে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় হাই কোর্টে এই বিষয়ে দ্রুত শুনানির আবেদন জানান। আদালত মামলা দায়েরের অনুমতি দিলে তৃণমূল বিস্তারিত তালিকা জমা দেয়। দলের আশঙ্কা, এই তালিকায় হেভিওয়েট নেতাদের নাম রয়েছে যারা নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। বিশেষ করে কোচবিহারের দিনহাটার প্রার্থী উদয়ন গুহ দাবি করেছেন, নির্বাচন কমিশন যে ৮০০ জনের তালিকা তৈরি করেছে তাতে তাঁর নামও আছে। তাঁর কথায়, ‘ইতিমধ্যেই হাই কোর্টে এ বিষয় নিয়ে মামলা করা হয়েছে দলের তরফে।’ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বিভিন্ন জনসভা থেকে দলীয় কর্মীদের গ্রেফতারির আশঙ্কা নিয়ে সরব হয়েছেন। তৃণমূলের জমা দেওয়া জেলাভিত্তিক তালিকায় উল্লেখযোগ্য কিছু নাম হল;১) উত্তরবঙ্গ । কোচবিহার থেকে রয়েছেন পরেশ অধিকারী, অভিজিৎ দে ভৌমিক, পার্থপ্রতিম রায় ও উদয়ন গুহ। আলিপুরদুয়ারের তালিকায় অজিত বর্মণ, ভিক্টর বর্মণ ও মনোরঞ্জন দে-র নাম রয়েছে। জলপাইগুড়িতে উত্তম সরকার ও দিলীপ রায়ের নাম জমা পড়েছে। দার্জিলিং থেকে রঞ্জন সরকার ও দুলাল দত্তের নাম রয়েছে। উত্তর দিনাজপুরে বিদায়ী বিধায়ক হামিদুল রহমান, জাকির হোসেন ও সত্যজিৎ বর্মণের নাম তালিকায় আছে।

তলব এড়ালেন আই-প্যাক কর্তা

সোমবার সকাল ১১টায় দিল্লির প্রবর্তন ভবনে তলব করা হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু ঘড়ির কাঁটা দেড়টা পেরিয়ে গেলেও ইডি দফতরে দেখা মিলল না আই-প্যাক ডিরেক্টর ঋষিরাজ সিংহের।

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ সোমবার সকাল ১১টায় দিল্লির প্রবর্তন ভবনে তলব করা হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু ঘড়ির কাঁটা দেড়টা পেরিয়ে গেলেও ইডি দফতরে দেখা মিলল না আই-প্যাক ডিরেক্টর ঋষিরাজ সিংহের। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার সমন সত্ত্বেও এই গরহাজিরা নিয়ে এখন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে তোলপাড় শুরু হয়েছে। দিন কয়েক আগেই সংস্থার অন্যতম ডিরেক্টর বিনেশ চান্দেলকে গ্রেফতার করেছিল ইডি। এবার ঋষিকে ঘিরে দানা বাঁধছে নতুন রহস্য। দিল্লি পুলিশের দায়ের করা একটি এফআইআর-এর সূত্র ধরে এই তদন্ত শুরু হয়। অভিযোগের তির মূলত ‘হিসাবপত্রে জালিয়াতি’ এবং ‘হিসাববহির্ভূত ভাবে’ আর্থিক লেনদেনের দিকে। এই মামলাতেই আই-প্যাকের শীর্ষ আধিকারিকদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। এর আগে গত ২ এপ্রিল বেঙ্গালুরুতে ঋষিরাজের বাসভবনেও তল্লাশি চালিয়েছিলেন আধিকারিকেরা। ১৩ এপ্রিল গ্রেফতার হন বিনেশ, যিনি বর্তমানে ইডির হেফাজতেই রয়েছেন। বাংলা ও তামিলনাড়ুর বিধানসভা ভোটের ঠিক আগে এই কেন্দ্রীয় তৎপরতা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। তৃণমূল ও ডিএমকে-র মতো শাসকদলগুলোর ভোটকুশলী হিসেবে কাজ করছে এই সংস্থা। এর আগে কলকাতায় আই-প্যাক প্রধান প্রতীক জৈনের বাড়িতে ইডি হানার সময় সশরীরে পৌঁছে গিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। আইআইটি কানপুরের প্রাক্তনী ঋষিরাজ একসময় ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কিংয়ের নামজাদা সংস্থা এইচএসবিসি বা ক্রেডিট সুইসে কর্মরত ছিলেন। পরে আই-প্যাকের জন্মলগ্ন থেকেই তিনি যুক্ত হন রাজনৈতিক পরামর্শদাতা হিসেবে। ২০২১-এর বাংলা জয় থেকে ২০২৪-এর লোকসভা ভোট; ঘাসফুল শিবিরের রণকৌশল তৈরিতে তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি অন্ধ্রপ্রদেশের ওয়াইএসআরসিপি-র সাফল্যেও তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। এমন এক দুঁদে ভোটকুশলীর ইডি দফতরে অনুপস্থিতি ঘিরে এখন সরগরম দিল্লির অলিন্দ। সব তথ্য খতিয়ে দেখে পরবর্তী পদক্ষেপের প্রস্তুতি নিচ্ছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট।

১১
২১ এপ্রিল
২০২৬

সম্পাদকীয়

নয়া জামানা

সম্পাদকীয়

রাজ্যে উন্নয়ন কিন্তু গতিশীল

বর্তমান শাসকদের পরিচালনায় গত দেড় দশকে পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়ন প্রক্রিয়া ঠিক কোথায় পৌঁছল? নির্বাচনের মুখে এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা অবশ্যই প্রয়োজন। তৃণমূল সরকার রাজ্যে ক্ষমতায় আসার দু'বছর পরে, ২০১৩ সালে, চালু হয় 'কন্যাশ্রী' প্রকল্প; যা পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রকল্প। এই প্রকল্পে সপ্তম শ্রেণি বা তার উপরে পড়া ১৩ থেকে ১৮ বছর বয়সি মেয়েদের বছরে ১০০০ টাকা সাহায্য দেওয়া হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল মেয়েদের লেখাপড়া চালিয়ে যেতে উৎসাহ দেওয়া এবং অল্পবয়সে বিয়ে রোধ করা। ২০১৫ সালে চালু হয় 'সবুজ সাথী'; নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের সাইকেল দেওয়া হয় যাতে তারা সহজেই স্কুলে যাতায়াত করতে পারে এবং স্কুল ছেড়ে না যায়। ২০২১-এ চালু হয় 'লক্ষ্মীর ভান্ডার'।এই ধরনের প্রকল্পগুলি লক্ষ্যভিত্তিক সহায়তা কর্মসূচি। ২০১০-এর দশক থেকে উন্নয়ন নীতিতে লক্ষ্যভিত্তিক নগদ সহায়তা বা ক্যাশ ট্রান্সফার কর্মসূচি ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কারণ এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট মানুষের কাছে সরাসরি সাহায্য পৌঁছে দেওয়া যায়, এবং প্রশাসনিক খরচও তুলনামূলক ভাবে কম হয়। তবে এর রাজনৈতিক দিকটিও স্পষ্ট; এই ধরনের প্রকল্প শাসক দল এবং উপভোক্তার মধ্যে এক ধরনের নির্ভরতার সম্পর্ক তৈরি করে, ফলে উপভোক্তারা রাজনৈতিক ভাবে শাসক দলের প্রতি বেশি অনুগত হয়ে ওঠেন। ফলে লক্ষ্যভিত্তিক জনকল্যাণমূলক প্রকল্প অনেক সময় রাজনৈতিক লাভের মাধ্যম হয়ে ওঠে। অন্য দিকে, সকলের জন্য জনকল্যাণমূলক পরিষেবা প্রদান করলে একই ধরনের রাজনৈতিক সুবিধা নাও পাওয়া যেতে পারে। যেমন, ভাল হাসপাতাল বা প্রাথমিক স্কুল; উন্নয়ন অভিঘাত প্রবল হলেও এই ধরনের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের রাজনৈতিক লাভ তুলনায় কম।কলকাতার বস্তি এলাকার উপর কয়েকটি গবেষণায় দেখা গেছে, রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা বেশি হলে এই ধরনের ক্লায়েন্টেলিস্ট বা পৃষ্ঠপোষকতা-নির্ভর রাজনীতি আরও শক্তিশালী হয়। এর ফলে অনেক সময় পানীয় জল সরবরাহ, নিকাশি পরিষ্কার বা আবর্জনা অপসারণের মতো মৌলিক পরিষেবাগুলি সমস্ত জনসাধারণের কাছে সীমিত ভাবে পৌঁছয়। তবে এই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যেই কিছু নির্দিষ্ট গোষ্ঠী এই পরিষেবাগুলি তুলনামূলক ভাবে বেশি পেতে পারে। এরাই প্রায়শই রাজনৈতিক দলের বিশেষ সমর্থকে পরিণত হয়। রাজনীতিকদের কাছে এই ধরনের লক্ষ্যভিত্তিক প্রকল্প আকর্ষণীয়। কারণ এগুলি প্রায়ই নির্বাচনে ভাল রাজনৈতিক ফল দেয়। যেমন ২০২৫ সালের বিহার বিধানসভা নির্বাচনে এনডিএ-র জয়। নির্বাচন ঘোষণার আগে এনডিএ সরকার প্রায় ১.২১ কোটি সম্ভাব্য মহিলা উদ্যোক্তাকে ১০,০০০ টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করে। এর সঙ্গে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ, পেনশন এবং বেকার ভাতার মতো আরও কিছু প্রকল্পও চালু করা হয় নির্বাচনের আগেই।অন্য দিকে, দিল্লিতে আম আদমি পার্টি বেকার যুবক, পুরোহিত এবং আবাসিক কল্যাণ সমিতির জন্য আর্থিক সহায়তার কথা ঘোষণা করলেও তা তেমন রাজনৈতিক লাভ আনতে পারেনি। বিহার এবং দিল্লির অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পার্থক্য এই বিপরীত ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারে।তুলনামূলক ভাবে দরিদ্র অঞ্চলে লক্ষ্যভিত্তিক নগদ সহায়তা রাজনৈতিক ভাবে অনেক বেশি লাভজনক হতে পারে। তবে এই প্রকল্পগুলির ইতিবাচক দিকও রয়েছে। ২০১৭ সালে কন্যাশ্রী প্রকল্প রাষ্ট্রপুঞ্জের পাবলিক সার্ভিস পুরস্কার পায়। গবেষণায় দেখা গেছে, এই প্রকল্পের ফলে অনেক মেয়ে তুলনায় দীর্ঘ দিন স্কুলে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পেরেছে। তবে পরিবারের মধ্যে মেয়েদের শিক্ষার বিষয়ে মানসিকতার দীর্ঘমেয়াদি বড় পরিবর্তন ঘটাতে এই প্রকল্প খুব বেশি সফল হয়েছে কি না, সে প্রশ্ন আছে। অর্থনৈতিক পরিসংখ্যানও একটি মিশ্র ছবি দেখায়। ভোগব্যয় বা মাথাপিছু আয়ের মতো সূচকে পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে আছে। কিন্তু, দারিদ্র কমানোর ক্ষেত্রে রাজ্য উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছে। বহুমাত্রিক দারিদ্রের হার ২০১৫-১৬ সালে ২১.৩ শতাংশ থেকে কমে ২০২২-২৩ সালে ৮.৬ শতাংশে নেমে এসেছে। আশ্চর্যের বিষয়, এই হার শিল্পোন্নত গুজরাতের থেকেও সামান্য কম। ২০২৩-২৪ সালে গুজরাতে মাথাপিছু আয় ছিল প্রায় ৩,০০,৯৫৭ টাকা, যেখানে পশ্চিমবঙ্গে তা ছিল ১,৪৯,৫১৫ টাকা। অন্য দিকে, পূর্ব ভারতের আরও কয়েকটি রাজ্যে দারিদ্রের হার এখনও উল্লেখ যোগ্য ভাবে বেশি। ফলে, দারিদ্র হ্রাসে পশ্চিমবঙ্গের কৃতিত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই। সব মিলিয়ে দেখা যায়, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং জীবনযাত্রার মান; এই তিন ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি করেছে। লক্ষ্যভিত্তিক কল্যাণ প্রকল্প তার একটি বড় কারণ। তবে দীর্ঘমেয়াদে শুধু লক্ষ্যভিত্তিক সহায়তা দিয়ে উন্নয়ন সম্ভব নয়। পশ্চিমবঙ্গকে আবার পূর্ব ভারতের অর্থনৈতিক কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে হলে পরিকাঠামো উন্নয়ন, বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির দিকে আরও জোর দিতে হবে।

বাংলায় এসআইআর

নির্বাচন কমিশন ও বিচার বিভাগ

মজিবুর রহমান

পশ্চিমবঙ্গে অষ্টাদশ বিধানসভা নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা তৈরির কাজ শেষ হয়েছে। ৬ই এপ্রিল মধ্যরাতে ভোটার লিস্ট 'ফ্রিজ' করে দেওয়া হয়েছে। এই তালিকা অনুযায়ী ২৩শে ও ২৯শে এপ্রিল ভোট গ্রহনকরা হবে। কিন্তু ভোটাধিকার প্রয়োগে বঞ্চিত থাকবে প্রায় ত্রিশ লাখ বৈধ ভোটার। বিধানসভা আসন প্রতি গড়ে কমবেশি দশ হাজার।সপ্তদশ বিধানসভা নির্বাচনে জয়-পরাজয়ের যে ব্যবধান ছিল তার থেকেও বেশি ভোটারের নাম বাদ পড়েছে এমন আসনের সংখ্যা অর্ধশতাধিক। অর্থাৎ বাতিল ভোটারদের অংশগ্রহণ না থাকায় এবারের নির্বাচনে অন্তত এক-ষষ্ঠাংশ আসনের ফলাফল পাল্টে যেতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই এই নির্বাচনের বৈধতা নিয়েই বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছে। দাবি উঠেছে, আগে ভোটার পরে ভোট। অসম্পূর্ণ নয়, পূর্ণাঙ্গ ভোটার তালিকার ভিত্তিতেই ভোট হওয়া উচিত।সংবিধান অনুযায়ী আঠারো বছর বা তার বেশি বয়সী যেকোনো ভারতীয় নাগরিক দেশের যেকোনো জায়গায় সাধারণভাবে বসবাস করলেই ভোটার বলে বিবেচিত হয়। কেউ একসাথে একাধিক জায়গায় ভোটার থাকতে পারে না। প্রতিটি নির্বাচনের আগে নতুন ব্যক্তিদের নাম সংযোজন এবং মৃত (ডেড) ও স্থানান্তরিত (শিফটেড) ব্যক্তিদের নাম বিয়োজন করার মাধ্যমে ভোটার তালিকা পরিমার্জন (আপগ্রেড) করা হয়। সংক্ষিপ্ত সংশোধন (সামারি রিভিশন) অথবা নিবিড় সংশোধনের (ইনটেনসিভ রিভিশন) মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন এই কাজটাই এতদিন ধরে নীরবে করে এসেছে। বুথ স্তরের নির্বাচন কর্মীর কাছে হাজিরা দিয়েই নতুন ভোটাররা তালিকায় নাম তুলতে পেরেছে। কোনো পুরনো ভোটারকে পুনর্নবীকরণের জন্য আবেদন করতে হয়নি। নথিপত্র সংগ্রহ করার জন্য লাখ লাখ মানুষকে উদ্ভ্রান্তের মতো ছোটাছুটি করতে দেখা যায়নি। সাধারণত বিয়োজনের থেকে সংযোজনের সংখ্যা বেশি হয়। ফলে প্রতিটি পরিমার্জনের শেষে ভোটারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আমাদের দেশে জন্ম-মৃত্যু অনুপাতের নিরিখে এটাই স্বাভাবিক। তবে মৃত ও স্থানান্তরিত ব্যক্তিদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা না থাকায় তাদের অনেকের নামই ভোটার তালিকায় থেকে যায়। তালিকায় এরূপ ব্যক্তিদের নাম থেকে গেলেও কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয় যদি না কেউ ওদের নামে কারচুপি করে ভোট দেয়। কিন্তু এটাও ঠিক যে, ভোট কর্মী ও পোলিং এজেন্টদের উপস্থিতিতে কারোর পক্ষে নকল ভোট দেওয়া অতো সহজ নয়। বুথ 'ক্যাপচার' বা রিগিং হলে আলাদা কথা। ব্যাপকভাবে ভোটার তালিকা পরিমার্জন করার লক্ষ্যে ২৭.১০.২০২৫ তারিখে নির্বাচন কমিশন বিশেষ নিবিড় সংশোধন (স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন) কর্মসূচির বিজ্ঞপ্তি জারি করে। পরিমার্জন প্রক্রিয়াকে যথেষ্ট জটিল ও যন্ত্রণাদায়ক করে তোলা হয়। সকল পুরানো ভোটারের গণনা (এনুমারেশন) ফর্ম পূরণ বাধ্যতামূলক করা হয়। ২০২৫ সালের তালিকায় নাম থাকা ৭ কোটি ৬৬ লাখ ভোটারকে ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নিজের নাম দেখিয়ে সরাসরি (সেল্ফ) অথবা বাবা, মা, ঠাকুরদা, ঠাকুরমার নাম খুঁজে বংশ সূত্রে (প্রোজেনি) 'ম্যাপড' হতে বলা হয়। 'আনম্যাপড' হলেই নথি দেখাতে হবে। কিন্তু কমিশন নির্ধারিত তালিকায় প্যান কার্ড, রেশন কার্ড, ব্যাঙ্কের পাসবুক, স্কুল সার্টিফিকেট প্রভৃতি বহুল ব্যবহৃত নথি রাখা হয়নি। ২০০২ সালের আগেকার অথবা ২০০২ থেকে ২০২৫-এর মধ্যবর্তী সময়ের ভোটার তালিকা অথবা এপিক গ্রাহ্য করা হয়নি। আধার কার্ডকে পূর্ণ মান্যতা দেওয়া হয়নি। সহজলভ্য তথা বহুল ব্যবহৃত নথি গ্রহনযোগ্য না হওয়ার কারণে বহু দরিদ্র, লেখাপড়া না জানা, প্রান্তিক মানুষ সমস্যার সম্মুখীন হয়। তবুও বিএলও-দের তৎপরতা ও মানুষজনের পারস্পরিক সহযোগিতার ফলে সমস্ত ভোটারের এনুমারেশন ফর্ম সঠিকভাবে পূরণ করা ও জমা দেওয়া সম্ভব হয়। ৯৫ শতাংশের বেশি ভোটার 'ম্যাপড' হয়। ১৬.১২.২৫ তারিখে প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকা (ড্রাফট ইলেক্টোরাল রোল) থেকে ৫৮ লাখ নাম বাদ পড়ে। মতুয়া সম্প্রদায়ের বহু মানুষের নাম বাদ পড়া ছাড়া এই তালিকাটি মোটামুটিভাবে ঠিক ছিল। খসড়া তালিকায় যেসকল বৈধ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে সেগুলো সংযুক্ত করে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা (ফাইনাল ইলেক্টোরাল রোল) প্রকাশ করা হবে, এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু তা না করে ২৮.২.২৬ তারিখে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হলে দেখা যায় 'ম্যাপড', 'আনম্যাপড' নির্বিশেষে নতুন করে ৫ লাখ ৪৬ হাজার ভোটারকে 'বিয়োজিত' (ডিলিটেড) এবং ৬০ লাখ ১৬ হাজার ভোটারকে 'বিচারাধীন' (আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন) দেখানো হয়েছে। অথচ ওই 'বিয়োজিত' ও 'বিচারাধীন' ব্যক্তিরা প্রায় সকলেই জন্মসূত্রে ভারতীয়। তাদের নাগরিকত্ব অথবা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোনো অবকাশ নেই।

আসলে খসড়া তালিকা থেকে চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকরণ পর্বে নির্বাচন কমিশন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এ আই) ভিত্তিক একটি সফটওয়্যার ব্যবহার করে। এটি ভোটারদের বানানগত, পদবিগত, ঠিকানাগত, পিতামাতার সঙ্গে সন্তানের বয়সের পার্থক্যগত ও সন্তানের সংখ্যাগত বিষয়গুলো বুঝতে নিদারুণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। যৎসামান্য ও খুব স্বাভাবিক পার্থক্যকেই ওই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা 'যুক্তিগ্রাহ্য অসঙ্গতি' (লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি) হিসেবে গণ্য করেছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বোকামি থেকে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন, কবি জয় গোস্বামী, বিচারপতি শাহেদুল্লাহ মুনশী, মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীর মতো লব্ধ প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরাও রেহাই পাননি। এই 'যুক্তিগ্রাহ্য অসঙ্গতি'র কারণে ৬০ লাখাধিক ভোটার হয়ে গেলেন 'বিবেচনাধীন'। প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখ ভোটার অজ্ঞাত কারণে 'বিয়োজিত' হয়ে গেলেন। তোলপাড় হলো বাংলা। বিয়োজিতরা কাগজপত্র নিয়ে ছুটলেন জেলা শাসকের অফিসে। বিচারাধীনরা 'হিয়ারিং'-এ হাজির হলেন। বিচারবিভাগীয় আধিকারিকরা নিষ্পত্তি করার জন্য নিয়োজিত হলেন। কিন্তু তাঁরা কীভাবে কী করলেন কে জানে! দেখা গেল, পরিপূরক তালিকায় (সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট) ২৭ লাখ ভোটারের নাম উঠলো না। এরা চলে গেল ডিলিটেড লিস্টে। এবার এদের আবেদন করতে হবে ট্রাইব্যুনালে। একের পর এক হয়রানি। এসআইআর-এর প্রহসন অসহনীয় হয়ে উঠছে! মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার বিশেষ নিবিড় সংশোধন নাম দিয়ে ভোটার তালিকায় বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক সংশোধন (স্পেশাল ইনটেনশন্যাল রিভিশন) করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এই বিশেষ উদ্দেশ্যটি হলো যেকোনো উপায়ে নির্বাচনে বিজেপি'র সুবিধা করে দেওয়া। গত বছর বিহারের বিধানসভা নির্বাচনে তিনি তাঁর পরিকল্পনার বাস্তবায়নে সফল হয়েছেন। এবার বাংলায় বিজেপিকে সুবিধা করে দিতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। নজিরবিহীন ভাবে মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব, রাজ্য পুলিশের ডিজি, কলকাতা পুলিশের সিপি-কে অপসারণ করা হয়েছে। কোনো কোনো জেলায় এক সপ্তাহে দু'বার ডিএম-এসপি বদল করা হয়েছে। রিটার্নিং অফিসার নিয়োগে চরম খামখেয়ালিপনা চলছে। 'সঙ্ঘী' কুমারের ধমক চমক থেকে আইএএস-আইপিএস অফিসারদের পাশাপাশি রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দও বাদ যাচ্ছেন না। রাজ্যে অঘোষিত জরুরি অবস্থা চলছে। জ্ঞানেশ কুমারের একটি লক্ষ্য ছিল ভোটার তালিকা থেকে যতটা সম্ভব বিজেপি বিরোধী মুসলমানদের নাম বাদ দেওয়া। সে লক্ষ্যে তিনি অনেকটাই সফল হয়েছেন। তবে প্রযুক্তির 'নিরপেক্ষতা'র কারণে ১৭ লাখ মুসলমানের সাথে ১০ লাখ হিন্দুরও নাম বাদ পড়েছে। গত কয়েক মাস ধরে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রতিটি পরিবারকে এসআইআর-এ ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়েছে। বহু বিএলও কাজের চাপ সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছেন। ভোটাধিকার চলে গেলে অন্যান্য অধিকারও কেড়ে নেওয়া হবে এরূপ আতঙ্কে বহু মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন অথবা মারা গেছেন। এসআইআর এরাজ্যে এক বিভীষিকা হয়ে উঠেছে। ভোটার লিস্টে নাম তুলতে অথবা রাখতে এত ভোগান্তি ভাবা যায় না! এই মুহূর্তে নির্বাচন কমিশনের অপর নাম 'নির্যাতন কমিশন'।জ্ঞানেশ কুমার, যিনি এখন বাংলায় 'ভ্যানিশ কুমার' নামে খ্যাত, ইলেকশন কমিশনকে 'এক্সক্লুশন কমিশন'-এ পরিণত করেছেন। ভোটারদের নাম বাদ দেওয়াতেই তাঁর আনন্দ! উত্তর প্রদেশ, গুজরাট, তামিলনাড়ু, কেরালা প্রভৃতি রাজ্যেও ব্যাপক হারে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। গত বছর দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনেও বহু ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছিল। বাংলার এসআইআর নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকা অত্যন্ত হতাশাজনক। প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ সঠিক দিশা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে। যে ৬০ লাখ ভোটারকে 'বিচারাধীন' দেখানো হয় তাদের মধ্যে ৪০ লাখ ই ছিল 'ম্যাপড'। তারা সফটওয়্যার বা প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণেই সন্দেহজনক হয়ে যায়। তাদের ওপর থেকে খুব সহজেই 'বিচারাধীন' তকমা প্রত্যাহার করার নির্দেশ দেওয়া যেত। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট তা করেনি। সাধারণ বোধবুদ্ধি ও কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন যেকোনো ব্যক্তিই বুঝতে পারবেন যে, 'যুক্তিগ্রাহ্য অসঙ্গতি'-র কারণগুলিই অযৌক্তিক। কাজেই 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'র ধারণাটাই বাতিল করা যেত।

এটা নির্বাচন কমিশনের কোনো বিধিতেই নেই। দেশের অন্য কোনো রাজ্যেও এটা করা হয়নি। যে এসআইআর প্রক্রিয়ার কারণে এরাজ্যের মানুষের এত ভোগান্তি হচ্ছে এবং বিরাট সংখ্যক বৈধ ভোটার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার ভোট প্রয়োগে বঞ্চিত থাকছে সেই প্রক্রিয়া রদ অথবা বাতিল করাই তো স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত হতে পারে।

কিন্তু সেসব না করে নির্বাচন কমিশন ও রাজ্য সরকারের মধ্যে 'বিশ্বাসের ঘাটতি'-র (ট্রাস্ট ডেফিসিট) কথা বলে বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের লাগিয়ে দেওয়া হল 'বিচারাধীন'দের বিচার করার জন্য। এর ফলে নিম্ন আদালতগুলোর মামলা সংক্রান্ত কাজকর্ম শিকেয় উঠলো। এতেও লাখ লাখ মানুষ সমস্যায় পড়লো। বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের কাজ নিয়েও সন্তুষ্ট হওয়ার কোনো কারণ দেখা গেল না। পাসপোর্ট, মাধ্যমিক পাস সার্টিফিকেটের মতো নথি জমা দেওয়ার পরও নাম ডিলিটেড! গাঁজা সেবন করে কাজ করলে যা হয় আর কি! ঠাণ্ডা ঘরে বসে যা খুশি তাই করে উদ্বিগ্ন মানুষের ধৈর্যের পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে!

অন্যায়ভাবে নাম বাদ দেওয়ার প্রতিবাদ করতে মানুষ পথে নামলেও আপত্তি! কয়েকজন আধিকারিককে কিছুক্ষণ আটকে রাখলে সেটা গুরুতর অপরাধ কিন্তু তাঁদের ভুলে বা গাফিলতিতে অজস্র মানুষ সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে সেটা কোনো ব্যাপার নয়! একজন বিচারপতি বলেছেন, এবার ভোট দেওয়া হলো না তো কী আছে, পরে দেবে। এই ধরনের কথা সাধারণ পাবলিকের মুখে শোভা পেতে পারে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির ভাবনাই যদি এত মামুলি হয়, তবে তো মুশকিল! এখন তো সাধারণ মানুষের মনে বিচার বিভাগের প্রতিই 'ট্রাস্ট ডেফিসিট' দেখা দিয়েছে। লাখ লাখ মানুষের ভোটাধিকার হরণ করে নির্বাচন সম্পন্ন করা হলে তা গণতন্ত্রকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে তুলবে। রাষ্ট্রের পক্ষে নিশ্চয়ই তা ভালো হবে না। সৌ ঃ দৈনিক আজাদি।

দৈনিক নয়া জামানার সম্পাদকীয় পাতায় সমসাময়িক বিষয়ে নিবন্ধ ও আপনার সুচিন্তিত মতামত পাঠান। লেখাটি অবশ্যই মৌলিক ও অপ্রকাশিত হতে হবে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

মেইল- nayajamanaofficial@gmail.com

হোয়াটসঅ্যাপ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 21-04-2026 04:22 Page 12

মহানগর
নয়া জামানা

ডিএ বৃদ্ধির জট ঃ কমিশনের কোর্টে বল, অপেক্ষায় নবান্ন

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ রাজ্য সরকারি কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ বৃদ্ধির পথে এবার কাঁটা হয়ে দাঁড়াল নির্বাচনী বিধি। বাজেটে ৪ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধির ঘোষণা হলেও আড়াই মাস বাদেও মেলেনি সরকারি বিজ্ঞপ্তি। ফলে ১ এপ্রিল থেকে বর্ধিত হারে ডিএ পাওয়ার আশা নিয়ে তৈরি হয়েছে প্রবল অনিশ্চয়তা। নবান্ন সূত্রের খবর, ভোট চলায় এই সংক্রান্ত ফাইল এখন নির্বাচন কমিশনের টেবিলে আটকে। দিল্লির অনুমোদন না মেলা পর্যন্ত অর্থ দফতর কোনও নির্দেশিকা জারি করতে পারছে না। চলতি বছরের অন্তর্বর্তী বাজেটে অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ঘোষণা করেছিলেন, এপ্রিল থেকে ৪ শতাংশ হারে অতিরিক্ত ডিএ পাবেন কর্মীরা। মে মাসের বেতনের সঙ্গেই সেই টাকা হাতে পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হতেই বদলে যায় সমীকরণ। নির্বাচনী আচরণবিধি জারি থাকায় যে কোনও আর্থিক সুবিধা দেওয়ার আগে কমিশনের অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক। নিয়ম মেনেই নবান্ন থেকে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে চিঠি পাঠানো হয়েছে। সেই চিঠি বর্তমানে দিল্লির কেন্দ্রীয় দফতরে বিচারাধীন। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশে এই বিলম্ব নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে নানা জল্পনা শুরু হয়েছে। কর্মীদের একাংশের অভিযোগ, ঘোষণার পর দীর্ঘ সময় পেরিয়ে যাওয়ায় বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। এমনকি তাঁদের আর্থিক পরিকল্পনাতেও এর প্রভাব পড়ছে। তবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভোট প্রচারের মঞ্চ থেকে আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি সাফ জানিয়েছেন, ‘কর্মচারীদের প্রাপ্য সুবিধা তাঁরা অবশ্যই পাবেন।’ নবান্নের এক আধিকারিকের কথায়, ‘আশা করছি, শীঘ্রই আমরা ডিএ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করতে পারব। সেই বিজ্ঞপ্তি জারি চলতি মাসেই হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। মে মাসের বেতনের সঙ্গেই সরকারি কর্মচারীরা ঘোষিত ডিএ পেতে পারবেন।’ প্রশাসন সূত্রের দাবি, অনুমোদন পাওয়া মাত্রই দ্রুত কাজ শুরু করবে অর্থ দফতর। তবে কমিশনের ছাড়পত্র না আসা পর্যন্ত সরকারি ভাবে হাত-পা বাঁধা নবান্নের। এখন দেখার, দিল্লির সবুজ সঙ্কেত কবে আসে এবং মে মাসের বেতন স্লিপে সেই বর্ধিত ডিএ-র প্রতিফলন ঘটে কি না। আপাতত নবান্ন থেকে সাধারণ কর্মী; সকলের নজর এখন নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তের দিকেই।

সুপ্রিম নির্দেশ মানছে না ট্রাইব্যুনাল হাইকোর্টের ব্যাখ্যা চাইল সুপ্রিম কোর্ট

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর মামলার জট কাটাতে সুপ্রিম কোর্টের কড়া নির্দেশের পরেও কাটল না অচলাবস্থা। ট্রাইব্যুনালে আইনজীবীদের প্রবেশে বাধা এবং বিচারপ্রক্রিয়া নিয়ে গুরুতর অনিয়মের অভিযোগে সোমবার ফের সরব হল শীর্ষ আদালত। এই পরিস্থিতিতে খোদ কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে জবাবদিহি চাইতে চলেছেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত। সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ সঠিকভাবে কার্যকর না হওয়ায় তীব্র উষ্মা প্রকাশ করেছে বেঞ্চ। আদালতে মামলাকারীর আইনজীবী দেবদত্ত কামাতের অভিযোগ, ট্রাইব্যুনালে কোনও আইনজীবী বা আবেদনকারীকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। সশরীরে শুনানির বদলে পুরো বিষয়টিই যান্ত্রিকভাবে কম্পিউটারের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। এই অভিযোগ শুনে বিরক্তি প্রকাশ করেন প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ। প্রধান বিচারপতির মন্তব্য, ‘পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর মামলা নিয়ে প্রায়ই দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। আমরা নির্দেশ জারি করেছি। তা সত্ত্বেও কেন প্রায় প্রতি দিন আদালতে নতুন নতুন আবেদন করা হচ্ছে?’ জবাবে আইনজীবী কামাত সরাসরি বেঞ্চকে জানান, ‘বার বার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হচ্ছে, কারণ, আপনাদের নির্দেশ মতো কাজ হচ্ছে না। ট্রাইবুনাল আবেদনগুলি কম্পিউটারে বিবেচনা করছে।’ এই সওয়াল শোনার পরেই প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত স্পষ্ট জানান, পুরো বিষয়টি নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের বক্তব্য জানতে চাইবেন তিনি।
উল্লেখ্য, এসআইআর সংক্রান্ত তথ্যগত অসঙ্গতি মেটানোর মূল দায়িত্ব কলকাতা হাই কোর্টকেই দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। হাই কোর্টের তত্ত্বাবধানে বিচারবিভাগীয় আধিকারিকরা ইতিমধ্যে ৬০ লক্ষাধিক নামের নিষ্পত্তি করলেও বিপত্তি দেখা দিয়েছে ট্রাইব্যুনাল পর্যায়ে। তালিকা থেকে বাদ পড়ারা সেখানে নতুন করে আবেদন জানালেও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না বলে অভিযোগ। সুপ্রিম কোর্টের স্পষ্ট নির্দেশ ছিল, ভোটগ্রহণের দুদিন আগে পর্যন্ত যাঁদের নাম ট্রাইব্যুনাল অনুমোদন দেবে, তাঁরাও ভোটাধিকার পাবেন। কিন্তু ট্রাইব্যুনালের দরজা বন্ধ থাকায় সেই প্রক্রিয়া এখন বিশ বাঁও জলে। নিয়ম মেনে কাজ শুরু না হওয়ায় এখন শীর্ষ আদালতের হস্তক্ষেপই শেষ ভরসা হয়ে দাঁড়িয়েছে বঞ্চিত আবেদনকারীদের কাছে। সরাসরি কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতির থেকে জবাব চাওয়ার এই কড়া পদক্ষেপ বিচারবিভাগীয় স্তরে বড়সড় আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। আদালতের নির্দেশ অমান্য হওয়ার এই ধারা কবে থামবে, সেটাই এখন দেখার।

সোনা পাপ্পু-জয় কামদার যোগসাজশ, ইডির তলবেও ‘বেপাত্তা’ প্রভাবশালী ডিসি

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ কলকাতা পুলিশের প্রভাবশালী ডেপুটি কমিশনার শান্তনু সিংহ বিশ্বাস কি তবে ‘বেপাত্তা’? রবিবারের ম্যারাথন তল্লাশির পর সোমবার দুপুরের নির্ধারিত সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) দফতরে দেখা মিলল না তাঁর। বালিগঞ্জের বাড়ি থেকে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্স; সর্বত্রই এখন একটাই প্রশ্ন, ঠিক কোথায় রয়েছেন এই উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিক? ইডির তলবে শান্তনুর দুই পুত্র সায়ন্তন ও মণীশের হাজিরা দেওয়ার কথা থাকলেও, সোমবার বেলা গড়ানোর পরও তাঁদের অবস্থান নিয়ে ধোঁয়াশা কাটেনি। রবিবার ভোর থেকে রাত পর্যন্ত অভিযান চললেও শান্তনুর উপস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রীয় সংস্থা এবং পরিবারের বয়ানে তৈরি হয়েছে তীব্র বৈপরীত্য। তদন্তকারীদের দাবি, রবিবার বালিগঞ্জের বাড়িতে দীর্ঘ সময় তল্লাশি ও অভিযানের সময় শান্তনু সিংহ বিশ্বাস সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। অথচ তাঁর পুত্র সায়ন্তন সিংহ বিশ্বাস সম্পূর্ণ উল্টো কথা বলেন। তিনি সংবাদমাধ্যমের সামনে দাবি করেন, ‘জাস্ট নর্মাল একটা এনকোয়ারি। বাবাও বাড়িতে ছিল। আমিও বাড়িতে ছিলাম। সকলে এসেছে। নর্মাল কিছু কাগজ চেক করবে।’এমনকি শান্তনুকে ভেতরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে কি না, সেই প্রশ্নেও সায়ন্তন ইতিবাচক ইশারা করেছিলেন। কিন্তু ইডি সূত্রের পাল্টা দাবি, পুলিশকর্তা বাড়িতে ছিলেন না বলেই তাঁকে এবং তাঁর দুই পুত্রকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সোমবার সিজিও কমপ্লেক্সে তলব করা হয়। রবিবার রাত ২টো নাগাদ ইডি আধিকারিকরা যখন বাড়ি ছাড়েন, তখনও শান্তনুকে প্রকাশ্যে দেখা যায়নি। এই লুকোচুরি খেলার মধ্যেই জল্পনা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন শান্তনুর আইনজীবী প্রসেনজিৎ নাগ। রবিবার তিনি ওই পুলিশকর্তার বাড়িতে ঢুকতে চাইলেও কেন্দ্রীয় বাহিনীর বাধার মুখে পড়েন। প্রসেনজিৎ স্পষ্ট জানান, ডিসি শান্তনুর সঙ্গে তাঁর কোনও যোগাযোগ হয়নি। পরিবারের দাবি এবং আইনজীবীর এই বয়ান ঘিরেই রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে। কালীঘাট থানার প্রাক্তন এই ওসির সঙ্গে প্রোমোটার চক্রের যোগসাজশ খুঁজছে ইডি। ইডি সূত্রের ইঙ্গিত, দক্ষিণ কলকাতার বাসিন্দা সোনা পাপ্পু এবং ধৃত বেহালার প্রোমোটার জয় কামদারের সঙ্গে শান্তনুর গভীর ‘যোগসূত্র’ মিলেছে। জয় ইতিমধ্যে শ্রীঘরে থাকলেও সোনা পাপ্পু এখনও ফেরার। শান্তনুর দুই পুত্র সায়ন্তন ও মণীশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। ইডি জানতে পেরেছে, ধৃত জয় কামদারের সঙ্গে এই দুই যুবকেরও পরিচয় ছিল। ওই প্রোমোটারের সঙ্গে পুলিশকর্তা বা তাঁর ছেলেদের কোনও বড় অঙ্কের আর্থিক লেনদেন হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতেই এই তলব। সোমবার দুপুর পর্যন্ত শান্তনু বা তাঁর পুত্ররা হাজিরা না দেওয়ায় তৈরি হয়েছে আইনি জটিলতার সম্ভাবনা। অতীতে প্রভাবশালী তকমা পাওয়া এই অফিসারের হঠাৎ উধাও হয়ে যাওয়া এবং ইডির তাঁকে বাড়িতে না পাওয়ার দাবি কি তবে বড় কোনও ঝড়ের পূর্বাভাস? সিজিও কমপ্লেক্সের অলিন্দে এখন সেই উত্তরই খুঁজছে ওয়াকিবহাল মহল। উত্তরের সন্ধানে গোটা কলকাতা এখন তাকিয়ে আছে বালিগঞ্জের ওই রহস্যময় বাড়ির দিকে। ধোঁয়াশা ক্রমশ বাড়ছে। ছবি সংগৃহিত।

ভোটের কাজে অধ্যাপক নিয়োগ খারিজ, হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ কমিশনের

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ অধ্যাপকদের প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ করা যাবে না; কলকাতা হাইকোর্টের এই একক বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এবার ডিভিশন বেঞ্চে গেল নির্বাচন কমিশন। সোমবার বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে উচ্চতর বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছে কমিশন। সব ঠিক থাকলে মঙ্গলবারই এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। ভোটের মুখে আইনি লড়াইয়ের এই টানাপোড়েনে রাজ্য রাজনীতির অলিন্দে এখন তীব্র উত্তেজনা। এবারের নির্বাচনে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কমিশন। কিন্তু সেই সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় সরব হন অধ্যাপকদের একাংশ। তাঁদের দাবি ছিল, কেন তাঁদের এই কাজে ‘অপরিহার্য’ মনে করা হচ্ছে, তার কোনও সদুত্তর নেই কমিশনের কাছে। পাশাপাশি, তাঁদের পদমর্যাদা ও বেতন কাঠামোর সঙ্গে এই দায়িত্বের সামঞ্জস্য নেই বলেও তাঁরা অভিযোগ তোলেন। মামলার শুনানিতে কমিশনের তীব্র সমালোচনা করেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও। কমিশনের আইনজীবীর উদ্দেশে বিচারপতির সরাসরি প্রশ্ন ছিল, ‘আপনারা যখন যেমন খুশি বিজ্ঞপ্তি দেবেন? আমি কোনও রসিকতা করছি না। আপনাদের বিজ্ঞপ্তি যা বলছে, তাতে এবার বিচারপতিদের পোলিং অফিসার হিসাবে নিয়োগ করুন। আপনারা তো বিচারপতিদেরও নিয়োগের ব্যবস্থা রেখেছেন। কোনও অসুবিধা নেই। আমাদের নিয়োগ করুন। আমরা পোলিং অফিসার হিসেবে বুথে ডিউটি করতে যাব। আপনারা নিজেদের যখন খুশি নিয়ম বদল করছেন। আর আপনাদের নিজেদের নথি গড়মিলে ভরা।’ পাল্টা যুক্তিতে কমিশন আদালতকে জানায়, একদম শেষ মুহূর্তে এই মামলার কারণে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটবে। নতুন করে কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে ভোটের কাজে নামানো অসম্ভব। তবে আদালতের কড়া পর্যবেক্ষণ ছিল, ‘এটা কোনো যুক্তি হতে পারে না। তাহলে আপনাদের নিজেদের কাজের স্বপক্ষে যথাযথ যুক্তি দিতে হবে। তারা যদি ভোটের পরে মামলা করেন, তখন আদালত কী করবে! ফলে নিজেদের কাজের যুক্তি কমিশনকেই দিতে হবে। আপনাদের এইসব দেখেও যদি আদালত চোখ বন্ধ করে থাকে তাহলে অনিয়ম চলবে।’ কমিশন আদালতকে এও জানায় যে, এই বিজ্ঞপ্তিতে হস্তক্ষেপ করলে ২৩টি জেলাতেই নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। যার ফলে ভোট বন্ধের উপক্রম হতে পারে। জবাবে ক্ষুব্ধ বিচারপতি স্পষ্ট জানান, ‘তার মানে আপনারা অযৌক্তিক বিজ্ঞপ্তি দেবেন। সেটাকেই মান্যতা দিতে হবে? তাহলে এই মামলা সুপ্রিম কোর্টে পাঠিয়ে দিচ্ছি, সেখানে গিয়ে কমিশন এই যুক্তি দিক। বিচারকদের এসআইআর-এর কাজে নিয়োগ করা হয়েছে। এখানেও সেটা কাজে লাগানো হোক। চলে যান সুপ্রিম কোর্টে।’ গত শুক্রবার কমিশনকে তাদের বিজ্ঞপ্তির ব্যাখ্যা দিতে বলা হলেও তাতে সন্তুষ্ট হয়নি আদালত। ফলে অধ্যাপকদের নিয়োগের বিজ্ঞপ্তিটি খারিজ হয়ে যায়। সেই অস্বস্তি কাটাতে ও ভোট প্রক্রিয়া সচল রাখতে এবার ডিভিশন বেঞ্চের রায়ের দিকেই তাকিয়ে কমিশন।

ভোটের ময়দানে ‘নো এন্ট্রি’, রিজার্ভ লাইনে ঠাঁই সিভিক-গ্রিন পুলিশদের

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ ভোটের ডিউটি থেকে পুরোপুরি ছেঁটে ফেলা হলো রাজ্যের সিভিক ভলান্টিয়ারদের। নির্বাচনের তিন দিন আগেই তাঁদের সবাইকে পাঠিয়ে দিতে হবে রিজার্ভ পুলিশ লাইনে। অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট নিশ্চিত করতেই নির্বাচন কমিশন এই কড়া পদক্ষেপ করেছে। সিভিক ভলান্টিয়ারদের পাশাপাশি ভিলেজ পুলিশ এবং গ্রিন পুলিশদের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম কার্যকর হবে। রাজ্যের সব পুলিশ সুপার এবং কমিশনারদের কাছে এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছে।
কমিশনের স্পষ্ট নির্দেশ, ‘নির্বাচন সংক্রান্ত কোনও কাজে তাঁদের যুক্ত করা যাবে না।’ মূলত ভোটের ময়দান থেকে তাঁদের সম্পূর্ণ দূরে রাখতেই এই বিশেষ ব্যবস্থা। রিজার্ভ পুলিশ লাইনে থাকাকালীন তাঁরা কেবল নির্বাচনের বাইরের কাজগুলো করতে পারবেন। ভোট ঘোষণার পর থেকেই স্বচ্ছ নির্বাচন করার লক্ষ্যে অনড় কমিশন। কোনও স্তরেই যাতে অশান্তি বা কারচুপির ছায়া না পড়ে, তা নিশ্চিত করতেই সিভিক বাহিনীর কাজের পরিধি এভাবে ‘বেঁধে’ দেওয়া হলো। তবে এই নিয়মের জেরে কারও ভোটাধিকার খর্ব হবে না। সিভিক বা গ্রিন পুলিশকর্মীরা চাইলে নিজের ভোট দিতে পারবেন। তবে সেখানেও থাকছে বিশেষ শর্ত। কমিশন জানিয়ে দিয়েছে, ‘ইউনিফর্ম পরে যাওয়া যাবে না।’ বুথে গিয়ে সাধারণ পোশাকে অন্য ভোটারদের মতোই লাইনে দাঁড়িয়ে তাঁরা নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। ভোটের কাজে তাঁদের পক্ষপাতিত্ব বা প্রভাব খাটানোর সম্ভাবনা নির্মূল করতেই এই কড়াকড়ি। কমিশনের বক্তব্য, সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনার স্বার্থে এই পদক্ষেপ অপরিহার্য। পুলিশের এই সহায়ক বাহিনীকে নিয়ে নানা সময়ে তৈরি হওয়া বিতর্ক এড়াতেই এই কৌশলী পথে হাঁটল কমিশন। এর ফলে ভোটের আগের তিন দিন থেকে ভোটের শেষ পর্যন্ত সিভিকদের ভূমিকা কেবল নির্বাচন-বহির্ভূত কাজেই সীমাবদ্ধ থাকবে। ফাইল ফটো।

ইন্দ্রাণীর ‘রোড শো’, সুকান্তর সমর্থনে প্রচারে জনজোয়ার

সন্দীপ মজুমদার, নয়া জামানা, হাওড়া ঃ আমতার রাজপথে উপচে পড়া ভিড়। ১৮১ নম্বর আমতা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সুকান্ত কুমার পালের সমর্থনে ঝিকিরা থেকে জয়পুর মোড় পর্যন্ত হুডখোলা গাড়িতে রোড শো করলেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী ইন্দ্রাণী হালদার। সোমবার বিদায়ী বিধায়ক সুকান্তবাবুর প্রচারকে কেন্দ্র করে রাস্তার দু’পাশে ছিল অগণিত মানুষের জনস্রোত। প্রিয় অভিনেত্রীকে সামনে পেয়ে চলল সেলফি তোলার হিড়িক, কেউ বা হাত বাড়িয়ে দিলেন করমর্দনের আশায়। হাসিমুখে আমতাবাসীর সব আবদার মেটালেন পর্দার ‘গোয়েন্দা গিন্নি’।ভিড়ের উন্মাদনা দেখে একসময় প্রচার গাড়ি থেকে নেমে ভক্তদের মাঝে পৌঁছে যান ইন্দ্রাণী। মানুষের এই ভালোবাসা দেখে আপ্লুত অভিনেত্রী সকলের উষ্ণ অভিনন্দন গ্রহণ করেন। আমতার মানুষের উচ্ছ্বাস নতুন করে অক্সিজেন জোগাল ঘাসফুল শিবিরের প্রচারে। উল্লেখ্য, গত ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী দেবতনু ভট্টাচার্যকে ২৬ হাজার ২০৫ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছিলেন তৃণমূলের সুকান্ত কুমার পাল। এ বারও জয়ের ধারা বজায় রাখতে মরিয়া তিনি। ইন্দ্রাণীর ম্যাজিকে আমতার লড়াইয়ে একধাপ এগিয়ে থাকল শাসকদল।

বেলডাঙা মামলা ঃ ১৫ অভিযুক্তের জামিন আটকাতে মরিয়া এনআইএ

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ বেলডাঙার ঘটনায় ধৃত ১৫ জনের জামিন বাতিলের আর্জি জানিয়ে এবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হল এনআইএ। ৯০ দিনের মধ্যে চার্জশিট জমা দিতে না পারায় সম্প্রতি নিম্ন আদালত থেকে জামিন পান ওই অভিযুক্তরা। ধৃতদের ফের হেফাজতে পেতে সোমবার বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি অপূর্ব সিংহ রায়ের ডিভিশন বেঞ্চে দ্রুত শুনানির আবেদন জানায় কেন্দ্রীয় সংস্থাটি। মঙ্গলবারই এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।তদন্তকারীদের দাবি, ধৃতদের বিরুদ্ধে ইউএপিএ-র মতো কড়া ধারায় তদন্ত চলছে। নিম্ন আদালতে সময়সীমা আরও ৯০ দিন বৃদ্ধির আবেদন জানানো হলেও তা খারিজ হয়ে যায়। এনআইএ-র যুক্তি, তদন্ত শেষ হওয়ার আগেই অভিযুক্তরা মুক্তি পেয়ে গিয়েছেন, যা এই স্পর্শকাতর মামলায় বড় বাধা। গত ১৬ জানুয়ারি ঝাড়খণ্ডে পরিযায়ী শ্রমিক আলাউদ্দিন শেখের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছিল মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা। দেহ গ্রামে পৌঁছতেই উত্তেজনা চরম আকার নেয়। ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক প্রায় ৬ ঘণ্টা অবরুদ্ধ থাকে, চলে ব্যাপক পাথর বৃষ্টি। ব্যাহত হয় ট্রেন চলাচল। আক্রান্ত হন সাংবাদিকরা, ভাঙচুর করা হয় তাঁদের গাড়িও। এই অশান্তির প্রেক্ষিতে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীসহ একাধিক পক্ষ হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন। ২০ জানুয়ারি আদালত জানায়, কেন্দ্রীয় সরকার চাইলে এনআইএ-কে দিয়ে তদন্ত করাতে পারে। সেই মোতাবেক কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশে ঘটনার তদন্তভার নেয় এনআইএ। এখন নিম্ন আদালতের জামিনের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে উচ্চ আদালত থেকে স্থগিতাদেশ পাওয়াই কেন্দ্রীয় সংস্থার মূল লক্ষ্য। ছবি সংগৃহিত।

গম পাচার মামলায় তলব প্রাক্তন সাংসদ নুসরতকে

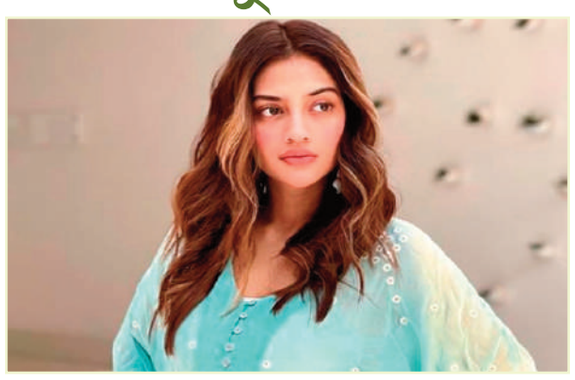

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ রেশন দুর্নীতি মামলায় এ বার এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের স্ক্যানারে অভিনেত্রী তথা বসিরহাটের প্রাক্তন সাংসদ নুসরত জাহান। আগামী ২২ এপ্রিল, বুধবার সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে তাঁকে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রেশনের গম পাচার সংক্রান্ত তদন্তে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যই এই তলব বলে খবর। নুসরত নিজে মুখ না খুললেও তাঁর ঘনিষ্ঠ মহল জানাচ্ছে, হাজিরা এড়াবেন না তিনি। তবে কলকাতায় নয়, অভিনেত্রী দিল্লির সদর দফতরে হাজিরা দিতে পারেন। তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, করোনা আবহে সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে দেদার গম পাচার হয়েছিল। সেই সময় বেশ কিছু ট্রাক ধরা পড়ে। ওই সময় বসিরহাটের সাংসদ ছিলেন নুসরত। ইডির দাবি, পাচারচক্রের তদন্তে নেমে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নাম উঠে এসেছে, যার জেরেই অভিনেত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন। যদিও যশ দাশগুপ্তের সঙ্গে বিদেশ সফরে থাকা নুসরত শহরে ফিরেছেন কি না, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। ভোটের মুখে কেন্দ্রীয় সংস্থার এই অতিসক্রিয়তাকে ‘রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র’ তকমা দিয়েছে তৃণমূল। ঘাসফুল শিবিরের দাবি, রাজনৈতিক লড়াইয়ে না পেরে বিজেপি কেন্দ্রীয় সংস্থাকে লেলিয়ে দিচ্ছে। খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই নিয়ে সরব হয়েছেন। এর মধ্যেই তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। তাঁর আশঙ্কা, ভোট আবহে প্রায় ৮০০ জন দলীয় কর্মীকে গ্রেফতার করাতে পারে কমিশন। সব মিলিয়ে, নুসরতকে তলব ঘিরে সরগরম রাজ্য রাজনীতি। তবে শেষ পর্যন্ত বুধবার নুসরত কোথায় হাজিরা দেন, সে দিকেই নজর ওয়াকিবহাল মহলের। দ্রুত বদলাচ্ছে রাজনীতির সমীকরণ। পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয়, এখন সেটাই দেখার। ফাইল ফটো।

প্রথম দফার আগে রাজ্যজুড়ে মদের দোকানে তালা পড়ল

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ বিধানসভা ভোটের প্রথম দফার নির্ঘণ্ট আসার আগেই বড়সড় ধাক্কা খেলেন রাজ্যের সুরাপ্রেমীরা। কোনো আগাম ঘোষণা ছাড়াই সোমবার থেকে কলকাতা-সহ গোটা রাজ্যে বন্ধ হয়ে গেল সমস্ত মদের দোকান ও পানশালা। আবগারি দফতরের এই আকস্মিক সিদ্ধান্তে শোরগোল পড়ে গিয়েছে জেলা থেকে শহরে। মূলত অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতেই এই কড়া পদক্ষেপ বলে জানা গিয়েছে। আবগারি দফতরের নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, ২০ থেকে ২৩ এপ্রিল পর্যন্ত চার দিন টানা বন্ধ থাকবে সুরা বিপণি। এরপর ফের ২৫ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬টা থেকে ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত দোকান বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এমনকি গণনার দিন অর্থাৎ ৪ মে-ও থাকছে ‘ড্রাই ডে’। সোমবার সকাল থেকেই যাদবপুর, গড়িয়া, চৌরঙ্গী বা বড়বাজারের মতো এলাকার মদের দোকানগুলোর সামনে ভিড় জমতে শুরু করে। কিন্তু দোকানের ঝাঁপ বন্ধ দেখে অনেকেরই চোখেমুখে বিস্ময় ধরা পড়ে।
কেন হঠাৎ এই বন্ধ? পরে জানা যায়, আবগারি দফতরের কড়া নির্দেশে সোমবার থেকেই রাজ্যের সব জেলায় মদ বিক্রি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী, ভোটের ৪৮ ঘণ্টা আগে সংশ্লিষ্ট এলাকায় দোকান বন্ধ রাখার কথা থাকলেও, এবার প্রথম দফার ভোটের প্রভাব যাতে অন্য কোথাও না পড়ে, তাই গোটা রাজ্যেই এই কড়াকড়ি শুরু হয়েছে।গত মাসে নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের নেতৃত্বে কমিশনের ফুল বেঞ্চ যখন রাজ্য সফরে এসেছিল, তখনই ইঙ্গিত মিলেছিল যে এবার ভোটের আগে মদের ওপর বিশেষ নজরদারি চলবে।

১৩
২১ এপ্রিল
২০২৬

উত্তরবঙ্গ

নয়া জামানা

মোদি-দিদির চাপে রুগ্ন বাংলা !

নকশালবাড়িতে হুঙ্কার খাড়গের

উত্তম সিংহ ।। নয়া জামানা ।। নকশালবাড়ি

নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক উত্তাপ কয়েকগুণ বাড়িয়ে নকশালবাড়ির মাটিতে দাঁড়িয়ে বিজেপি ও তৃণমূলকে একযোগে তোপ দাগলেন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মাল্লিকার্জুন খাড়গে। নন্দ প্রসাদ বালিকা বিদ্যালয়ের মাঠে আয়োজিত বিশাল জনসভায় ৭ জন কংগ্রেস প্রার্থীর সমর্থনে প্রচার চালাতে এসে মোদি সরকারের মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন তিনি।

মহিলা বিলের আড়ালে ডিলিমিটেশন করে দেশ ও রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণ বদলানোর চেষ্টা হয়েছে, সরাসরি বিজেপিকে কাঠগড়ায় তুললেন খাড়গে। তাঁর সাফ কথা, মহিলাদের প্রকৃত উন্নয়নের বদলে নিজেদের ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী করাই বিজেপির মূল লক্ষ্য। ২০২৩ সালে সংসদে বিল পাশ হওয়ার পরেও তা কার্যকর করতে দেরি কেন, সেই প্রশ্ন তুলে খাড়গে বলেন, ভোটের আগে মহিলাদের চোখে ধুলো দিতেই এই বিল আনা হয়েছে।

আদতে মহিলা বিল বিজেপির নির্বাচনী স্টান্ট ছাড়া কিছুই নয়। সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ব্যক্তিগতভাবে নিশানা করে খাড়গে বলেন, দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছেড়ে বিদেশ সফরেই বেশি ব্যস্ত প্রধানমন্ত্রী। মণিপুর জ্বলছে, বেকারত্ব বাড়ছে, কৃষক কাঁদছে, অথচ প্রধানমন্ত্রীর সময় নেই দেশের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর। মোদি শুধু ভাষণ দেন,

কাজ করেন না। বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন কংগ্রেস সভাপতি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একহাত নিয়ে তাঁর মন্তব্য, মোদী ও দিদির রাজনীতির চাপে বাংলা আজ রুগ্ন হয়ে পড়ছে। একজন কেন্দ্র থেকে বঞ্চনা করছে, আরেকজন রাজ্যে গণতন্ত্রকে শেষ করছে। দুই সরকারের লড়াইয়ে পিষে মরছে সাধারণ মানুষ। বাংলার শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি সব ধ্বংসের মুখে। এদিনের সভায় খাড়গের সঙ্গে মঞ্চ ভাগ করে নেন কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতা গুলাম আহমদ মীর এবং পাপ্পু যাদব। তাঁরা সকলেই কংগ্রেস প্রার্থীদের জয়ী করতে সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন জানান।

পাপ্পু যাদব বলেন, বিজেপি-তৃণমূল দুটোই এক মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। দু'দলই মানুষকে ঠকাচ্ছে। ভাষণের শেষে খাড়গে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, মহিলা বিল নিয়ে বিজেপির দ্বিচারিতা মানুষ বুঝে গিয়েছে। আগামী দিনে মহিলারাই এর জবাব দেবে। বাংলার মেয়েরা, মায়েরা এবার ব্যালটে বদলা নেবে। কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে মহিলা বিল অবিলম্বে কার্যকর হবে, কোনও ডিলিমিটেশনের অজুহাত ছাড়াই। সভাকে ঘিরে এলাকায় ছিল ব্যাপক ভিড় ও উৎসাহ। কংগ্রেসের পতাকা, ব্যানারে মুড়ে ফেলা হয়েছিল গোটা মাঠ।

খাড়গের বক্তব্যের সময় বারবার হাততালি ও স্লোগানে ফেটে পড়ে জনতা।

নির্বাচনের আগে নকশালবাড়ির এই সভা উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন মাত্রা যোগ করেছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। কংগ্রেসের দাবি, ভিড়ই প্রমাণ করছে মানুষ পরিবর্তন চাইছে।

কে এই প্রার্থী ?

কুশল রায় ।। নয়া জামানা ।। তুফানগঞ্জ

প্রার্থীর পরিচয়

নাম ঃ শিবশঙ্কর পাল
দল ঃ তৃণমূল কংগ্রেস
কেন্দ্র ঃ তুফানগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র

ব্যক্তিগত তথ্য

বয়স ঃ ৪৬ বছর
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ
পেশা ঃ প্রাক্তন ক্রিকেটার এবং বর্তমান কোচ
বৈবাহিক অবস্থা ঃ বিবাহিত
শখ ঃ নতুন ক্রিকেট প্রতিভা খুঁজে বের করা, তরুণদের শরীরচর্চা ও খেলাধুলায় উৎসাহ দেওয়া

আজকের প্রচার

সকালে তুফানগঞ্জ শহরের স্টেডিয়াম সংলগ্ন মাঠে স্থানীয় ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পের ছেলেদের সঙ্গে দেখা করেন শিবশঙ্কর পাল। এরপর চামটা, নাটাবাড়ি ও ধলপল এলাকায় বাড়ি বাড়ি জনসংযোগ করেন। দুপুরে দেওচড়াই বাজারে ব্যবসায়ী ও ক্লাব সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক। বিকেলে বলরামপুর হাইস্কুল মাঠে যুবকদের নিয়ে ফুটবল ম্যাচের আয়োজন ও পরে পথসভা। সঙ্গে ছিলেন ব্লক তৃণমূল নেতৃত্ব ও ক্রীড়া সংগঠনের কর্মীরা।

জনতার মুড

প্রাক্তন ক্রিকেটার ও কোচ হিসেবে এলাকার যুব সমাজের মধ্যে আলাদা পরিচিতি রয়েছে শিবশঙ্কর পালের। অভিভাবকদের একাংশ মনে করছেন, খেলাধুলার উন্নয়নে তিনি কাজ করতে পারবেন। গ্রামীণ এলাকায় দলীয় সংগঠন মজবুত থাকায় সুবিধা পাচ্ছেন। তবে বিজেপির পুরনো ভোটব্যাঙ্ক ও নদী ভাঙন নিয়ে ক্ষোভ এখনও বড় ফ্যাক্টর।

এলাকার প্রধান সমস্যা

১. রায়ডাক ও কালজানি নদীর ভাঙন ও বন্যার আতঙ্ক
২. তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে পরিকাঠামোর ঘাটতি
৩. যুবকদের জন্য স্টেডিয়াম ও খেলার সুযোগের অভাব
৪. কৃষি ফসলের ন্যায্য দাম ও হিমঘরের সংকট
৫. গ্রামীণ রাস্তাঘাট ও পানীয় জলের সমস্যা

মূল ইস্যু এবং প্রতিশ্রুতি

১. তুফানগঞ্জে আধুনিক স্টেডিয়াম ও ইনডোর স্পোর্টস কমপ্লেক্স তৈরি
২. ব্লকে ব্লকে ফুটবল ও ক্রিকেট কোচিং সেন্টার চালু
৩. নদী ভাঙন রোধে স্থায়ী বাঁধ ও ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন
৪. মহকুমা হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ও ২৪ ঘণ্টা জরুরি পরিষেবা
৫. কিষাণ মান্ডি ও নতুন হিমঘর তৈরি করে কৃষকের আয় বাড়ানো
৬. লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথী, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের সুবিধা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া

প্রার্থীর মন্তব্য

ক্রিকেট আমাকে শিখিয়েছে টিম হয়ে লড়তে হয়। রাজনীতিও তাই। আমি মাঠে থেকেছি, মাঠের ছেলেদের কষ্ট বুঝি। খেলাধুলা যুব সমাজকে নেশা থেকে দূরে রাখে, সুস্থ রাখে। তুফানগঞ্জে প্রতিভার অভাব নেই, অভাব শুধু সুযোগের। দিদির আশীর্বাদ নিয়ে আমি সেই সুযোগ তৈরি করতে চাই। নদী ভাঙন, হাসপাতাল, কৃষকের দাম ; এইগুলো নিয়েও আমার লড়াই থাকবে। মানুষ ভোট দিলে কথা দিচ্ছি, মাঠের মতো বিধানসভাতেও ১০০ শতাংশ দেব।

দেবের রোড শো ঘিরে ধুন্ধুমার !

জনজোয়ারে অবরুদ্ধ বক্সা ফিডার রোড

অভিজিৎ চক্রবর্তী ,নয়া জামানা , আলিপুরদুয়ার ঃ আলিপুরদুয়ার বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সুমন কাঞ্জিলালের সমর্থনে সোমবার শহরে রোড শো করতে এসে কার্যত জনজোয়ারে আটকে গেলেন টলিউড সুপারস্টার সাংসদ দেব। কোর্ট মোড়

থেকে চৌপথি পর্যন্ত কর্মসূচি থাকলেও মানুষের ভিড়ে মাঝপথেই মহাকাল ধামে শেষ করতে বাধ্য হলেন তিনি। দেবের আসার খবর ছড়াতেই সকাল থেকে প্যারেড গ্রাউন্ডের হেলিপ্যাড এলাকায় ঢল নামে অনুরাগীদের। প্রিয় তারকাকে এক ঝলক দেখতে আর সেলফি তুলতে রাস্তায় নেমে আসে হাজার হাজার মানুষ। হেলিপ্যাড থেকে হুড খোলা গাড়িতে কোর্ট মোড় পৌঁছাতেই আধ ঘণ্টা সময় লেগে যায়। কোর্ট মোড় থেকে রোড শো শুরু হতেই জনস্রোত আরও ফুলে ফেঁপে ওঠে। ভিড়ের চাপে আলিপুরদুয়ার শহরের লাইফ লাইন বক্সা ফিডার রোডে যান চলাচল সম্পূর্ণ থমকে যায়। পুলিশ ও তৃণমূল কর্মীরা ভিড় সামলাতে হিমশিম খান।

শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় মহাকাল ধামের কাছেই রোড শো থামিয়ে দিতে হয়। এর ফলে চৌপথি, ভাঙ্গাপুল এলাকায় রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা শত শত মানুষ হতাশ হন। দেবকে না দেখতে পেয়ে ক্ষোভ উগরে দেন অনেকে। রোড শো শেষ না হওয়ার দায় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর ওপর চাপিয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী সুমন কাঞ্জিলাল। তাঁর বক্তব্য, দেবের নিরাপত্তা এবং ভিড় সামলাতে পুরোপুরি ব্যর্থ নির্বাচন কমিশনের নিয়ন্ত্রণে থাকা পুলিশ প্রশাসন। দেবের মতো সুপারস্টারের রোড শো-র জন্য পর্যাপ্ত পুলিশি ব্যবস্থা ছিল না।

হেলিপ্যাড থেকে রাস্তায় আসতেই অনেকটা সময় পেরিয়ে যায়। এদিকে কলকাতায় দেবের আরেকটি নির্বাচনী সভা থাকায় বাধ্য হয়েই মাঝপথে ফিরে যেতে হয়েছে তাঁকে। নির্বাচনী প্রচারে তারকার উপস্থিতি ও মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়ায় আলিপুরদুয়ারের রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

কে এই প্রার্থী ?

কুশল রায় ।। নয়া জামানা ।। ময়নাগুড়ি

প্রার্থীর পরিচয়

নাম ঃ রামমোহন রায়
দল ঃ তৃণমূল কংগ্রেস
কেন্দ্র ঃ ময়নাগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্র

ব্যক্তিগত তথ্য

বয়স ঃ ৩৫ বছর
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ স্নাতক
পেশা ঃ ব্যবসায়ী
বৈবাহিক অবস্থা ঃ বিবাহিত
শখ ঃ স্থানীয় ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ

আজকের প্রচার

সকালে ময়নাগুড়ি ব্লকের আমগুড়ি হাটে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করেন রামমোহন রায়। এরপর দোমহনি, পদমতি ও ভোটপট্টি এলাকায় বাড়ি বাড়ি জনসংযোগ। দুপুরে ময়নাগুড়ি কলেজ মোড়ে যুবকদের সঙ্গে চায়ের আড্ডা। বিকেলে সাপ্টিবাড়ি বাজারে কর্মীসভা ও পথসভা করেন। সঙ্গে ছিলেন ব্লক তৃণমূল নেতৃত্ব ও ছাত্র-যুব সংগঠনের সদস্যরা।

জনতার মুড

তরুণ প্রার্থী হওয়ায় যুব সমাজের মধ্যে উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। ব্যবসায়ী মহলে তাঁর পরিচিতি কাজে লাগছে। মহিলাদের একাংশ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ও কন্যাশ্রীর সুবিধা পেয়ে তৃণমূলের পক্ষে। তবে বিজেপির পুরনো ভোটব্যাঙ্ক এখনও সক্রিয়। চা-বাগান এলাকায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া।

এলাকার প্রধান সমস্যা

১. ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও শয্যার অভাব
২. চা-বাগান শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি ও পাট্টা সমস্যা
৩. তিস্তা ও জলঢাকা নদীর ভাঙনে কৃষিজমি নষ্ট
৪. যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগের অভাব
৫. গ্রামীণ রাস্তা ও নিকাশি ব্যবস্থার দুর্বলতা

মূল ইস্যু এবং প্রতিশ্রুতি

১. ময়নাগুড়ি হাসপাতালকে মহকুমা হাসপাতালে উন্নীত করা ও ২৪ ঘণ্টা পরিষেবা
২. চা-বাগান শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত ও জমির অধিকার
৩. নদী ভাঙন রোধে স্থায়ী বাঁধ ও ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন
৪. ছোট ও মাঝারি শিল্পের মাধ্যমে স্থানীয় যুবকদের কাজের ব্যবস্থা
৫. প্রতিটি পঞ্চায়েতে হিমঘর ও কিষাণ মান্ডি চালু
৬. রাজ্য সরকারের সব জনমুখী প্রকল্প ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া

প্রার্থীর মন্তব্য

আমি ময়নাগুড়ির ছেলে। এখানেই জন্ম, এখানেই ব্যবসা। তাই এলাকার সমস্যা হাড়ে হাড়ে জানি। দিদির উন্নয়ন আজ প্রতিটি বাড়িতে। রাস্তা হয়েছে, আলো জ্বলেছে, ভাতা চালু হয়েছে। এবার দরকার স্থায়ী কর্মসংস্থান ও ভালো চিকিৎসা। বিরোধীরা শুধু বিভেদের রাজনীতি করে। আমরা কাজে বিশ্বাসী। মানুষ আশীর্বাদ করলে হাসপাতাল, নদী বাঁধ, যুবকদের কাজ ; এই তিনটি আমার প্রথম অগ্রাধিকার। আমি প্রতিশ্রুতি নয়, দায়িত্ব নিতে এসেছি।

ভোটের আগে বোমা উদ্ধার, চাঞ্চল্য নাটাবাড়িতে

নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে বিজেপি শক্তি প্রমুখ কৌশিক দাসের বাড়ি থেকে একটি তাজা বোমা উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সোমবার সাতসকালে ঘটনাটি ঘটে নাটাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত নাটাবাড়ি ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের চারালজানি এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ বোমাটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা ভয় দেখাতেই এই কাজ করেছে। বিজেপির শক্তি প্রমুখ কৌশিক দাস বলেন, সকালে মা উঠোনে বোমা পড়ে থাকতে দেখে ডাকেন। আমি দীর্ঘদিন বিজেপির সঙ্গে যুক্ত। ভোটের আগে সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করতে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা এই কাজ করেছে। তবে ভয় দেখিয়ে বিজেপিকে আটকানো যাবে না। বিজেপি ৩ নম্বর মন্ডল সভাপতি

চিরঞ্জিত দাস বলেন, নাটাবাড়িতে পরাজয় নিশ্চিত জেনে বোমা-বারুদের রাজনীতি করছে শাসকদল। যদিও অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি তৃণমূলের। তুফানগঞ্জ ১ ক ব্লক সভাপতি সির্দ্ধার্থ মন্ডল বলেন, এই ঘটনায় আমাদের দলের কেউ যুক্ত নয়। নাটাবাড়ির বিজেপি প্রার্থী নিয়ে ওদের আদি ও নব্য দুই গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে। এই ঘটনা তারই বহিঃপ্রকাশ। ভোটের মুখে বোমা উদ্ধারের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে স্থানীয়দের মধ্যেও। পুলিশ জানিয়েছে, একটি বোমা উদ্ধার করা হয়েছে। এর পেছনে কী উদ্দেশ্য রয়েছে তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

মাতৃ শক্তি কার্ড নিয়ে উত্তেজনা তুফানগঞ্জে

প্রদীপ কুন্ডু, নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ তুফানগঞ্জ শহরে বিজেপির বিরুদ্ধে মাতৃ শক্তি কার্ডের ফর্ম বিলির অভিযোগ তুলল তৃণমূল কংগ্রেস। ভোটের মুখে কার্ড বিলির বিষয়টি নজরে আসতেই বাধা দেয় তৃণমূলের যুব কর্মীরা।

ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে তুফানগঞ্জ শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের লম্বাপাড়ায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয় পুলিশ।

তৃণমূলের অভিযোগ, নির্বাচনী বিধি ভেঙে মাতৃ শক্তির কার্ডের ফর্ম পূরণ করাচ্ছে বিজেপি।

যা পুরোপুরি আইন বিরুদ্ধ। তৃণমূলের তুফানগঞ্জ শহর যুব সভাপতি নিরঞ্জন পাল বলেন, নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘন করে বিজেপি এই কাজ করছে।

এই কার্ড বিলির মাধ্যমে মহিলা ভোটারদের প্রভাবিত করতে চাইছে তারা।

অবিলম্বে নির্বাচন কমিশনের কাছে লিখিত অভিযোগ জানাব। পাল্টা বিজেপি

তুফানগঞ্জ শহর মন্ডল সভাপতি বিপ্লব চক্রবর্তী বলেন, তৃণমূল ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের প্রচারে বাধা দিচ্ছে।

কারো কোনো অভিযোগ থাকলে নির্বাচন কমিশনে জানাতে পারে।

মিছিল ঘিরে সংঘর্ষে রণক্ষেত্র শিবমন্দির, জখম তৃণমূল কর্মী

নয়া জামানা, মাটিগাড়া ঃ শিবমন্দির এলাকায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও তৃণমূল কংগ্রেসের মিছিল মুখোমুখি পড়তেই তীব্র উত্তেজনা ছড়াল। সোমবার সন্ধ্যায় ঘটে যাওয়া এই ঘটনায় বেশ কয়েকজন তৃণমূল কর্মী আহত হয়েছেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এবং পরে মাটিগাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। জানা যায়, এদিন সন্ধ্যায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের একটি বাইক মিছিল শিবমন্দির এলাকায় পৌঁছলে, সেই সময় বিপরীত দিক থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের একটি মিছিল সেখানে এসে পড়ে। দুই পক্ষের মধ্যে স্লোগান ও পাল্টা স্লোগান শুরু হয়, যা দ্রুত উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। অভিযোগ, সেই সময় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কিছু কর্মী বাইক থেকে নেমে তৃণমূল কর্মীদের উপর চড়াও হয় এবং মারধর করে। ঘটনায় দুই তৃণমূল কর্মীর মাথায় বাঁশের আঘাতে গুরুতর চোট লাগে। আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। খবর পেয়ে হাসপাতালে আহতদের দেখতে যান তৃণমূল প্রার্থী শংকর মালাকার, মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি ভোলা ঘোষ এবং জেলা সাধারণ সম্পাদক সুজিত দাস। তিনি পুলিশের কাছে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানান এবং দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তির আহ্বান জানান। ঘটনার পর এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে এবং পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 21-04-2026 04:22 Page 14

‘ভিক্টর কোনো ফ্যাক্টর নয়’-চাকুলিয়ায় তৃণমূলের পাল্টা মহামিছিল

নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে চাকুলিয়া কেন্দ্রে রাজনৈতিক লড়াই ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। বিরোধী প্রার্থী ভিক্টরের জনসভার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই পাল্টা মহামিছিল করে শক্তি প্রদর্শন করলেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মিনাহাজুল আরফিন আজাদ। সোমবার শিরশি মাদ্রাসা মাঠ থেকে শুরু হয় এই মিছিল। তৃণমূলের নেতৃত্ব, কর্মী ও বিপুল সমর্থকের উপস্থিতিতে মিছিলটি জনসমুদ্রে পরিণত হয়।

শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পরিক্রমা করে প্রায় চার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে পাটহাটি এলাকায় গিয়ে শেষ হয়।মিছিলে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী গোলাম রাব্বানী সহ দলের একাধিক নেতা।

তৃণমূলের দাবি,

এই বিপুল সমর্থনই প্রমাণ করছে যে উন্নয়নের পক্ষে জনমত তাদের দিকেই রয়েছে।প্রার্থী মিনাহাজুল আরফিন আজাদ বলেন, ভিক্টর কোনো ফ্যাক্টর নন, মানুষ উন্নয়নের পক্ষেই ভোট দেবে।

দভোটের আগে এই পাল্টা শক্তি প্রদর্শন চাকুলিয়ার রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন মাত্রা যোগ করেছে বলে মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের।

উন্নয়নের প্রতিশ্রুতিতে ভরসা, সুজাপুরে সাবিনা ইয়াসমিনের নতুন সমীকরণ

নয়া জামানা, মালদা ঃ নির্বাচনী প্রচারের একেবারে শেষ মুহূর্তে সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্র এখন রাজনৈতিক উত্তেজনার কেন্দ্রবিন্দু।৪৮ বছর বয়সী সাবিনা ইয়াসমিন দীর্ঘদিন ধরেই সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। ২০০৮ সালে জেলা পরিষদ নির্বাচনে জয়লাভ করে সভাধিপতি হওয়ার মাধ্যমে তাঁর রাজনৈতিক উত্থান। এরপর ২০১১, ২০১৬ এবং ২০২১ সালে মোথাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে টানা তিনবার জয়ী হয়ে নিজের সংগঠন দক্ষতা প্রমাণ করেছেন। এবার ২০২৬-এ সুজাপুরে নতুন লড়াইয়ে নেমেছেন তিনি।গত পাঁচ বছরে প্রায় ১৫০ কোটি টাকার উন্নয়ন

মূলক কাজ হয়েছে বলে দাবি তাঁর। রাস্তা নির্মাণ, পানীয় জল প্রকল্প, সাবমার্সিবল পাম্প, বিদ্যুৎ, আলোকসজ্জা, কবরস্থানের প্রাচীর, কালভার্ট ও গার্ড ওয়াল সব মিলিয়ে পরিকাঠামোয় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। তাঁর মতে, উন্নয়নই আমাদের সবচেয়ে বড় প্রচার।স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও উন্নত করতে সিলামপুর গ্রামীণ হাসপাতাল ও সুজাপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্র আধুনিকীকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি যদুপুর ও নারায়ণপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রেও উন্নত পরিষেবা চালুর পরিকল্পনা রয়েছে। আগামী দুই বছরের মধ্যে পিএইচই প্রকল্প সম্পূর্ণ করে প্রতিটি বাড়িতে পাইপলাইনের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে।যদুপুরে দমকল কেন্দ্র, সুজাপুরে একটি আইন কলেজ এবং কালিয়াচক চৌরঙ্গী থেকে লক্ষীপুর পর্যন্ত কংক্রিট রাস্তা নির্মাণ এই সবই আগামী দিনের বড় প্রকল্প। এছাড়া তিনটি আধুনিক নিকাশিনালা নির্মাণের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা সমস্যার সমাধান করার পরিকল্পনা রয়েছে। সুজাপুরে পৌরসভা গঠন, নজরুল ভবনের আধুনিকীকরণ, কমিউনিটি হল নির্মাণ এবং যানজট কমাতে বহুতল পার্কিং ও হকার্স জোন তৈরির কথাও জানান তিনি।স্থানীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে প্লাস্টিক হাব গড়ে তোলা এবং আম, লিচু ও রেশম চাষীদের জন্য আধুনিক সহায়তা দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।সব মিলিয়ে উন্নয়ন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাকে হাতিয়ার করেই সুজাপুরে ভোটের লড়াইয়ে নামছেন সাবিনা ইয়াসমিন। এখন নজর ভোটবাক্সের দিকে।

কে এই প্রার্থী ?

মোহম্মদ আলম ।। চাকুলিয়া ।। নয়া জামানা

প্রার্থীর পরিচয় ঃ

নাম- মিনহাজুল আর্ফিন আজাদ
দল-তৃণমূল কংগ্রেস
কেন্দ্র- চাকুলিয়া

ব্যক্তিগত তথ্য ঃ

বয়স- ৫৪ বছর
শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতক (গ্রাজুয়েশন)
পেশা- কৃষক পরিবারের সন্তান, দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত
বৈবাহিক অবস্থা- বিবাহিত
শখ - মানুষের সেবা করা

আজকের প্রচার-

চাকুলিয়া বাজারে বিশাল মহা মিছিলের মাধ্যমে শক্তি প্রদর্শন করেন তিনি। পাশাপাশি এলাকায় ডোর-টু-ডোর প্রচার চালিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করেন।

জনতার মুড- স্থানীয়দের একাংশের মতে, গত পাঁচ বছরে হাসপাতাল ও রাস্তাঘাটসহ একাধিক উন্নয়নমূলক কাজে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন মিনহাজুল আর্ফিন আজাদ, ফলে তাঁর প্রতি ইতিবাচক মনোভাব তৈরি হয়েছে। যদিও কিছু রাস্তা সংস্কার ও একটি কলেজ স্থাপনের দাবি রয়ে গেছে, বাসিন্দাদের আশা;জয়ী হলে তিনি সেগুলিও পূরণ করবেন। এই প্রার্থীকে পেয়ে আমরা খুবই খুশি।

মূল ইস্যু ও প্রতিশ্রুতি-

প্রার্থী মিনহাজুল আর্ফিন আজাদ জানান, গত পাঁচ বছর মানুষের পাশে ছিলেন, আগামীতেও থাকবেন। তাঁর অগ্রাধিকার; হাসপাতাল উন্নয়ন (বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, ব্লাড স্টোরেজ ও সি-সেকশন), ১০ স্কুলে বিজ্ঞান শিক্ষা, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, উন্নত বাস পরিষেবা, ডিগ্রি কলেজ-আইটিআই, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক ও কোল্ড স্টোরেজ।

তিনি বলেন, আমি কৃষকের ছেলে, মানুষের জন্য কাজ করাই আমার লক্ষ্য।

প্রার্থীর মন্তব্য- চাকুলিয়ার উন্নয়নে হাসপাতাল আধুনিকীকরণ, বিজ্ঞান শিক্ষা, কারিগরি কেন্দ্র, উন্নত বাস পরিষেবা, কলেজ-আইটিআই, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক ও কোল্ড স্টোরেজ;এই সব কাজের প্রতিশ্রুতি দিলেন তিনি।বললেন, মানুষ পাশে থাকলে এসব বাস্তবায়ন করব। প্রতিদিন মানুষের সঙ্গে কথা বলি, উন্নয়নই আমার লক্ষ্য;পাশে ছিলাম, আছি, থাকব।

ইসলামপুর কোর্ট ময়দানে আচমকা হেলিকপ্টার অবতরণ, খেলতে থাকা শিশুদের মধ্যে আতঙ্ক

নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ হঠাৎ করেই কোর্ট ময়দানে একটি হেলিকপ্টার অবতরণকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল ইসলামপুরে। বিকেলের এই ঘটনায় মাঠে খেলতে থাকা শিশুদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয় এবং কিছু সময়ের জন্য পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠে।স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রতিদিনের মতোই এদিনও বিকেলে বেশ কিছু শিশু মাঠে খেলাধুলায় ব্যস্ত ছিল। সেই সময় আচমকাই আকাশে হেলিকপ্টারের শব্দ শোনা যায়। প্রথমে কৌতূহল তৈরি হলেও, অল্প সময়ের মধ্যেই সেটি মাঠে নামতে শুরু করলে ভয় পেয়ে অনেক শিশু দৌড়ে পালিয়ে যায়। কেউ কেউ আবার নিরাপদ দূরত্বে সরে গিয়ে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করে।ঘটনায় হতভম্ব হয়ে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারাও।খবর ছড়িয়ে পড়তেই কোর্ট ময়দানে ভিড় জমায় কৌতূহলী মানুষেরা। তবে কী কারণে হেলিকপ্টারটি ওই মাঠে অবতরণ করল, সে বিষয়ে এখনও স্পষ্ট কোনও তথ্য সামনে আসেনি। প্রশাসনের তরফেও প্রাথমিকভাবে কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি।এই প্রসঙ্গে ইসলামপুর জেলা পুলিশ সুপার রাকেশ সিং জানান, হেলিকপ্টার নামানোর বিষয়ে আগে থেকে আমাদের কিছু জানানো হয়নি।উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকেও কোনও নিরাপত্তা ব্যবস্থা বা ব্যারিকেড করা হয়নি। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তিনি আরও জানান, পুরো ঘটনার তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় এখনও চাঞ্চল্য বজায় রয়েছে। বিশেষ করে শিশুদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা। পাশাপাশি প্রশাসনিক তৎপরতা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার ঘাটতি নিয়েও উঠছে প্রশ্ন।

ভোটের আবহে চড়া বাজার, মুরগির দামের দাপটে নাভিশ্বাস সাধারণের

রবিন মুরমু, নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ ভোটের মুখে সাধারণ কর্মীদের পাশাপাশি ভোটারদের মন পেতে সুযোগ বুঝে কোথাও আড়ালে বা প্রকাশ্যে শুরু হয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির পিকনিকের আসর। আর এই পিকনিকের আসর গুলিতে যোগান দিতে সুযোগ বুঝে দাম বেড়েই চলেছে দেশি ও পোল্ট্রি মুরগির দাম। বালুরঘাট বিধানসভার হিলি থেকে শুরু করে ত্রিমোহিনী বালুপাড়া তিওর জামালপুর সহ সর্বত্র এলাকায় চলছে দেশি ও পোল্ট্রি মুরগির সাথে মদের ফোয়ারার আসর। নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ প্রশাসন থেকে শুরু করে আধিকারিকদের নজরে যাতে না পড়ে তার জন্য গত কয়েক সপ্তাহ ধরে শুরু হয়েছে গোপন ডেরাগুলিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির পিকনিকের আসর। সাধারণ ভোটার এবং কর্মীদের দাবি মতে, পিকনিক দেওয়া না হলে অন্যদিকে ভোটের ঝুলিতে ভোট পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করতে কোনোরকম দ্বিধাবোধ করছেন না বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বরাও। সামান্য ভোটের ব্যবধানে পাঁচ বছরের জন্য ক্ষমতাচ্যুত হতে পারে এমন আশঙ্কাও করছেন রাজনৈতিক দলের নেতারা। স্বাভাবিক কারণেই ভোটের ময়দানে থাকা কর্মী এবং ভোটারদের দাবিকে কোনোভাবে নস্যাৎ করতে পারছেন না নেতারা। আর এই সুযোগ নিয়েছেন মাংস ব্যবসায়ীরাও। জানা গেছে যে বর্তমানে পোল্ট্রি মাংসের দাম ২৮০ টাকা থেকে ৩০০ টাকা পর্যন্ত। অন্যদিকে দেশি মুরগির দাম বেড়েছে সাড়ে ৫০০ থেকে ৬০০ টাকা। স্বাভাবিক কারণে ভোটের মুখে দেশি ও পোল্ট্রি মুরগির দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে মাথায় হাত পড়েছে সাধারণ মানুষের। বরেন মাহাতো, পুলক বর্মনরা বলেন, সপ্তাহে একবার করে আমরা মুরগির মাংস বাড়িতে নিয়ে যায়। কিন্তু সপ্তাহখানেক ধরে আচমকাই দেশি ও বিদেশী মুরগীর দাম বেড়ে যাওয়ায় ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে দেশী ও পোল্ট্রি মুরগির মাংস। তবে কি আগামী দিনে এই পোল্ট্রির দাম কমবে, না বাড়তে থাকবে এই নিয়ে কিছু বুঝে উঠতে পারছেন না মুরগি মাংস বিক্রেতারা। ব্যবসায়ী পবন দাস বলেন যে পাইকারি ভাবে কিনতে অনেক দাম পড়ে যাচ্ছে। স্বাভাবিক কারণেই দামও বেড়ে গেছে। গত সপ্তাহ দুয়েক আগে এই পোল্ট্রির দাম ছিল ২২০ টাকা। প্রতিটি নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে মাংসের দাম বাড়ে বলে মুরগি ব্যবসায়ীরা জানিয়েছে।

কুমারগঞ্জের ত্রিমুখী লড়াইয়ে আশাবাদী রাম-বাম, পাল্টা কটাক্ষে তৃণমূল

সাজাহান আলি,নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ জয়ের ব্যাপারে প্রধান তিন দলের প্রার্থী ভীষণ আশাবাদী। কুমারগঞ্জের ভূমিপুত্র তথা গত দুইবারের বিধায়ক এবং এবার তৃতীয়বারের জন্য তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তোরাফ হোসেন মণ্ডল দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে জানাচ্ছেন, এবারে তার জয়লাভ শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। অন্যদিকে কুমারগঞ্জের আরেক প্রার্থী তথা সিপিএমের প্রবীণ শিক্ষক ও দাপুটে নেতা মোফাজ্জল হোসেন বলছেন , তৃণমূল ও বিজেপির প্রতি মানুষের মোহভঙ্গ ঘটেছে। তারা সত্যিকারের নিরাপদ শাসক কারা, বুঝতে পেরেছেন। তাই পুনরায় মানুষ বামফ্রন্টকে ভীষণভাবে চাইছেন। সেজন্য এবার তাঁর নিজের জয়লাভ এক প্রকার নিশ্চিত।পক্ষান্তরে কুমারগঞ্জ বিধানসভা আসনে কিছুটা বাইরের প্রার্থী অর্থাৎ বালুরঘাটের বাসিন্দা শুভেন্দু সরকার এবার বিজেপির টিকিটে লড়াই করছেন ।প্রচারের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জানালেন, এবার পরিবর্তন হচ্ছে, বিজেপি প্রার্থী কুমারগঞ্জে জয়লাভ করবে। আগামী ২৩ এপ্রিল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ৬ টি আসনের মতো ৩৮ নম্বর কুমারগঞ্জ বিধানসভা আসনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রচার রীতিমতো জমে উঠেছে। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, এবার কুমারগঞ্জ কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস , বামফ্রন্ট ও বিজেপির মধ্যে ত্রিমুখী লড়াই হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তবে শেষ হাসি কে হাসবেন তা আগামী ৪ মে ভোট গণনার দিন বোঝা যাবে। কুমারগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস দলের তৃতীয়বারের মতো প্রার্থী হয়েছেন গত দুইবারের বিধায়ক তোরাফ হোসেন মন্ডল। দলের একাংশ চাইছিলেন , এই কেন্দ্রে এবার শাসকদলের নতুন কোন মুখ কে প্রার্থী করা হোক। কিন্তু তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃতীয়বারের মতো বর্তমান বিধায়ক তোরাফ হোসেন মন্ডলের উপর আস্থা রেখেছেন। বিশেষ করে এই বিধায়কের নাম এসআইআর তালিকায় বিচারাধীন হওয়ার পর খেদ দলনেত্রী নির্বাচন কমিশনে জোর লড়াই করে আরো কয়েকজন তৃণমূল বিধায়কের সঙ্গে কুমারগঞ্জ বিধায়কের নামও অ্যাপ্রুভ তালিকায় তুলতে সক্ষম হন। ফলে লড়াই করে সফল হওয়া , তোরাফ হোসেন মন্ডলকে এবারও শাসক দল কুমারগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে টিকিট দেয়। এরপর তোরাফ সাহেব জোর কদমে ভোট প্রচার শুরু করেন। কিন্তু দলের একাংশ বিশেষত প্রথম সারির নেতৃবৃন্দ প্রথমদিকে এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি। ফলে তৃণমূলের প্রচারে কিছুটা খামতি লক্ষ্য করা গিয়েছে। যদিও বিধায়কের দাবি , এখন সেসব মিটে গিয়েছে । এখন আমাদের সকলের একটাই লক্ষ্য , এই আসনে তৃতীয়বারের মতো বিজয়ী হওয়া ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতকে শক্তিশালী করে চতুর্থবারের মতো বাংলার ক্ষমতায় ফিরে আসা।দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নজরকাড়া কুমারগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে এবার বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিএম প্রার্থী হয়েছেন প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক এবং সিপিএমের দাপুটে নেতা মোফাজ্জল হোসেন। তৃণমূল প্রার্থী তোরাফ হোসেন মন্ডল ও বামফ্রন্ট প্রার্থী মোফাজ্জল হোসেন উভয়ে কুমারগঞ্জ ব্লকের জাখিরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা তথা নিকট প্রতিবেশী। শুধু তাই নয় , এই দুজন সম্পর্কে মামা ও ভাগ্নে । যদিও রাজনৈতিক মতাদর্শে দুইজন দুই মেরুতে অবস্থান করেন।মোফাজ্জল হোসেন বিগত ৪৪ বছর ধরে বাম রাজনীতি তথা কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এবং সারা ভারত কৃষক সভার জেলা সম্পাদক। এছাড়া তিনি পাঁচ বছর দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের বিরোধী দলনেতা ছিলেন। ফলে কুমারগঞ্জের নাড়ি নক্ষত্র তার পুরোপুরি নখদর্পনে । এছাড়া কুলিহরি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসাবে দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা রাজনৈতিক ভিত্তিকে অনেকটা মজবুত করেছে।তাই প্রচারে তিনি শাসকদল ও বিজেপির বিরুদ্ধে তথ্যপূর্ণ পরিসংখ্যান দিয়ে কঠোর সমালোচনা করছেন এবং নিজের জয়ের ব্যাপারে ভীষণ আশাবাদী হয়ে উঠেছেন।

হরিরামপুরে মিঠুনের প্রতিশ্রুতির ঝড়, মহিলাদের ফ্রি বাসযাত্রা ও ভাতার ঘোষণা

নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ ভোটের আর মাত্র কয়েকদিন বাকি। তার আগেই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুর বিধানসভায় নির্বাচনী উত্তাপ চরমে। এদিন হরিরামপুরের এএসডিএম মাঠে বিজেপির প্রার্থী দেবব্রত মজুমদারের সমর্থনে অনুষ্ঠিত জনসভায় উপস্থিত হয়ে একাধিক বড় ঘোষণা করলেন অভিনেতা তথা বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী।হেলিকপ্টারে চেপে দুপুর প্রায় একটা নাগাদ সভাস্থলে পৌঁছান তিনি। এরপর মঞ্চে উঠে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একাধিক ইস্যুতে সরব হন।তিনি জানান, রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠিত হলে ‘অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার’ প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলাদের প্রতি মাসে ৩ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। পাশাপাশি সরকারি বাসে মহিলাদের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে যাতায়াতের ব্যবস্থাও করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন। বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য মাসিক ৩ হাজার টাকার ভাতার কথাও ঘোষণা করেন তিনি।বক্তব্যের মাঝে রাজনৈতিক সুর চড়িয়ে তিনি বলেন, বিজেপি শুধু দেবে না, এবার কিছু নেবেও;তা হল আপনাদের ভোট। একই সঙ্গে বিরোধীদের কটাক্ষ করে দাবি করেন, রাজ্যে নানা ষড়যন্ত্র চলছে এবং বিজেপি ক্ষমতায় না এলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে।রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসঙ্গ টেনে তিনি অভিযোগ করেন, স্কুলগুলিকে প্রয়োজনীয় অর্থ না দিয়ে ক্লাবগুলিতে বিপুল অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে। বিজেপি ক্ষমতায় এলে স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়নে জোর দেওয়া হবে বলেও আশ্বাস দেন।সভা শেষে সাধারণ মানুষের আবেদনে সাড়া দিয়ে নিজের জনপ্রিয় সিনেমার কিছু সংলাপ শুনিয়ে মঞ্চ ছাড়েন তিনি, যা উপস্থিত জনতার মধ্যে আলাদা উন্মাদনা তৈরি করে।এদিকে, এই জনসভাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। পুরো এলাকা জুড়ে মোতায়েন ছিল বিপুল সংখ্যক পুলিশ বাহিনী।

প্রচারের শেষ পর্যায়ে ঢাকে-ঢোলে নজর কাড়লেন রেখা রায়, জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী !

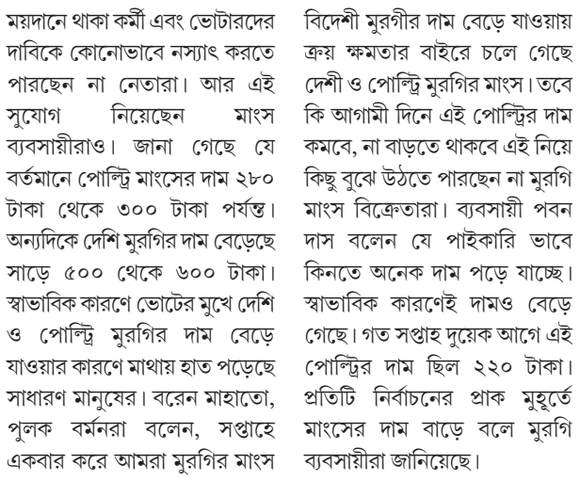

দিলদার আলী, নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমন্ডি ব্লকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচার কার্যত চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। ভোটের আর মাত্র দুই দিন বাকি থাকতে সোমবার কুশমন্ডি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ থেকে এক বিশাল মহা মিছিলের আয়োজন করা হয়, যা গোটা শহরজুড়ে রাজনৈতিক আবহকে আরও উষ্ণ করে তোলে।ঢাক-ঢোলের তালে এবং মুখ া নাচের বর্ণাঢ্য পরিবেশনার মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া এই মিছিল কুশমন্ডি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকা পরিক্রমা করে।

রাস্তাজুড়ে দলীয় পতাকা, ব্যানার ও স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে পরিবেশ। কার্যত এটি তৃণমূল কংগ্রেসের শক্তি প্রদর্শনের এক বড় মঞ্চে পরিণত হয়।মিছিলে নেতৃত্ব দেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রেখা রায়।কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তিনি নিজেও মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি অম্বরিশ সরকার, জেলা পরিষদের খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ রুপসানা খাতুন, কুশমন্ডি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মারিয়াম মার্ডি, কুশমন্ডি ব্লক তৃণমূল সভাপতি ও সহ-সভাপতি করিমুল ইসলাম, জিতেন্দ্র নাথ সরকার, রেজা জাহির আব্বাস, জাহাঙ্গীর আলম, রতন সাহা, ওম প্রকাশ ঝা, প্রান্তিক সরকার, কৃষ্ণ বসাক, কৌশিক কাজুর, অজিবুল হোসেন সহ দলের একাধিক নেতৃত্ব। দলীয় সূত্রে দাবি, এদিনের মিছিলে ১০ হাজারেরও বেশি কর্মী-সমর্থক অংশ নেন। ফলে কুশমন্ডি শহরের বিভিন্ন প্রান্তে জনস্রোতের দৃশ্য চোখে পড়ে। ঢোলের তালে ও লোকসংস্কৃতির আবহে মিছিলটি উৎসবমুখর হয়ে ওঠে এবং সাধারণ মানুষের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।এই প্রসঙ্গে প্রার্থী রেখা রায় বলেন, কুশমন্ডি বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস বিপুল ব্যবধানে জয়লাভ করবে বলেই আমরা আশাবাদী। মানুষের ভালোবাসা, আস্থা ও সমর্থনই আমাদের প্রধান শক্তি।

কমে না চুরি ! রামগঞ্জের মাদ্রাসায় দান বাক্স ভেঙে ফের টাকা লুট, তুঙ্গে চঞ্চল্য

মোহম্মদ আলম, নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুরের ঃ ইসলামপুর থানার রামগঞ্জ এলাকায় ফের চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল মুর্শিদ গাজী মাদ্রাসায়। মাদ্রাসার দানবাক্স ভেঙে নগদ অর্থ লুটের অভিযোগ উঠেছে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। এটি নিয়ে চতুর্থবার একই ধরনের ঘটনা ঘটায় উদ্বেগ বেড়েছে এলাকায়।মাদ্রাসা সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিদিনের মতো সকালে গেট খুলতে গিয়ে মৌলানা সাহেব দানবাক্সের ভাঙা তালা দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি জানানো হয় মাদ্রাসা কমিটির সম্পাদক সইফুল আলমকে। তিনি ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখেন, দানবাক্সে থাকা অর্থ উধাও।সম্পাদক সইফুল আলম জানান, এ নিয়ে চতুর্থবার চুরি হল। বারবার এমন ঘটনায় আমরা চিন্তিত। ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরাও। মেম্বার এনামুল হক ও মোতালেব হোসেন বলেন, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের চুরি অত্যন্ত দুঃখজনক। দোষীদের দ্রুত গ্রেফতার করা উচিত।জানা গেছে, শীঘ্রই রামগঞ্জ ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হবে। ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। সম্প্রতি টেংরাবাড়ি মসজিদ-সহ আশপাশের এলাকায় একাধিক চুরির ঘটনায় আতঙ্কিত বাসিন্দারা নিরাপত্তা বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 21-04-2026 04:22 Page 15

বাহিনীর রুটমার্চ

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে শক্ত হাতে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে প্রশাসন;এমনই বার্তা স্পষ্ট করে দিল জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার প্রশাসন। আসন্ন নির্বাচনে যাতে কোনোভাবেই অশান্তি না ছড়ায় এবং সাধারণ মানুষ নির্ভয়ে ভোট দিতে পারেন, তা নিশ্চিত করতে রবিবার জঙ্গিপুর এসডিপিও প্রবীর মন্ডলের নেতৃত্বে রুটমার্চ করা হয় রঘুনাথগঞ্জের সেকেন্দ্রা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়।এই রুটমার্চে উপস্থিত ছিলেন রঘুনাথগঞ্জ থানার আইসি কার্তিক চন্দ্র রায় এবং জঙ্গিপুর ফাঁড়ির ওসি অভিজিৎ সরকার। তাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অংশ নেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা; সিআরপিএফ, বিএসএফ এবং আইআরবি। গোটা এলাকাজুড়ে এক প্রকার শক্তি প্রদর্শনই যেন ছিল এই রুটমার্চের মূল লক্ষ্য। গ্রাম পঞ্চায়েতের সংবেদনশীল ও গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলিতে পায়ে হেঁটে টহল দেয় নিরাপত্তা বাহিনী। প্রশাসনের স্পষ্ট বার্তা;অশান্তি করলে রেহাই নেই, আইন নিজের পথে চলবেই। ভোটকে কেন্দ্র করে কোনো ধরনের দুষ্কৃতী কার্যকলাপ বা ভয় দেখানোর চেষ্টা বরদাস্ত করা হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। সাধারণ ভোটারদের আশ্বস্ত করে বলা হয়েছে, তারা যেন নির্ভয়ে, নিশ্চিন্তে নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেন।এদিন রুটমার্চ ঘিরে এলাকায় কৌতূহলী মানুষের ভিড়ও লক্ষ্য করা যায়। অনেকেই বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসে নিরাপত্তা বাহিনীর এই মহড়া দেখেন। স্থানীয়দের একাংশ জানান, এই ধরনের উদ্যোগে ভোটের আগে তাদের মধ্যে নিরাপত্তার অনুভূতি বাড়ছে। নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই কড়া হচ্ছে প্রশাসনের নজরদারি। জঙ্গিপুর মহকুমা জুড়ে শুরু হয়েছে টহলদারি বাড়ানো, নাকা চেকিং এবং বিভিন্ন সংবেদনশীল এলাকায় বিশেষ নজরদারি। প্রশাসনের তরফে স্পষ্ট করে জানানো হয়েছে;শান্তিপূর্ণ ও অবাধ নির্বাচন করাই একমাত্র লক্ষ্য, কোনোভাবেই বিশৃঙ্খলা বরদাস্ত করা হবে না।উল্লেখ্য রবিবার সকালেই জাতীয় কংগ্রেসের দলীয় পতাকা টাঙ্গানো কে কেন্দ্র করে রঘুনাথগঞ্জ এর সেকেন্দ্রা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাঙ্গড়পাড়া এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে, ঘটনায় ছুটে যায় রঘুনাথগঞ্জ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী, কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, বিকেল গড়াতেই ওই এলাকায় কেন্দ্র বাহিনীর জওয়ানদের নিয়ে রুট মার্চ করেন জঙ্গিপুর এসডিপিও প্রবীর মন্ডল।সব মিলিয়ে, জঙ্গিপুরে ভোটের আগে প্রশাসনের এই কড়া অবস্থান এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর সক্রিয় উপস্থিতি স্পষ্ট করে দিচ্ছে; এবারের নির্বাচন হতে চলেছে কঠোর নিরাপত্তার ঘেরাটোপে, যেখানে আইন ভাঙার সাহস দেখালে তার জবাব মিলবে সঙ্গে সঙ্গেই।

চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজানোর
হুঁশিয়ারি তৃণমূল প্রার্থী হুমায়ুন কবীরের

নয়া জামানা,ডোমকল ঃ ভোটের মরসুমে বিতর্কিত মন্তব্য যেন দস্তুর হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবার বিরোধীদের কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে বিতর্কের শিরোনামে ডোমকল বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তথা প্রাক্তন পুলিশ কর্তা হুমায়ুন কবীর। বিরোধী কর্মীদের 'চামড়া দিয়ে ডুগডুগি' বানানোর হুমকি দিয়েছেন তিনি, যা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। সূত্রের খবর, সম্প্রতি ডোমকল শহরে তৃণমূলের একটি দলীয় কার্যালয় বামেদের দখলে চলে যায়। শতাধিক তৃণমূল কর্মী ঘাসফুল শিবির ছেড়ে সিপিআইএম-এ যোগ দেওয়ার পরেই এই ঘটনা ঘটে। এই প্রেক্ষাপটে ডোমকল টাউন ও ব্লক যুব কংগ্রেসের ডাকা এক নির্বাচনী সভায় যোগ দেন হুমায়ুন কবীর। সেখান থেকেই মেজাজ হারিয়ে বিরোধীদের কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন তিনি। কর্মীসভায় উপস্থিত সমর্থকদের আশ্বস্ত করে হুমায়ুন কবীর বলেন, 'সিপিআইএম বা কংগ্রেসের লোকজন যদি আমাদের কর্মীদের মারে, তবে আপনারা পাল্টা মারবেন না। সরাসরি আমাকে ফোন বা হোয়াটসঅ্যাপ করবেন। আমি গিয়ে এমন মার মারবো যে ওর পিছনের চামড়া ছাড়িয়ে ডুগডুগি তৈরি করে ওর বাড়ির সামনে বাজিয়ে আসব।' তৃণমূল প্রার্থীর এই মন্তব্যের সময় উপস্থিত কর্মীরা হাততালি দিয়ে তাঁকে সমর্থন জানান। একজন প্রাক্তন উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিক হয়ে কীভাবে এক প্রার্থী এমন হিংসাত্মক ভাষা ব্যবহার করতে পারেন, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। হুমায়ুন কবীরের এই মন্তব্য ঘিরে নিন্দার ঝড় উঠেছে বিরোধী শিবিরে। সিপিআইএম ও কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে, তৃণমূল পরাজয়ের ভয়ে এখন সন্ত্রাসের উস্কানি দিচ্ছে।

শেষ মুহূর্তে প্রচারে জোর নিয়ামত শেখ-এর

নয়া জামানা,হরিহরপাড়া ঃ সোমবার দুপুর থেকে হরিহরপাড়ার বিহারিয়া ও হুমাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় হুডখোলা গাড়িতে চড়ে ব্যাপক প্রচার চালান তিনি। প্রচার চলাকালীন প্রার্থীর সঙ্গে ছিলেন কয়েক হাজার কর্মী-সমর্থক।

প্রার্থীর গাড়ির পিছনে বাইক মিছিল করে তারা এলাকাজুড়ে শক্তি প্রদর্শন করেন, যা স্থানীয়দের নজর কেড়েছে। এদিন দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন বুথে বুথে গিয়ে ভোটারদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করেন নিয়ামত শেখ। মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাদের সমস্যার কথা শোনেন এবং উন্নয়নের আশ্বাস দেন। প্রচারের শেষে তৃণমূল প্রার্থী নিয়ামত শেখ বলেন, 'প্রচারে বেরিয়ে সাধারণ মানুষের যথেষ্ট সাড়া ও উৎসাহ পাচ্ছি। মানুষের এই সমর্থনই প্রমাণ করছে, তারা তৃণমূলের পাশেই রয়েছে।'

জাকিরের সমর্থনে রচনার রোড শো ঘিরে জনজোয়ার

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ জঙ্গিপুর বিধানসভা এলাকায় নির্বাচনী প্রচার যতই চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাচ্ছে, ততই রাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়ছে। এই আবহেই এদিন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী জাকির হোসেনের সমর্থনে রোড শো করতে দেখা গেল জনপ্রিয় টলিউড অভিনেত্রী রচনা ব্যানার্জি-কে। তার আগমনে জঙ্গিপুরের আহিরণ বংশবাটী এলাকার রাস্তায় উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়।রোড শো শুরু হওয়ার আগেই বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজার হাজার কর্মী-সমর্থক জমায়েত হতে থাকেন। খোলা গাড়িতে দাঁড়িয়ে রচনা ব্যানার্জি হাত নেড়ে জনতাকে অভিবাদন জানান। রাঙ্গা স্তাজুড়ে শঙ্খধ্বনি, ঢাকের আওয়াজ এবং দলীয় স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা।

তিনি যতই এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় এগিয়েছেন, ততই মানুষের ঢল নেমেছে তাকে এক নজর দেখার জন্য। রোড শো চলাকালীন অভিনেত্রী স্পষ্ট বার্তা দেন, উন্নয়নের ধারাকে বজায় রাখতে তৃণমূল কংগ্রেসকেই ভোট দেওয়া উচিত। তিনি বলেন, জাকির হোসেন একজন জনদরদী নেতা, যিনি সবসময় মানুষের পাশে থেকেছেন। তাই তাকে আবারও জয়ী করে উন্নয়নের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

তার এই বক্তব্যে সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উচ্ছ্বাস দেখা যায়। স্থানীয়দের একাংশ জানান, রচনা ব্যানার্জির উপস্থিতি নির্বাচনী প্রচারে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বিশেষ করে মহিলা ভোটারদের মধ্যে তার প্রভাব স্পষ্টভাবে চোখে পড়ছে। অনেকেই বলেন, প্রিয় অভিনেত্রীকে সামনে থেকে দেখতে পেরে তারা উচ্ছ্বসিত এবং তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে ভোট দেওয়ার ব্যাপারেও আগ্রহী। সব মিলিয়ে, জাকির হোসেনের সমর্থনে এই রোড শো যে জঙ্গিপুরের নির্বাচনী লড়াইয়ে বড় প্রভাব ফেলতে চলেছে, তা বলাই যায়। এখন দেখার বিষয়, এই জনসমর্থন শেষ পর্যন্ত ভোটবাক্সে কতটা প্রতিফলিত হয়।

সিপিআইএম থেকে ৬০ টি পরিবার তৃণমূলে যোগদান

মুক্ত দাস,নয়া জামানা,হরিহরপাড়া ঃ হরিহরপাড়া বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী নিয়ামত শেখের হাত ধরে সিপিআইএম ছেড়ে প্রায় ৬০টি পরিবার তৃণমূলে যোগ দিয়েছে বলে দাবি শাসকদলের। এই যোগদান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএমের প্রাক্তন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য হজরউদ্দিন খান-সহ অন্যান্য কর্মী-সমর্থকরা। সোমবার সন্ধ্যায় হরিহরপাড়া বিধানসভার চোয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের চোয়া পাঠানপাড়া এলাকায় এই যোগদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। তৃণমূল প্রার্থী নিয়ামত শেখের হাত থেকেই তারা দলের পতাকা গ্রহণ করেন। যোগদানকারীদের বক্তব্য, সিপিআইএমে থেকে সাধারণ মানুষের উন্নয়নের কাজ সঠিকভাবে করা সম্ভব হচ্ছিল না। সেই কারণেই তারা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ বিষয়ে তৃণমূল প্রার্থী নিয়ামত শেখ বলেন,

'প্রতিদিন হরিহরপাড়ার বিভিন্ন এলাকা থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী-সমর্থকরা আমাদের দলে যোগ দিচ্ছেন। এতে স্পষ্ট, মানুষ উন্নয়নের পক্ষে রয়েছে।'

কংগ্রেস কর্মীর বাড়িতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ,চাঞ্চল্য

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ বাংলার প্রথম দফার বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬ একেবারে দোরগোড়ায়। ভোটের ঠিক আগেই মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা এলাকায় বোমা বিস্ফোরণ ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সোমবার সকালে ফরাক্কা থানার নয়নসুখ মানিকনগর এলাকায় এক কংগ্রেস কর্মীর বাড়ির ছাদে এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। স্থানীয়দের মতে, হঠাৎ জোরে বিস্ফোরণের শব্দে গোটা এলাকা কেঁপে ওঠে। আতঙ্কে দৌড়াদৌড়ি শুরু করেন বাসিন্দারা। তবে সৌভাগ্যবশত ঘটনায় কেউ আহত হননি। বিস্ফোরণের ফলে বাড়ির ছাদের এক অংশের দেওয়াল ভেঙে যায় এবং ক্ষতি হয় সম্পত্তির। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফরাক্কা থানার পুলিশ ও উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। পরে কেন্দ্রীয় বাহিনীও এলাকায় যায়।

গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে তদন্ত শুরু করা হয়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের ধারণা, ছাদে মজুত রাখা বোমা থেকেই এই বিস্ফোরণ ঘটেছে। ঘটনাস্থল থেকে কিছু সন্দেহজনক সামগ্রীও উদ্ধার হয়েছে বলে জানা গেছে। ইতিমধ্যে এই ঘটনায় দু'জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ওই বাড়িটি কংগ্রেস কর্মী সাইমুল শেখের। তিনি ১৩৬ নম্বর বুথ এলাকার বাসিন্দা। পাশাপাশি রাজনৈতিকভাবে সিপিএম প্রার্থীর পরিবারের সঙ্গেও তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে বলে জানা গেছে। ঘটনার সময় বাড়িতে রাজমিস্ত্রিরা কাজ করছিলেন। এই ঘটনা ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, ভোটের আগে এলাকায় অশান্তি তৈরির উদ্দেশ্যেই বোমা রাখা হয়েছিল। তারা শান্তিপূর্ণ নির্বাচন চেয়েছে। অন্যদিকে কংগ্রেসের দাবি, এটি একটি বড় ষড়যন্ত্র। তাদের অভিযোগ, রাজনৈতিকভাবে ভয় দেখাতেই এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, পুরো ঘটনার নেপথ্যে কারা রয়েছে এবং কেন এই বোমা মজুত করা হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এলাকায় এখনো উত্তেজনা থাকায় নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে।

সুকান্তের রোড শো ঘিরে হরিহরপাড়ায় জনজোয়ার

এদিন বিকেলে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া বিধানসভা কেন্দ্র যেন রাজনৈতিক উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটল। বিজেপি প্রার্থী তন্ময় বিশ্বাসের সমর্থনে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের বিশাল রোড শো ঘিরে এলাকাজুড়ে তৈরি হয় উৎসবের আবহ। বিকেলের দিকে হরিহরপাড়া কিষাণ মান্ডি মাঠে হেলিকপ্টারে এসে পৌঁছন সুকান্ত মজুমদার।

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ এদিন বিকেলে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া বিধানসভা কেন্দ্র যেন রাজনৈতিক উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটল। বিজেপি প্রার্থী তন্ময় বিশ্বাসের সমর্থনে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের বিশাল রোড শো ঘিরে এলাকাজুড়ে তৈরি হয় উৎসবের আবহ। বিকেলের দিকে হরিহরপাড়া কিষাণ মান্ডি মাঠে হেলিকপ্টারে এসে পৌঁছন সুকান্ত মজুমদার। তাঁকে এক নজর দেখার জন্য আগেই ভিড় জমিয়েছিলেন হাজার হাজার কর্মী-সমর্থক ও সাধারণ মানুষ। হেলিকপ্টার থেকে নামার পরেই শুরু হয় রোড শো। খোলা গাড়িতে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে জনতার শুভেচ্ছা গ্রহণ করেন তিনি।

তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রার্থী তন্ময় বিশ্বাস-সহ স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। কিষাণ মান্ডি মাঠ থেকে শুরু হয়ে রোড শো চোয়া নতুনপাড়া পর্যন্ত এগিয়ে যায়। পুরো রাস্তা জুড়ে ছিল মানুষের ঢল;কেউ ছাদে, কেউ বারান্দায়, কেউ আবার রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে অভ্যর্থনা জানান নেতাদের। রোড শো চলাকালীন বিজেপির পতাকা, ব্যানার, দলীয় স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। ঢাক-ঢোল, আবির ও ফুলের বর্ষণে স্বাগত জানানো হয় সুকান্ত মজুমদারকে। মাঝে মধ্যেই গাড়ি থামিয়ে জনতার সঙ্গে কথা বলেন তিনি এবং ভোটের আগে বিজেপির পক্ষে সমর্থন চেয়ে বার্তা দেন। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে উন্নয়ন, কেন্দ্রীয় প্রকল্প এবং রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে তীব্র সমালোচনা।প্রার্থী তন্ময় বিশ্বাসও এই রোড শোকে জনসমর্থনের জোয়ার বলে দাবি করেন। তিনি বলেন, মানুষের এই বিপুল উপস্থিতিই প্রমাণ করে হরিহরপাড়ায় পরিবর্তনের হাওয়া বইছে।সব মিলিয়ে ভোটের আগে এই রোড শো হরিহরপাড়া রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করল বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহল।

জওয়ানের আত্মহত্যার চেষ্টা !

ভোটের ডিউটিতে বঙ্গে আসা কেন্দ্রীয় বাহিনীর এক জওয়ান আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন মুর্শিদাবাদে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে সোমবার দুপুরে রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের শক্তিপুর থানা এলাকায় তাঁকে উদ্ধার করা হয়। আহত জওয়ানকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভোটের দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনীর সদস্যদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল স্থানীয় একটি স্কুলে সেখানে এই ঘটনা ঘটে।

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ ভোটের ডিউটিতে বঙ্গে আসা কেন্দ্রীয় বাহিনীর এক জওয়ান আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন মুর্শিদাবাদে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে সোমবার দুপুরে রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের শক্তিপুর থানা এলাকায় তাঁকে উদ্ধার করা হয়। আহত জওয়ানকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভোটের দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনীর সদস্যদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল স্থানীয় একটি স্কুলে সেখানে এই ঘটনা ঘটে। জওয়ানটি দক্ষিণ ভারতের বাসিন্দা বলে জানা গেছে তিনি এর আগেও বিভিন্ন রাজ্যে ভোটের দায়িত্ব পালন করেছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় তিনি নিজেকে আঘাত করার চেষ্টা করেন যার ফলে তিনি গুরুতর আহত হন। সহকর্মীরা দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান চিকিৎসকরা জানান তাঁর অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল। তবে তাঁকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কী কারণে তিনি এমন সিদ্ধান্ত নেন তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনাস্থলে থাকা অন্যান্য কেন্দ্রীয় বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে কথা বলছে পুলিশ এবং মানসিক চাপ বা ব্যক্তিগত কোনও সমস্যা ছিল কি না তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনায় এলাকায় সাময়িক চাঞ্চল্য ছড়ায় তবে প্রশাসন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ভোটের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। স্থানীয় মানুষজনের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিলেও প্রশাসন জানিয়েছে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্ত নয়। এই ঘটনায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা এবং মানসিক স্বাস্থ্যের দিক নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। পুলিশ জানিয়েছে সব দিক খতিয়ে দেখে দ্রুত সত্য উদঘাটন করা হবে। আহত জওয়ানের পরিবারকেও খবর দেওয়া হয়েছে এবং তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে চিকিৎসায় ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে তাঁর। ঘটনার পর গোটা এলাকায় নিরাপত্তা আরও বাড়ানো হয়েছে। প্রশাসন জানিয়েছে ভোট প্রক্রিয়া স্বাভাবিক রাখতে সব ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী যৌথভাবে কাজ করছে। তদন্ত রিপোর্ট এলে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে প্রশাসনের দাবি তবে তদন্ত চলছে সতর্কতা জারি রয়েছে এলাকায় পুলিশ জানায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

ভোট দিতে না পেরে ক্ষুব্ধ ভোটকর্মীরা, জেলাশাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ ফের ভোটকর্মীদের ভোট দিতে না পারার অভিযোগ সামনে এল মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে। পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী প্রশিক্ষণের দিনই তাঁদের ভোট দেওয়ার কথা থাকলেও সেদিন তা সম্ভব হয়নি। এরপর টানা কয়েকদিন চেষ্টা করেও ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেননি তাঁরা। সোমবার সকালে আবারও ভোট দেওয়ার আশায় লাইনে দাঁড়ালেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হন ভোটকর্মীরা। বরং তাঁদের হয়রানির শিকার হতে হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। জানা গিয়েছে, কয়েকদিন আগে বহরমপুরে দ্বিতীয় দফার প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছিলেন এই ভোটকর্মীরা। নিয়ম অনুযায়ী প্রশিক্ষণের পরেই তাঁদের ভোটগ্রহণ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেদিন কোনও ব্যবস্থা না থাকায় ভোট দেওয়া হয়নি। তারপর থেকে চারদিন ধরে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেও ভোট দিতে পারেননি তাঁরা। সোমবার কৃষ্ণনাথ কলেজিয়েট স্কুলে ভোট দেওয়ার জন্য লাইনে দাঁড়ান অনেকে। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর তাঁদের জানানো হয়, নিজ নিজ মহকুমায় গিয়ে ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দিতে হবে। এই ঘোষণা ঘিরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন ভোটকর্মীরা। তাঁরা অভিযোগ করেন, আগে থেকে এই তথ্য জানানো হয়নি এবং অযথা তাঁদের হয়রানি করা হয়েছে। এরপরই একাংশ ভোটকর্মী বহরমপুরে মুর্শিদাবাদ জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখান। ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছন বিজেপি প্রার্থী সুব্রত মৈত্র। তিনি প্রশ্ন তোলেন, ভোটকর্মীরাই যদি ভোট দিতে না পারেন, তাহলে নির্বাচনী ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা কোথায় থাকে। তাঁর কথায়, এতে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। উল্লেখ্য, এর আগেও মুর্শিদাবাদের লালবাগে একই ইস্যুতে বিক্ষোভ হয়েছিল। পাশাপাশি আমতা এলাকাতেও পোস্টাল ব্যালট না পৌঁছনোর অভিযোগে ভোটকর্মীরা ভোট দিতে পারেননি এবং প্রতিবাদে পথ অবরোধ করেন। এই ধারাবাহিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে নির্বাচনী ব্যবস্থাপনা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে।

১৬
২১ এপ্রিল
২০২৬

নদীয়া বীরভূম

নয়া জামানা

মিঠুনের হাই ভোল্টেজ প্রচারের পরই রামপুরহাটে শাসক দলে ধাক্কা, বিজেপিতে যোগ দিল ১৫০ জন

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে বীরভূমের রামপুরহাটে রাজনৈতিক সমীকরণে বড়সড় বদল, আর সেই বদলের কেন্দ্রে রয়েছে হস্তিকান্দা গ্রাম। তৃণমূল কংগ্রেসে ধস নামিয়ে প্রায় ১৫০ জন কর্মী-সমর্থক একযোগে বিজেপিতে যোগদান করলেন বিজেপি প্রার্থী ধ্রুব সাহার হাত ধরে। সোমবার গ্রামে তার জোরদার প্রচারে পৌঁছতেই কার্যত জনস্রোতের সৃষ্টি হয়, আর সেই আবহেই বহু মানুষ প্রকাশ্যে দলবদলের ঘোষণা দেন। ধ্রুব সাহা নিজে তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে দলে স্বাগত জানান, আর দলত্যাগীদের সাফ কথা বছরের পর বছর এলাকায় উন্নয়নের ছোঁয়া মেলেনি, সেই ক্ষোভ থেকেই তৃণমূল ছেড়ে পদ্ম শিবিরে নাম লেখানো।

উল্লেখযোগ্যভাবে, ঠিক ৪৮ ঘণ্টা আগেই রামপুরহাট শহরে ধ্রুব সাহার সমর্থনে হাই ভোল্টেজ রোড শো করে গিয়েছিলেন জনপ্রিয় অভিনেতা ও বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী এবং হুট খোলা গাড়িতে সেই প্রচার ঘিরে তৈরি হওয়া উন্মাদনার রেশ কাটতে না কাটতেই এই বড়সড় যোগদান রাজনৈতিক মহলে নতুন চর্চার জন্ম দিয়েছে। ভোটের আর মাত্র দুই দিন বাকি, তার আগেই এই শক্তি প্রদর্শন যে বিজেপির পক্ষে বড়সড় অক্সিজেন হিসেবে কাজ করবে, তা নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে।

অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে এই ভাঙন কিছুটা হলেও অস্বস্তি বাড়াবে বলেই মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের। সব মিলিয়ে, ভোটের প্রাক্কালে রামপুরহাট এখন কার্যত হাই ভোল্টেজ লড়াইয়ের কেন্দ্রবিন্দু আর নজর এখন একটাই, এই দলবদলের ঝড় ব্যালট বাক্সে কতটা প্রভাব ফেলতে পারে।

মুরারইয়ের সভা থেকে মমতা-র তোপ, মোদীর ঝালমুড়ি সফরকে সাজানো 'স্টান্ট' বলে কটাক্ষ

নয়া জামানা ।। বীরভূম

নির্বাচনের মুখে বীরভূমের মুরারই খান ক্রিকেট গ্রাউন্ডে জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রীকে তীব্র আক্রমণ করলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী। সম্প্রতি ঝালমুড়ির দোকানে মোদীর আকস্মিক থামার ঘটনাকে পুরোপুরি সাজানো বলে কটাক্ষ করেন তিনি।

মমতার দাবি প্রধানমন্ত্রীর সফর পূর্বপরিকল্পিত ছিল এবং নিরাপত্তারক্ষী সংস্থার তরফে আগেই সব ব্যবস্থা করা হয়েছিল, যা স্বতঃস্ফূর্ত যোগাযোগ নয় বরং প্রচারের কৌশল।

জনসভা থেকে দলের প্রার্থীদের সমর্থনে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, তৃণমূলের কর্মীরাই দলের আসল শক্তি এবং সকলকে জয়ী করতে হবে। একইসঙ্গে বিজেপির বিরুদ্ধে বিভাজনের রাজনীতি ও অর্থের প্রভাব খাটানোর অভিযোগ তোলেন তিনি। রাজ্যের উন্নয়ন প্রসঙ্গে তৃণমূল নেত্রী জানান, একাধিক সামাজিক প্রকল্পের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ উপকৃত হচ্ছেন এবং ভবিষ্যতেও এই ধারা বজায় থাকবে পাশাপাশি দ্বারকা নদীর উপর সেতু নির্মাণের পরিকল্পনার কথাও ঘোষণা করেন তিনি। ভোটের আগে বিরোধীদের ভয় দেখানো ও প্রশাসনের উপর চাপ সৃষ্টির অভিযোগ তুলে ইভিএম নিয়ে সতর্ক থাকার বার্তাও দেন মুখ্যমন্ত্রী এবং নারী ভোটারদের উদ্দেশে বলেন, এই লড়াইয়ে তাঁদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে, এই সভামঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বীরভূমের সাংসদ। তিনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে কংগ্রেসের সমর্থকদের উদ্দেশ্যে কড়া বার্তা দিয়ে বলেন, যারা কংগ্রেসের হয়ে ভোট করবেন, তাদের ভূমিকার হিসাব নেওয়া হবে এমনই সতর্কবার্তা শোনা যায় তাঁর বক্তব্যে। সবশেষে স্পষ্ট বার্তা দেন, আসন্ন নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসই ফের ক্ষমতায় ফিরবে এবং বাংলায় বিজেপির কোনও স্থান হবে না।

ভাতার ভরসায় জীবনযুদ্ধ! শান্তিপুরের ৭০-ঊর্ধ্ব হকার দেবুবাবুর অদম্য জেদ

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ বর্তমানে খাওয়া খরচ থেকে শুরু করে ওষুধপত্র, সবকিছুর দামই আকাশ ছোঁয়া। দিশেহারা সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারগুলি। বিশেষ করে দিন আনা দিন খাওয়া মানুষজন, যাদের একদিন কাজ বন্ধ মানে উনুনে চড়বে না হাড়ি। এই অবস্থাতে অনেক অসহায় ও সম্বলহীন পরিবারের একমাত্র ভরসা কয়েকটি সরকারি ভাতা। যাদের মধ্যে অন্যতম হল বার্ধক্য ভাতা এবং লক্ষীর ভান্ডার। সমাজের নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে হকাররা অন্যতম। অনেকে পাড়ায় পাড়ায় আবার অনেকে বাসে- ট্রেনে হকারি করেন। সেরকমই ট্রেনে হকারি করেন ৭০ ঊর্ধ্ব শান্তিপুরের দেবব্রত চক্রবর্তী। প্রতিদিন তার জীবনযুদ্ধের সাক্ষী থাকেন শান্তিপুর-শিয়ালদা লোকাল ট্রেনের যাত্রীরা। আগে বই বিক্রি করলেও বর্তমানে তিনি ট্রেনে মুখরোচক ও ভাজাভুজি খাবার ফেরি করেন। বাড়িতে অসুস্থ স্ত্রী এবং নিজের শরীরের চিকিৎসার খরচ বইতে রীতিমতন হিমশিম খেতে হচ্ছে এই প্রবীণ হকারকে।

বর্তমানে রাজ্য সরকারের বৃদ্ধ ভাতার হাজার টাকা এবং লক্ষীর ভান্ডারে দেড় হাজার টাকা তার জীবন যুদ্ধকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অন্যতম হাতিয়ার ও ভরসা। আনুমানিক ৩০ বছর ধরে দেবব্রত বাবু ট্রেনে হকারি করছেন। আগে দু বেলায় হকারি করতেন। কিন্তু বার্ধক্য জনিত কারণে এবং ট্রেনে দুর্ঘটনার শিকার হওয়ার পর এখন এক বেলাই হকারি করেন। প্রসঙ্গত, একবার হকারি করতে গিয়ে হবিবপুরে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিলেন তিনি। তাই এখন শুধু শান্তিপুর শিয়ালদাগামী ট্রেনেই হকারী করেন। দেবব্রত বাবুর কথায়, মানুষ এখন ডিজিটাল হয়ে গেছে। বই কেনার লোক নেই, সবাই এখন ফোনেই ব্যস্ত। তাই পেটের দায়ে ভাজাভুজি ও পাপড় বিক্রি করি।বয়সের ভারে নুইয়ে পড়লেও, শান্তিপুর লাইনে অনেক যাত্রীর কাছেই দেবুবাবুর এই জীবন সংগ্রামে হার না মানার লড়াই এক অনুপ্রেরণার গল্প।

নির্বাচনকালেই বদলির নির্দেশ, চাপে বিশ্বভারতীর ভোটকর্মীরা

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ ইমেল মারফত কমিশনে অভিযোগ, বিশ্বভারতীর স্থানান্তর নীতিতে বিতর্ক তুঙ্গে। ভোটের দায়িত্ব বনাম বদলি-দিশাহীন বিশ্বভারতীর কর্মীরা। আদর্শ আচরণবিধি জারি থাকা সত্ত্বেও বিশ্বভারতীতে একের পর এক কর্মী ও উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের স্থানান্তর ঘিরেই বিতর্ক। অভিযোগ, গত ১৫ মার্চ থেকে আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর হওয়ার পরও বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ধারাবাহিকভাবে বদলির নির্দেশ জারি রেখেছে। ইতিমধ্যেই প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের কাছে ইমেল মারফত অভিযোগ জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মী ও আধিকারিকদের একাংশ। পাশাপাশি জেলা শাসক তথা জেলা নির্বাচন আধিকারিক এবং বোলপুর মহকুমা নির্বাচন আধিকারিকের কাছেও অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাল্টি টাস্কিং স্টাফ তাঁদের অভিযোগপত্রে উল্লেখ করেছেন, কর্তৃপক্ষ কর্মী ও আধিকারিকদের বদলির মাধ্যমে আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘন করছে। নির্বাচনী দায়িত্বে নিযুক্ত কর্মীদের ক্ষেত্রে এই ধরনের সিদ্ধান্ত শুধু প্রশাসনিক শুদ্ধতার পরিপন্থী নয়। বরং নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক গতিকেও ব্যাহত করতে পারে। ফলে এই পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের মধ্যে অযথা চাপ ও অনিশ্চয়তা তৈরি হচ্ছে। জানা যায়,জেলায় প্রায় ১১টি বিধানসভা কেন্দ্রেই বিশ্বভারতীর বহু কর্মী ও অধ্যাপক ভোটকর্মী হিসেবে নিযুক্ত রয়েছেন। এরই মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১ এপ্রিল প্রথম পর্যায়ে ৩২ জন, ২ এপ্রিল আরও ২২ জন এবং পরবর্তীতে নির্বাচনী কাজে যুক্ত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ আধিকারিকের বদলির নির্দেশ জারি করেছে। এই ধারাবাহিক সিদ্ধান্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে তীব্র অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কর্মীদের অভিযোগ, নির্বাচনের মুখে কোনওভাবেই কর্মী বা আধিকারিকদের বদলি, পদোন্নতি বা স্থানান্তর আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘন। এতে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে কর্মী উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা। একদিকে নির্বাচনী দায়িত্ব, অন্যদিকে বদলির নির্দেশ-কোনটি পালন,তা নিয়ে দিশাহীনতা তৈরি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সংগঠনের সভাপতি কৌশিক ভট্টাচার্য বলেন, ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি দেখেছি এবং বিভিন্ন সূত্রে জেনেছি যে একের পর এক স্থানান্তরের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। আদর্শ আচরণবিধি চলাকালীন এই ধরনের পদক্ষেপ কাম্য নয়।এ বিষয়ে জেলা প্রশাসনের এক কর্তা জানান, মাল্টি টাস্কিং স্টাফদের অভিযোগপত্র ইতিমধ্যেই জমা পড়েছে এবং বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। যদিও এবিষয়ে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

লাভপুরে তৃণমূলের মহা মিছিল, প্রচার পর্বের ইতি

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বিধানসভা নির্বাচনের আর মাত্র দু'দিন বাকি থাকতে লাভপুরে শক্তি প্রদর্শনে নামল তৃণমূল কংগ্রেস। সোমবার বিকেলে লাভপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত হয় এক মহা মিছিল, যার মধ্য দিয়েই কার্যত শেষ হলো দলের নির্বাচনী প্রচার।মিছিলটি শুরু হয় লাভপুরের ফুল্লরা তলা মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে। সেখান থেকে লাভপুর বাজার পরিক্রমা করে গরুরহাট হয়ে শেষ হয় লাভপুর বাসস্ট্যান্ডে।মিছিলে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল প্রার্থী অভিজিৎ সিংহ, ব্লক সভাপতি তরুণ চক্রবর্তী,

জেলা পরিষদের সদস্যসহ বিভিন্ন অঞ্চলের নেতৃবৃন্দ ও বিপুল সংখ্যক কর্মী-সমর্থক।দলীয় সূত্রে জানা গেছে, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে বন্ধ হয়ে যাবে নির্বাচনী প্রচার। তার আগেই শেষ মুহূর্তে নিজেদের শক্তি প্রদর্শনের লক্ষ্যেই এই মিছিলের আয়োজন করা হয়। মিছিল ঘিরে কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।মিছিল শেষে তৃণমূল প্রার্থী অভিজিৎ সিংহ বিরোধীদের কটাক্ষ করে বলেন, লাভপুরে বসে থেকে নানা ধরনের চক্রান্ত করা হচ্ছে, তবে তাতে কোনও লাভ হবে না। সাধারণ মানুষের মন থেকে বিজেপির নাম মুছে গেছে। আগামী নির্বাচনে বীরভূমের ১১টি আসনেই তৃণমূল কংগ্রেস জয়ী হবে এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত আরও শক্ত হবে।

মুরারইয়ের সভা থেকে সেতুর ঘোষণা, স্বস্তিতে মহঃবাজারের সেকেন্ডা,পুরাতন গ্রাম

তারিক আনোয়ার, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বীরভূম জেলার মুরারইয়ের জনসভা থেকে আবারও উন্নয়নের বার্তা তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত সেকেন্ডা থেকে পুরাতন গ্রাম সংযোগকারী দ্বারকা নদীর উপর স্থায়ী সেতু নির্মাণের ঘোষণা করে কার্যত এলাকাবাসীর বহু বছরের দাবিকে মর্যাদা দিল রাজ্য সরকার। প্রায় ৫৬ কোটিরও বেশি ব্যয়ে এই সেতু নির্মাণ হবে বলে জানান তিনি।বর্তমানে একটি অস্থায়ী সেতুর উপর নির্ভর করে প্রতিদিন ২০ থেকে ২৫ হাজার মানুষ যাতায়াত করেন। বর্ষা এলেই সেই সেতু ভেঙে পড়ে, ফলে সেকেন্ডা এলাকার বাসিন্দাদের ডেউচা ঘুরে সিউড়ি যেতে হয়।অন্যদিকে পুরাতন গ্রামের মানুষদের ডেউচা-পাঁচামী পাথর শিল্পাঞ্চলে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে পৌঁছাতে বাড়তি পথ অতিক্রম করতে হয়, যা দীর্ঘদিন ধরেই উন্নয়নের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পুরাতন গ্রাম অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের মল্লারপুর টুরকু হাঁসদা লপসা হেমরম কলেজ যেতে অসুবিধা হচ্ছিল এই ব্রিজের জন্য।এই ব্রিজের জন্য ২৯১ রামপুরহাট বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী আশিষ ব্যানার্জির কাছে প্রায় সময় এলাকার মানুষরা দাবি তুলেছিলেন। বিভিন্ন সময় এলাকাবাসীর তরফে এই সেতুর দাবি জানানো হয় এবং একাধিক গণসংগঠনকেও এই দাবিতে জেলাশাসকের দফতর ঘেরাও করতে দেখা যায়। কিন্তু এতদিনেও সমস্যার স্থায়ী সমাধান মেলেনি।এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা শুধুমাত্র একটি সেতু নির্মাণের প্রতিশ্রুতি নয়, বরং গোটা এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের নতুন দিগন্ত খুলে দেবে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। নির্বাচনের কারণে কাজ কিছুটা বিলম্বিত হলেও ভোট পর্ব শেষ হলেই দ্রুত কাজ শুরু হবে বলে আশ্বাস দেন তিনি।

তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে রাজ্যজুড়ে একের পর এক জনমুখী প্রকল্প যেমন যুবশ্রী, স্বাস্থ্য সাথী, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, সবুজ সাথী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার;এই সমস্ত উদ্যোগ সাধারণ মানুষের জীবনে সরাসরি প্রভাব ফেলেছে। স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পে বিনামূল্যে চিকিৎসা, যুবশ্রীতে বেকার যুবকদের সহায়তা, কন্যাশ্রীতে মেয়েদের শিক্ষার প্রসার; এই সমস্ত প্রকল্প আজ গ্রামবাংলার প্রতিটি ঘরে পৌঁছে গিয়েছে।এলাকার বাসিন্দাদের একাংশের মতে, এই সেতু নির্মাণ হলে শুধু যাতায়াত সহজ হবে না, বরং ডেউচা-পাঁচামী শিল্পাঞ্চলের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ তৈরি হওয়ায় কর্মসংস্থানের সুযোগও বাড়বে। ফলে সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি আরও বাড়বে বলে মনে করছেন তারা।রাজনৈতিক মহলের মতে, নির্বাচনের প্রাক্কালে এই ধরনের বড় উন্নয়নমূলক ঘোষণা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে বড় শক্তি হয়ে উঠতে পারে এবং গ্রামবাংলায় দলের জনভিত্তিকে আরও মজবুত করবে।

বীরভূম জেলার মুরারইয়ের জনসভা থেকে আবারও উন্নয়নের বার্তা তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত সেকেন্ডা থেকে পুরাতন গ্রাম সংযোগকারী দ্বারকা নদীর উপর স্থায়ী সেতু নির্মাণের ঘোষণা করে কার্যত এলাকাবাসীর বহু বছরের দাবিকে মর্যাদা দিল রাজ্য সরকার।

সরকারি কর্মচারীদের পোস্টাল ব্যালট ভোটে বিশৃঙ্খলা, বোলপুরে দীর্ঘ লাইনে ক্ষোভ

কার্তিক ভান্ডারী, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ রাজ্যে ভোট প্রক্রিয়া শুরু হতেই বীরভূম জেলায় সরকারি কর্মচারীদের পোস্টাল ব্যালটে ভোটগ্রহণ ঘিরে সামনে এল বিশৃঙ্খলার ছবি। সোমবার সকাল থেকেই জেলার বিভিন্ন প্রশাসনিক ভবনে ভোট দিতে ভিড় জমাতে শুরু করেন সরকারি কর্মচারীরা। বিশেষ করে বোলপুর মহকুমা শাসকের দপ্তরে দেখা যায় দীর্ঘ লাইন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয় বহু কর্মচারীকে।

এই দীর্ঘ লাইনের মধ্যেই উঠে আসে একাধিক অভিযোগ। বহু সরকারি কর্মচারীর দাবি, নির্বাচন কমিশনের গাফিলতির কারণে পোস্টাল ব্যালটের তালিকায় তাঁদের নাম সঠিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ফলে প্রথমে ভোট দিতে না পেরে প্রশাসনের দ্বারস্থ হতে হচ্ছে তাঁদের। পরে নাম সংশোধনের মাধ্যমে ভোটদানের সুযোগ মিললেও, সেই প্রক্রিয়ায় দেরি হওয়ায় চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন তাঁরা। কর্মচারীদের একাংশের মতে, আগেভাগে তালিকা সঠিকভাবে প্রস্তুত থাকলে এই পরিস্থিতি এড়ানো সম্ভব ছিল। অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, আগে থেকেই ফর্ম সঠিকভাবে পূরণ করেও এসে দেখছেন তালিকায় নাম নেই, ফলে নতুন করে ফর্ম পূরণ করতে হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে নির্বাচনী এজেন্ট অভিজিৎ নন্দন বলেন, ভোট প্রক্রিয়া মোটামুটি ঠিকঠাক চললেও নির্বাচন কমিশনের কাজের ক্ষেত্রে বেশ কিছু ভুলভ্রান্তি রয়েছে। তার ফলে পোলিং পার্সোনালদের গত দুই-তিন দিন ধরে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। বহু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে নামের পাশে 'নট ভেরিফাই' লেখা থাকছে। আমরা এই বিষয়ে অভিযোগ জানিয়েছিলাম, তার পরেই সোমবার থেকে একটি হেল্পডেস্ক চালু করা হয়েছে, যেখানে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা চলছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে,

এদিন বোলপুর মহকুমা কার্যালয়ে প্রায় ১১০০টি এবং অন্য একটি বুথে প্রায় ২৫৮টি পোস্টাল ব্যালট ভোট গ্রহণ হয়েছে। আগামী বুধবার পর্যন্ত এই ভোট প্রক্রিয়া চলবে বলেও জানানো হয়েছে। যদিও প্রশাসনের তরফে সমস্যার সমাধানে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

নানুরে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এর রোড শো

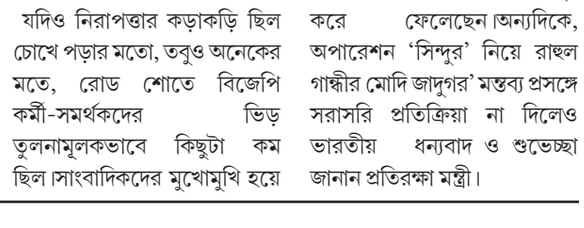

রূম্পা দাস, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ সোমবার সকাল প্রায় ১১টা ২০ মিনিট নাগাদ নানুর পঞ্চায়েত সমিতির খেলার মাঠে অস্থায়ী হেলিপ্যাডে অবতরণ করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের হেলিকপ্টার। সেখানে তাঁকে স্বাগত জানান বিজেপির জেলা নেতৃত্ব। এরপর পূর্বনির্ধারিত চার চাকার কনভয়ে তিনি নানুর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছন, সেখান থেকেই শুরু হয় তাঁর রোড শো।নানুর বাসস্ট্যান্ড থেকে শুরু হয়ে রোড শো শেষ হয় নানুর ব্লক অফিস সংলগ্ন এলাকায়।

রোড শো শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলাপ সেরে তিনি ফের হেলিপ্যাডের উদ্দেশ্যে রওনা দেন।সমগ্র রুটজুড়ে ছিল কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা। রাস্তার দু'পাশ দড়ি দিয়ে ঘিরে রাখা হয় এবং সাধারণ মানুষের চলাচলে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়।

যদিও নিরাপত্তার কড়াকড়ি ছিল চোখে পড়ার মতো, তবুও অনেকের মতে, রোড শোতে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের ভিড় তুলনামূলকভাবে কিছুটা কম ছিল।সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজনাথ সিং রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস-কে আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ইতিমধ্যেই তৃণমূলকে তিনবার সুযোগ দিয়েছেন এবং একটি রাজ্যের উন্নয়নের জন্য পাঁচ বছরই যথেষ্ট। তাঁর দাবি, দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পশ্চিমবঙ্গের অংশীদারিত্ব আগের ১০ শতাংশ থেকে বর্তমানে ৫ শতাংশে নেমে এসেছে এবং রাজ্যে ভয় ও আতঙ্কের পরিবেশ বিরাজ করছে।তিনি আরও বলেন, রাজ্যে বিজেপিকে শক্তিশালী করতে হবে এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মহিলাদের জন্য লোকসভা ও বিধানসভায় সংরক্ষণ দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আসন সংখ্যা নিয়ে নির্দিষ্ট কিছু না বললেও তাঁর দাবি, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে।মানুষের সমাগম দেখে, তিনি বলেন, এতে বোঝা যাচ্ছে ভোটাররা ইতিমধ্যেই বিজেপির পক্ষে মনস্থির করে ফেলেছেন।অন্যদিকে, অপারেশন 'সিন্দুর' নিয়ে রাহুল গান্ধীর মোদি জাদুগর' মন্তব্য প্রসঙ্গে সরাসরি প্রতিক্রিয়া না দিলেও ভারতীয় ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানান প্রতিরক্ষা মন্ত্রী।

বিজেপির মহিলা বুথ কর্মীকে শারীরিক হেনস্তার হুমকি, অভিযুক্ত তৃণমূল কাউন্সিলর

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বীরভূমের বোলপুরে বিজেপির এক মহিলা বুথ কর্মীকে শারীরিক হেনস্থা ও হুমকির অভিযোগ উঠল শাসকদলের কর্মীদের বিরুদ্ধে। জানা যায়, সেই বিজেপি বুথ কর্মীকে শারীরিক হেনস্থা, অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ এবং শ্লীলতাহানির হুমকি দেয় তৃণমূল কাউন্সিলর তাপস সরকার। অভিযুক্ত তাপস সরকারের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন সেই বিজেপি বুথকর্মী। ভুক্তভোগী বুথ কর্মীর অভিযোগ, তিনি যখন এলাকায় নির্বাচনী প্রচারের কাজে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছিলেন তখন তিনি তৃণমূল কর্মীদের বাধার সম্মুখীন হন। অভিযোগ, সেখানে তাকে শারীরিকভাবে হেনস্তা করার চেষ্টা করা হয়। বিষয়টি সেখানেই থেমে থাকে না, পরবর্তীতে নাকি সেই অভিযুক্ত তৃণমূল কাউন্সিলর বিজেপি বুথ কর্মীর বাড়িতে গিয়ে তাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন এবং ধর্ষণেরও হুমকি দেন। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে পাশাপাশি লোকমুখে চলছে নিন্দার ঝড়।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 21-04-2026 04:22 Page 17

আহত চালক ৭ম ব্যাটেলিয়ানের জওয়ান , দাবি বিজেপি প্রার্থীর

নয়া জামানা ।। পশ্চিম বর্ধমান

আসানসোলের রেলপাড় এলাকায় রবিবার রাতে ঘটে যাওয়া ' পুলিশ ' গাড়ির ধাক্কা মারার ঘটনা ঘিরে একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে। যা নিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই রাজনৈতিক চাপানওতোর শুরু হয়েছে। বিজেপি শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এই ঘটনা নিয়ে মিথ্যে তথ্য সামনে এলে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার অভিযোগ এনেছে। এই ঘটনার পরে প্রাথমিক ভাবে এলাকার বাসিন্দারা দাবি করেছিলেন, পুলিশের গাড়িটি চালাচ্ছিলেন সিআইএসএফের জওয়ান।

কিন্তু, পরে জানা যায়, সিআইএসএফের কোন জওয়ান নয়, রাজ্য পুলিশের ৭ম ব্যাটালিয়নের চালক অমলেশ মণ্ডল ঐ গাড়িটি চালাচ্ছিলেন। অভিযোগ, তিনি নাকি মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন।প্রসঙ্গতঃ, রবিবার রাতে পুলিশ গাড়ি নিয়ে চালক অমলেশ মন্ডল আসানসোলের জুবিলি মোড় থেকে শীতলা হয়ে রেলপাড়ের ওকে রোড এলাকা আসে। বেপরোয়া গতিতে চালিয়ে সেই গাড়ি এলাকায় একটি কবরস্থানের দেওয়াল, একাধিক দোকান, অটো, টোটো ও পথচারী ধাক্কা মারে। এর ফলে এক শিশু সহ সাতজন আহত হন। ঘটনার পরে গোটা এলাকায় চরম আতঙ্ক ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। রাতেই ঘটনার পরে এলাকায় আসেন আসানসোল উত্তর বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী রাজ্যের বিদায়ী মন্ত্রী মলয় ঘটক। তিনি এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন। এদিকে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিজেপি তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছে।

আসানসোল উত্তর বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় বার্নপুর রোডে ডলি লজ সংলগ্ন দলের কার্যালয়ে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, তৃণমূল ইচ্ছাকৃতভাবে এই ঘটনায় চালকের পরিচয় কেন্দ্রীয় বাহিনী হিসেবে সিআইএসএফের জওয়ান হিসেবে ছড়িয়ে দিয়ে কেন্দ্র সরকার ও বিজেপিকে বদনাম করার চেষ্টা করেছে। আসল তথ্য হলো, পুলিশের ঐ গাড়িটি চালাচ্ছিলেন রাজ্য পুলিশের ৭ম ব্যাটেলিয়নের কর্মী।

তিনি আরো বলেন, তৃণমূল বুঝতে পেরেছে যে তারা হারের মুখে। তাই হিংসা ও বিভ্রান্তি ছড়িয়ে নির্বাচনী পরিবেশ নষ্ট করতে চাইছে। দুঃখজনক বিষয় হল , ঘটনার পর আহতদের সাহায্য করার বদলে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা সেখানে গিয়ে রাজনৈতিক দোষারোপে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। বিজেপি প্রার্থী এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন এবং তাদের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন।অন্যদিকে জানা গেছে, পুলিশ ও প্রশাসনিক স্তরে এই ঘটনায় তদন্ত চলছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিস্তারিত রিপোর্টের অপেক্ষা করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। নির্বাচনমুখী আবহে এই ঘটনা আবারও আইন-শৃঙ্খলা এবং রাজনৈতিক দোষারোপ নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

নারী শক্তিই গর্জে উঠবে, তৃণমূলকে কটাক্ষ হিমন্তর

নয়া জামানা, পশ্চিম বর্ধমান ঃ শেষ মুহূর্তের নির্বাচনী প্রচারে পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী জিতেন্দ্র তেওয়ারির সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারে এলেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা। সোমবার দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের গৌরবাজার এলাকায় একটি রোড শো এর মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচার সারেন তিনি। সঙ্গে ছিলেন বিজেপি প্রার্থী জিতেন্দ্র তেওয়ারি।

এদিনে প্রার্থী জিতেন্দ্র তেওয়ারি ও আসামের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্বশর্মার রোড শোয়ে প্রচুর বিজেপি কর্মী সমর্থক অংশ নেন। তিনি এলাকার মানুষের কাছে বিজেপি প্রার্থী জিতেন্দ্র তেওয়ারিকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানান। পাশাপাশি সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে

তিনি জানান, নারী শক্তি বিল প্রসঙ্গে আসামের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যেভাবে বিরোধীরা নারী শক্তি বীরের বিরোধিতা করে এই বিলটিকে পাস করাতে বাধার সৃষ্টি করেছে। যেভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একজন নারী হয়ে নারী শক্তি বিলের বিরোধিতা করেছে তাতে এই নারী শক্তিই তাদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠবে। এর পাশাপাশি দুষ্কৃতীদের প্রসঙ্গে তিনি বলেন অবিলম্বে তৃণমূলের গুন্ডারা ভোটের আগে সারেন্ডার করুন।

সিনেমা স্টাইলে ভোট প্রচার ঐন্দ্রিলা সেনের

রাকেশ লাহা, নয়া জামানা, পশ্চিম বর্ধমান ঃ রাজনৈতিক ময়দানে নেতাদের কাছে জনগণের ভোট যেমন একটা বড় বিষয়, ঠিক তেমনি চলচ্চিত্র জগতে জনগণের সিনেমা দেখাটাও একটি বড় ভোট অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কাছে। তাইতো এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে ঐন্দ্রিলা সেন জামুরিয়ায় ভোট প্রচারে এসে রাজনৈতিক মন্তব্যের বদলে অধিক গুরুত্ব দিলেন নিজেদের সিনেমার প্রচারকে। উল্লেখ্য যে চলতি সপ্তাহের বৃহস্পতিবার প্রথম দফার ভোটে বঙ্গবাসী ইভিএম এর বোতাম টিপে নির্বাচিত করবে তাদের বিধায়ককে। ঠিক তার আগেই প্রতিটি রাজনৈতিক দল তাদের শেষ মুহূর্তের প্রচারে জোর দিচ্ছেন। তারই মাঝে এদিন সোমবার জামুরিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল মনোনীত প্রার্থী হরেরাম সিং এর সমর্থনে আয়োজিত বিশাল জনসভায় যোগদান করলেন বাংলা চলচ্চিত্র জগৎ-এর স্বনামধন্য অভিনেত্রী ঐন্দ্রিলা সেন। এদিন বিকেল আনুমানিক পাঁচটা নাগাদ জামুরিয়ার কেন্দা পুলিশ ফাঁড়ি মাঠে আয়োজিত জনসভায় যোগদান করেন তিনি। মঞ্চে পৌঁছাতেই দলের পক্ষ থেকে উত্তরীয় পুষ্পস্তবক এবং বিশাল আকারের মালা পরিয়ে অভিনেত্রীকে বরণ করে নেওয়া হয়। ঠিক তারপরই মঞ্চে বক্তব্য রাখেন জামুরিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল মনোনীত প্রার্থী তথা বিদায়ী বিধায়ক হরেরাম সিং। এদিন হরে রাম সিং তার বক্তব্যে বিজেপিকে নিশানা করে একের পর এক কড়া মন্তব্য করেন। তবে যাকে দেখার জন্য এবং যার কাছে কিছু শোনার আশায় এদিন জনসভায় বহু সংখ্যক মানুষ জমায়েত করেছিলেন সেই ঐন্দ্রিলা সেন মঞ্চে উঠে তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে প্রচারের বদলে নিজের সিনেমার প্রচারকেই অধিক গুরুত্ব দিলেন। এদিন ঐন্দ্রিলা সেন তার বক্তব্যে জানাই , আপনারা হরেনাম সিং কে ভোট দিয়ে জয়ী করবেন ঠিকই তার পাশাপাশি আমাদের নিত্য নতুন যে সিনেমাগুলি আসছে সেগুলি দেখবেন কারণ সেগুলিই আমাদের কাছে সবকিছু । পাশাপাশি এদিন তৃণমূল প্রার্থী হরেরাম সিং কেও তার সিনেমা দেখার আবেদন জানান। আবেদন মঞ্জুরও করেন হরেরাম সিং, তিনি বলেন নিশ্চয়ই দেখব। তবে এক প্রকার বলাই চলে এদিনের রাজনৈতিক জনসভায় দলীয় আলোচনার বদলে উপস্থিত অভিনেত্রীর মুখ থেকে উঠে আসা চলচ্চিত্রের কথা শুনে আগামী নির্বাচনে ভোট বাক্সে তার কতটা প্রভাব পড়বে সেটা এখন সময়ের অপেক্ষা।

বর্ধমানে অবাধ ভোটের প্রতি আস্থা বাড়াতে গ্রাম গুলোতে পরিদর্শন জেলাশাসকের

নয়া জামানা ,বর্ধমানঃ পূর্ব বর্ধমানের প্রতি এলাকায় অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের বার্তা দিয়ে বিভিন্ন এলাকায় পরিদর্শনে নেমেছেন পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক শ্বেতা আগরওয়াল। প্রায় প্রতিটি দিনই তিনি জেলার অনান্য আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে ভোটারদের ভয়ভীতি কাটানোর কাজ করে চলেছেন। সোমবার ওই কর্মসূচিতে জেলা নির্বাচন আধিকারিক এবং জেলা শাসক পূর্ব বর্ধমান শ্বেতা আগরওয়াল আউসগ্রাম -২ ব্লকের আউসগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেছেন। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পর্কে আস্থা তৈরি করতে ও এসআইআর বিচার প্রক্রিয়ায় বাদ পড়া নাম নিয়ে ছড়ানো গুজব নিরসনের জন্য শ্যামসুন্দরপুর গ্রামের মানুষজনের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন। তিনি গ্রামবাসীদের নির্ভয়ে আপিল প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার জন্য এবং গ্রামের যে সকল ভোটার, তালিকায় রয়েছেন, তাঁরা যেন নির্ভয়ে ভোট দিতে পারেন তা নিশ্চিত করার জন্য আবেদন জানান। এছাড়াও পূর্ব বর্ধমানের ডিইও এবং ডিএম ভাতাড়ের ভুমসোর গ্রামে গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলেন। নির্বাচন নিয়ে আস্থা তৈরি করে ও এসআইআর বিচার প্রক্রিয়ায় বাদ পড়া নামগুলিকে ঘিরে ছড়ানো গুজব নিরসন করেছেন। অন্যদিকে জেলা নির্বাচন আধিকারিক শ্বেতা আগরওয়াল এবং পুলিশ সুপার সায়ক দাস ২৬০-বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত লোকো গোলঘর, রথতলা, লাকুর্ডি, রাজগঞ্জ, তেজগঞ্জ, পুলিশ লাইন, তিনকোনিয়া বাস স্ট্যান্ড এলাকা পরিদর্শন করেছেন এবং ভোটারদের আস্থা অর্জনের জন্য তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন।

বিপাকে সুরা প্রেমীরা ! ভোটের আগেই মদের দোকান বন্ধের নির্দেশ কমিশনের

নয়া জামানা, পশ্চিম বর্ধমান ঃ ভোটের চারদিন আগেই মদের দোকান বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে আবগারি দপ্তর। আগামী ২৩ এপ্রিল বৃহস্পতিবার রাজ্যে প্রথম দফা নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মতো এক বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে আবগারি দপ্তর। রবিবার রাতেই এই নির্দেশ জারি হওয়ায় সোমবার সকাল থেকেই পশ্চিম বর্ধমান জেলার সমস্ত মদের দোকান বন্ধ রাখতে হয়েছে। ফলে রীতিমতো বিপাকে পড়ে গেছে সুরাপ্রেমীরা। জানা গেছে, এতোদিন পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন ও রাজ্য আবগারি দপ্তর নির্দেশ থাকতো ভোটের ৪৮ ঘণ্টা আগে সমস্ত মদের দোকান বন্ধ রাখতে হবে। কিন্তু, রবিবার রাতেই সেই নির্দেশের পরিবর্তে ভোটের ৯৬ ঘণ্টা অর্থাৎ ৪ দিন আগে থেকে মদের দোকান বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সোমবার সকাল থেকে অনেকেই মদের দোকান বন্ধ দেখে হতাশ হয়ে পড়েন। তাদের মধ্যে অনেকেরই প্রশ্ন, ভোট তো এখনো তিনদিন বাকি, তাহলে এখন থেকেই কেন বন্ধ মদের দোকান? দোকান মালিকেরা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, আবগারি দপ্তরের নির্দেশ মেনেই এই সিদ্ধান্ত। একটি সূত্রে জানা গেছে, ভোটের কদিন আগে থেকেই হঠাৎ করেই লক্ষ্য করা গেছে মদের অস্বাভাবিক চাহিদা তৈরি হয়েছে। যা অন্য সময়ের সঙ্গে নাকি মানানসই নয়। সেকারনেই ভোটের দিন বা তার আগে কোথাও যাতে কোনোরকম অশান্তি না হয়, সেদিকে লক্ষ রেখেই আবগারি দপ্তর ৪৮ ঘন্টার বদলে ৯৬ ঘন্টা আগেই মদের দোকান বন্ধ রাখার নির্দেশ জারি করেছে। একইসঙ্গে মদের সরকারি ডিপোগুলিও সোমবার থেকেই বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।প্রসঙ্গত, আগামী ২৩ এপ্রিল রাজ্যে যে ১৬টি জেলায় ১৫২ টি কেন্দ্রে প্রথম দফায় ভোট গ্রহন হচ্ছে, তার মধ্যে রয়েছে পশ্চিম বর্ধমান জেলার ৯টি আসন। প্রশাসনের একটি সূত্রে জানা যায়, ভোটের আগে মদের মাধ্যমে ভোটারদের প্রলোভন দেখানো বা প্রভাবিত করার আশঙ্কা থাকে। যা আটকাতেই ড্রাই ডে-র মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। এছাড়াও ভোটের আগে যাতে অতিরিক্ত মদ মজুত না করা যায়, সে জন্য ডিপো থেকেও মদ সরবরাহ বন্ধ রাখা হয়েছে। এদিকে, সরকারী এই নির্দেশ সুরাপ্রেমীদের কাছে বিনামেঘে বজ্রপাতের মতোই। যারা নিয়মিত পান করেন তারা ঠিক করে রেখেছিলেন ২০ এপ্রিল সোমবার রাতের মধ্যে প্রয়োজন মত মদ কিনে রেখে দেবেন। কিন্তু হঠাৎ করে দোকান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছেন তারা।আবগারি দপ্তর সূত্রে আরো জানা গেছে, সবকিছু ঠিক থাকলে, ভোটের পরের দিন অর্থাৎ ২৪ এপ্রিল শুক্রবার সকাল থেকে মদের দোকান খোলার নির্দেশ দিতে পারে আবগারি দপ্তর। এও জানা গেছে, গণনার জন্য ভোটের মতো একই নির্দেশ দিতে পারে নির্বাচন কমিশন।

জলসংকট ও প্রশাসনিক বাধার অভিযোগ তুলে রায়নায় ভোট প্রচারে বিজেপি

নয়া জামানা, বর্ধমানঃ জনগণের নানা সমস্যার কথা সামনে এনে পূর্ব বর্ধমানের রায়না বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচনী প্রচারে জোর দিলেন বিজেপি প্রার্থী সুভাষ পাত্র। সোমবার নাড়ুগ্রাম অঞ্চলের একাধিক গ্রামে ঢাক বাজিয়ে ও কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে প্রচার সারেন তিনি।

প্রচারের সময় সুভাষ পাত্র অভিযোগ করেন, রায়না-১ ব্লকে প্রচারের অনুমতি নিতে গিয়ে প্রশাসনের তরফে বিভিন্নভাবে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।

তবে এসব বাধা তাঁর জয়ের পথে প্রভাব ফেলবে না বলেই দাবি করেন তিনি। এদিন তীব্র গরমের মধ্যে এলাকায় পানীয় জলের সংকটের বিষয়টিও তুলে ধরেন বিজেপি প্রার্থী। তাঁর অভিযোগ, বহু মানুষ পর্যাপ্ত পানীয় জল পাচ্ছেন না। অথচ সমস্যার সমাধানে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে

সাধারণ মানুষ পরিবর্তন চাইছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। সুভাষ পাত্রের কথায়, রায়নার মানুষ তাঁকে দু'হাত ভরে আশীর্বাদ করবেন এবং আসন্ন নির্বাচনে বিজেপির পক্ষেই রায় দেবে।

‘১৫ বছরে নতুন শিল্প নেই’- তৃণমূলের বিরুদ্ধে সরব বাম প্রার্থী

নয়া জামানা , পশ্চিম বর্ধমান ঃ আসানসোল উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআই প্রার্থী অখিলেশ কুমার সিং সোমবার সকালে আসানসোলে জিটি রোডের বিএনআর মোড় সংলগ্ন দলীয় কার্যালয়ে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেন। ২৩ এপ্রিলের নির্বাচনের আগে তিনি আসানসোল উত্তর বিধানসভার মানুষের উদ্দেশ্যে তাঁর মতামত তুলে ধরেন। তিনি বলেন, যখন বামেরা বাংলা শাসন করতো, তখন শিল্পায়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার বা আইন-শৃঙ্খলা, সব ক্ষেত্রেই ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছিল। প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরিস্থিতি ভালো ছিল। তবে, গত ১৫ বছরে বাংলায় সব পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য অবনতি হয়েছে। তিনি আরো বলেন , গত ১৫ বছরে পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি এই পশ্চিম বর্ধমান জেলায় কোন নতুন শিল্প হয়নি। বাম শাসনকালে পানগড়ে যে নতুন শিল্প হয়েছিল, তার পর তৃণমূল সরকারের আমলে আর কোনো নতুন কারখানা খোলেনি।

তৃণমূল নেতাদের মনোভাব শিল্পপতিদের এখানে বিনিয়োগ করতে নিরুৎসাহিত করেছে। সিপিআইয়ের প্রার্থী বলেন, আমাদের মনে আছে, তৃণমূলের আন্দোলনের কারণে কিভাবে সিঙ্গুরে একটি উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ নষ্ট হয়েছিল। যে কারণে পশ্চিমবঙ্গ শিল্পায়নে পিছিয়ে পড়েছে। তিনি বিজেপির উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করে বলেন , যেখানেই বামেরা ক্ষমতায় নেই, সেখানেই শ্রমিকদের ওপর অত্যাচার করা হয়। কঠোর পরিশ্রমের জন্য যথাযথ মজুরি না পাওয়ায় আজ নয়ডার শ্রমিকরা রাস্তায় নামতে বাধ্য হচ্ছেন। তাঁদের আট ঘণ্টারও বেশি কাজ করতে হচ্ছে। অথচ ন্যুনতম পারিশ্রমিকটুকুও দেওয়া হচ্ছে না। তিনি বলেন, যেখানে বামেরা ক্ষমতায় নেই, সেখানেই শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ উপেক্ষা করা হয়। এর পাশাপাশি, তিনি বেকারত্বের ইস্যুতে রাজ্য সরকারকেও কাঠগড়ায় দাঁড় করান। তিনি বলেন , আজ পশ্চিমবঙ্গে কোনো কর্মসংস্থান নেই।

দুর্ঘটনার কবলে পুলিশবাহী বাস, আহত শিশু-সহ ৭

সীতারাম মুখার্জি, নয়া জামানা, পশ্চিম বর্ধমান ঃ ভয়াবহ দুর্ঘটনা আসানসোল উত্তর থানার রেলপারে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুলিশের বাস গিয়ে ঢুকল গলিতে। অভিযোগ, পর পর অটো, দোকানে ধাক্কার পাশাপাশি সাত বছরের এক নাবালিকা-সহ চার জনকে ধাক্কা মারে বাসটি।

রবিবার রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ এই ঘটনা ঘটে। এই ঘটনা ঘিরে তুমুল উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। বাসটিতে ভাঙচুরের পাশাপাশি চালককে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে আসানসোল উত্তর থানার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। অভিযোগ, মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন চালক। আসানসোল কমিশনারেটের ডিসি (সেন্ট্রাল) ধ্রুব দাস বলেন, 'কী ভাবে দুর্ঘটনা হয়েছে তদন্ত করা হচ্ছে। এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।' আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় আসানসোল জেলা হাসপাতালে। সাত বছরের মেয়েটির অবস্থা আশঙ্কাজনক। অন্যদিকে মারধরের জেরে বাসের চালক গুরুতর আহত হন। চিকিৎসার জন্য তাঁকে দুর্গাপুরে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অভিযোগ, দ্রুত গতিতে বাসটি আসছিল। তাতেই নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেনি। একটি গলিতে ঢুকে পড়ে। এ দিকে রবিবার ওই এলাকায় একটি বিয়ের অনুষ্ঠান চলছিল। বরের গাড়ি-সহ একাধিক গাড়ি ছিল সেখানে। বাসটি পর পর ধাক্কা মারতে থাকে। মানুষ থেকে গাড়ি, দোকান, রক্ষা পায়নি কোনও কিছুই। সাত বছরের মেয়ে-সহ চার জনকে ধাক্কা মেরে বাসটি একটি টোটো ও অটোতে ধাক্কা মারে।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 21-04-2026 04:22 Page 18

পিংলা-গড়বেতায় যোগীর বিস্ফোরক হুঙ্কার ঃ ‘খেলা শেষ, উন্নয়ন শুরু’ বার্তায় তৃণমূলকে নিশানা

ভরত বেরা ।। নয়া জামানা ।। পশ্চিম মেদিনীপুর

ভোটের আগে রাজ্যের রাজনৈতিক ময়দান যখন তপ্ত, তখন পিংলা ও গড়বেতায় পরপর জনসভা করে প্রচারে ঝড় তুললেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে তাঁর এই সভাগুলি ঘিরে ব্যাপক জনসমাগম দেখা যায় এবং কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। পিংলার বাড় গোকুলপুর মাঠে বিজেপি প্রার্থী স্বাগতা মান্না-র সমর্থনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে যোগী আদিত্যনাথ ‘জয় মা কালী’ ও ‘জয় দুর্গা’ ধ্বনি দিয়ে তাঁর ভাষণ শুরু করেন। এরপরই তিনি পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করে বলেন, গত ১৫ বছরে রাজ্যের পরিস্থিতি অবনতি হয়েছে এবং এই তপুণ্যভূমিদকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে দুর্নীতি, চুরি ও অবৈধ কার্যকলাপ বেড়েছে। তিনি পাল্টা হিসেবে উত্তরপ্রদেশের উদাহরণ তুলে ধরে দাবি করেন, সেখানে ডবল ইঞ্জিনদ সরকারের ফলে দ্রুত উন্নয়ন হয়েছে। রাস্তা, অবকাঠামো, বিমানবন্দর নির্মাণের পাশাপাশি কর্মসংস্থানও বেড়েছে বলে জানান তিনি। তাঁর কথায়, উন্নয়নের এই মডেলই বাংলায় প্রতিষ্ঠা করতে চায় বিজেপি। এরপর গড়বেতায় সভা করে বিজেপি প্রার্থী প্রদীপ লোধা-র সমর্থনে বক্তব্য রাখেন তিনি। বাংলার ঐতিহ্য ও স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরব তুলে ধরে স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এবং ক্ষুদিরাম বসু-র নাম উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, একসময় দেশকে পথ দেখানো বাংলা আজ অরাজকতার শিকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সরকারকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়েও বৈষম্য তৈরি হয়েছে। তজয় শ্রীরামদ উচ্চারণে বাধা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ তোলেন তিনি। সবশেষে তখেলা হবেদ স্লোগানের পাল্টা হিসেবে তিনি বলেন, তখেলা শেষ হবে, উন্নয়ন শুরু হবে।দ বাংলায় বিজেপি সরকার গঠনের জন্য এটিই গুরুত্বপূর্ণ সময় বলে উল্লেখ করে তিনি ভোটারদের কাছে সমর্থন চান। গড়বেতার মানুষকে উদ্দেশ্য করে তিনি আহ্বান জানান, নতুন বাংলা গড়তে বিজেপি প্রার্থী প্রদীপ লোধাকে জয়ী করে বিধানসভায় পাঠাতে হবে।

মেদিনীপুরে হিমন্তর জোরাল হুঙ্কার, শংকর গুছাইতের সমর্থনে বিজেপির সভায় চড়ল উত্তাপ

নয়া জামানা,পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ ভোট যত ঘনিয়ে আসছে, ততই রাজ্যের রাজনৈতিক ময়দান উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। এই আবহেই সোমবার মেদিনীপুর সদর ব্লকের এনায়েতপুরে বিজেপির প্রচারে গতি আনতে জনসভা করলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি মেদিনীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী শংকর গুছাইত-এর সমর্থনে ভোটারদের কাছে জোরালো আবেদন জানান। সভা মঞ্চ থেকে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, এবার বাংলায় পরিবর্তন হবেই। বিজেপি ২০০-র বেশি আসন নিয়ে সরকার গঠন করবে। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট ছিল নির্বাচনী লড়াইয়ে জয়ের প্রত্যাশা। তিনি দাবি করেন, রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরে চলা শাসনে মানুষের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে এবং সেই কারণেই পরিবর্তনের দাবি জোরদার হচ্ছে। তিনি তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, বর্তমান প্রশাসনে দুর্নীতি ও অরাজকতা বেড়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নেতৃত্বাধীন সরকারকে কটাক্ষ করে তিনি জানান, বিজেপি ক্ষমতায় এলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং উন্নয়নের নতুন দিশা দেখানো হবে। এদিনের সভায় উপস্থিত কর্মী-সমর্থকদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। স্লোগান ও পতাকায় মুখর হয়ে ওঠে সভাস্থল। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কর্মীদের উৎসাহিত করে বলেন, প্রতিটি ভোট গুরুত্বপূর্ণ, তাই শংকর গুছাইতকে বিপুল ভোটে জয়ী করতে হবে। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই সভা মেদিনীপুরে বিজেপির প্রচারে নতুন উদ্দীপনা এনে দিয়েছে। ভোটের আগে এই ধরনের বড় সভা যে নির্বাচনী সমীকরণে প্রভাব ফেলতে পারে, তা বলাই বাহুল্য।

চন্দ্রকোনার মঞ্চে অভিষেকের বড় হুঁশিয়ারি ঃ কৃষি সংকট, কেন্দ্রের বঞ্চনা ও উন্নয়নের প্রতিশ্রুতিতে তুমুল জনসভা

ভরত বেরা, নয়া জামানা,পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ ভোটের আগে চন্দ্রকোনা ও ঘাটাল জুড়ে রাজনৈতিক উত্তাপ চরমে। এই আবহেই চন্দ্রকোনার বসনছোড়া ফুটবল ময়দানে বিশাল জনসভা থেকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্যে উঠে এল উন্নয়ন, কৃষি সংকট এবং কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু।

এই সভায় উপস্থিত ছিলেন চন্দ্রকোনা কেন্দ্রের প্রার্থী সূর্য্যকান্ত দোলই এবং ঘাটাল কেন্দ্রের প্রার্থী শ্যামলী সর্দার। বিশাল জনসমাগমে ভরপুর এই সভায় অভিষেক প্রথমেই রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের উল্লেখ করেন। এরপরই তিনি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে নিশানা করে বলেন, প্রতিশ্রুতি অনেক দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু বাস্তবে সাধারণ মানুষ কিছুই পায়নি।দ তিনি অভিযোগ করেন, ১০০ দিনের কাজ, আবাস যোজনা, পানীয় জল প্রকল্প, শিক্ষা ও রাস্তা নির্মাণের মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতে কেন্দ্র অর্থ বরাদ্দ আটকে রেখেছে। পাশাপাশি বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে অসম্মান করা হচ্ছে বলেও দাবি করেন তিনি। এই প্রসঙ্গে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রানি রাসমণি-র নাম উল্লেখ করে কটাক্ষ করেন।

কৃষি ইস্যুতে তিনি বলেন, সারের দাম বৃদ্ধির কারণে চাষিরা চরম সমস্যায় পড়েছেন। আগে যে এনপিকে সার কম দামে পাওয়া যেত, এখন তার দাম অনেক বেড়ে গেছে।

ফলে উৎপাদন খরচ বাড়ছে। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপের দাবি জানান। আলু চাষের প্রসঙ্গে তিনি জানান, এ বছর ফলন রেকর্ড ছুঁয়েছে। এক বিঘায় যেখানে আগে ৬০-৬৫ বস্তা আলু উৎপাদন হতো, সেখানে এবার তা ১২০-১২৫ বস্তায় পৌঁছেছে। এই পরিস্থিতিতে চাষিদের স্বার্থ রক্ষায় রাজ্য সরকার ন্যায্য দামে আলু কিনবে বলে আশ্বাস দেন তিনি।

এছাড়াও তিনি ঘোষণা করেন, কৃষকদের জন্য আলাদা কৃষি বাজেট আনা হবে, যেখানে বছরে প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হবে। রাজ্যজুড়ে ৫০টি নতুন হিমঘর তৈরির পরিকল্পনার কথাও জানান। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ইতিমধ্যেই কাজ শুরু হয়েছে এবং প্রাথমিকভাবে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তবে এই প্রকল্পে কেন্দ্রের সহযোগিতা না থাকার অভিযোগও তোলেন তিনি। শেষে তিনি উপস্থিত জনতার উদ্দেশে তৃণমূল প্রার্থীদের জয়ী করার আহ্বান জানান এবং আশ্বাস দেন, তআমরা কথা দিলে কথা রাখি। উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকবে।দ পাশাপাশি তিনি জানান, নির্বাচনের পরেও তিনি সরাসরি এলাকার উন্নয়নে নজর রাখবেন।

নিশ্চিন্তায় শুভেন্দুর তোপ, ‘আই-প্যাক ও পুলিশের ভরসায় তৃণমূল’ দাবি করে বিজেপির জয়ের বার্তা

শংকর বারিক, নয়া জামানা, ঝাড়গ্রাম ঃ ভোটের আগে রাজনৈতিক লড়াই তীব্রতর। এই আবহে গোপীবল্লভপুর বিধানসভার নিশ্চিন্তা এলাকায় জনসভা করে তৃণমূল কংগ্রেসকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিজেপি প্রার্থী রাজেশ মাহাতো-র সমর্থনে আয়োজিত এই সভায় তিনি একাধিক ইস্যু তুলে ধরেন। সভামঞ্চ থেকে শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেন, তৃণমূল কংগ্রেস প্রকৃত রাজনৈতিক দল নয়, বরং আই-প্যাক ও পুলিশের উপর নির্ভর করেই রাজনীতি চালাচ্ছে। তিনি দাবি করেন, বিভিন্ন আর্থিক অনিয়ম ও বিতর্কিত লেনদেনের সঙ্গে আই-প্যাকের যোগ রয়েছে। তাঁর কথায়, এই ধরনের কর্মকাণ্ড সাধারণ মানুষের আস্থা নষ্ট করছে। তিনি আরও বলেন, চাকরি নিয়োগে স্বচ্ছতা নেই এবং যোগ্য প্রার্থীরা বঞ্চিত হচ্ছেন। তাঁর অভিযোগ, টাকা ও দলীয় প্রভাবের ভিত্তিতে চাকরি দেওয়া হচ্ছে, যার ফলে সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন এবং দাবি করেন, ক্ষমতায় এলে বিজেপি স্বচ্ছ ও ন্যায্য নিয়োগ ব্যবস্থা চালু করবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সরকারের বিরুদ্ধেও একাধিক অভিযোগ তোলেন তিনি।তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে দুর্নীতি, প্রশাসনিক পক্ষপাতিত্ব এবং উন্নয়নের অভাবের প্রসঙ্গ। প্রচণ্ড গরম উপেক্ষা করেও নিশ্চিন্তা ফুটবল মাঠে এদিন ব্যাপক জনসমাগম দেখা যায়। কর্মী-সমর্থকদের উচ্ছ্বাসে সভাস্থল মুখর হয়ে ওঠে। আত্মবিশ্বাসী সুরে শুভেন্দু অধিকারী জানান, গোপীবল্লভপুরে বিজেপি প্রার্থী রাজেশ মাহাতো প্রায় ৩০ হাজার ভোটে জয়ী হবেন। সব মিলিয়ে, এই সভা ঝাড়গ্রামের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আরও উত্তপ্ত করে তুলেছে বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।

সবং-নারায়ণগড়ে বিমান বসুর রোড শোতে জনজোয়ার, বাম প্রচারে বাড়ল গতি

নয়া জামানা,পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ ভোটের আগে বামফ্রন্টের প্রচারে নতুন জোয়ার আনতে সোমবার সবং ও নারায়ণগড় এলাকায় বড়সড় রোড শো করলেন বর্ষীয়ান বাম নেতা বিমান বসু। এই রোড শো ঘিরে এলাকায় ব্যাপক উৎসাহ ও জনসমাগম লক্ষ্য করা যায়। সবংয়ের বটচারা থেকে শুরু হয়ে দশগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত এই রোড শো মূলত সবং কেন্দ্রের সিপিআই(এম) প্রার্থী নকুল চন্দ্র বেরা এবং নারায়ণগড় কেন্দ্রের প্রার্থী তাপস সিনহা-র সমর্থনে আয়োজিত হয়। শুরু থেকেই রাস্তাজুড়ে কর্মী-সমর্থকদের ঢল নামে, যা রোড শোকে বিশাল জনসমাবেশে পরিণত করে। রোড শোটি সবংয়ের তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত ও নারায়ণগড়ের একটি গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানা ধরে এগোয়। পথে পথে মানুষ রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে অভ্যর্থনা জানান এবং বহু মানুষ মিছিলে সামিল হন। লাল পতাকা, স্লোগান ও সাংস্কৃতিক বাদ্যের তালে পুরো পরিবেশ ছিল সরগরম। বিমান বসু সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন এবং বামফ্রন্ট প্রার্থীদের জয়ী করার আহ্বান জানান। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে দুর্নীতি বিরোধী লড়াই, কর্মসংস্থান ও উন্নয়নের বিষয়। তিনি বলেন, মানুষের স্বার্থে বামফ্রন্টই বিকল্প হতে পারে এবং এই নির্বাচনে সেই বার্তা ছড়িয়ে দেওয়াই তাঁদের লক্ষ্য।

এই কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া কর্মী-সমর্থকদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই ধরনের রোড শো বামফ্রন্টের সংগঠন শক্তিকে আরও মজবুত করছে এবং ভোটের আগে প্রচারে নতুন গতি এনে দিচ্ছে।

মানবাজারে তৃণমূলের শক্তি প্রদর্শন, মহিলাদের ঢলে জমল সন্ধ্যারানী টুডুর প্রচার

নয়া জামানা, পুরুলিয়া ঃ প্রচারের শেষ লগ্নে জনসংযোগে কোনও খামতি রাখতে চাইছে না তৃণমূল কংগ্রেস। মানবাজার বিধানসভা কেন্দ্রে দলীয় প্রার্থী সন্ধ্যারানী টুডু-র সমর্থনে সোমবার বিশাল মিছিলের আয়োজন করা হয়। এই মিছিলে বিশেষভাবে নজর কেড়েছে মহিলাদের ব্যাপক অংশগ্রহণ, যা পুরো কর্মসূচিকে আলাদা মাত্রা দেয়। মানবাজার ১ নম্বর ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা ঘুরে এই মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। কয়েক হাজার কর্মী-সমর্থকের উপস্থিতিতে রাস্তাজুড়ে তৈরি হয় জনজোয়ার। মিছিলের নেতৃত্ব দেন তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা বরিষ্ঠ সহ-সভাপতি গুরুপদ টুডু। উপস্থিত ছিলেন জিতুজুড়ি অঞ্চলের তৃণমূল সভাপতি দয়াময় বাউরী, তৃণমূল নেতা মৃত্যুঞ্জয় কর্মকার-সহ একাধিক নেতৃত্ব। মিছিল চলাকালীন দলীয় পতাকা, স্লোগান ও ঢাকের তালে তালে কর্মীদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষও এই মিছিলে সমর্থন জানান। বিশেষ করে মহিলা কর্মীদের সক্রিয় উপস্থিতি প্রমাণ করে দেয়, তৃণমূলের সংগঠন গ্রামাঞ্চলেও যথেষ্ট শক্তিশালী। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, মানুষের এই স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণই আসন্ন নির্বাচনে জয়ের বার্তা দিচ্ছে। তাঁদের মতে, মানবাজার বিধানসভা কেন্দ্রে সন্ধ্যারানী টুডু প্রায় ৩০ হাজার ভোটের ব্যবধানে জয়ী হবেন। সব মিলিয়ে, নির্বাচনের আগে এই বিশাল মিছিল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচারে নতুন গতি এনেছে এবং রাজনৈতিক মহলেও তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা দিয়েছে।

প্রচারের শেষ লগ্নে জনসংযোগে কোনও খামতি রাখতে চাইছে না তৃণমূল কংগ্রেস। মানবাজার বিধানসভা কেন্দ্রে দলীয় প্রার্থী সন্ধ্যারানী টুডু-র সমর্থনে সোমবার বিশাল মিছিলের আয়োজন করা হয়। এই মিছিলে বিশেষভাবে নজর কেড়েছে মহিলাদের ব্যাপক অংশগ্রহণ, যা পুরো কর্মসূচিকে আলাদা মাত্রা দেয়। মানবাজার ১ নম্বর ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা ঘুরে এই মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

মেদিনীপুরে লাল ঝান্ডার ঢেউ, বাম প্রচারে বাড়ছে জোয়ার, চাপে তৃণমূল-বিজেপি

নয়া জামানা,মেদিনীপুর ঃ নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক আবহ ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। এই পরিস্থিতিতে রবিবার বিকেলে মেদিনীপুর শহরে দেখা গেল লাল ঝান্ডার বিশাল জনস্রোত। বামফ্রন্টের ডাকে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য মিছিল শহর জুড়ে ঘুরে বেড়ায়, যা ঘিরে তৈরি হয় ব্যাপক চাঞ্চল্য। মিছিলটি শুরু হয় বিদ্যাসাগর হল থেকে। এরপর গান্ধীমূর্তি, কালেকটোরেট, কেরানীতোলা সহ শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পরিক্রমা করে। ধামসা, মাদল ও ব্যান্ডের তালে তালে এগোতে থাকে মিছিল, যা উৎসবের আবহ তৈরি করে। হাজার হাজার কর্মী-সমর্থকের অংশগ্রহণে গোটা এলাকা লাল ঝান্ডায় ঢেকে যায়। এই মিছিল থেকে মেদিনীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বামফ্রন্ট সমর্থিত সিপিআই প্রার্থী মণিকুন্তল খামরই-কে জয়ী করার আহ্বান জানানো হয়। বক্তারা দাবি করেন, রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ বাড়ছে এবং সেই কারণেই বামেদের দিকে জনসমর্থন বাড়ছে। সিপিআই-এর পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক বিপ্লব ভট্ট জানান, বিভিন্ন এলাকায় প্রচারে গিয়ে তাঁরা ভালো সাড়া পাচ্ছেন। তাঁর মতে, এই নির্বাচনে বামফ্রন্ট আগের থেকে অনেক বেশি সংগঠিত ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। মিছিলে অংশ নেওয়া যুবকদের উপস্থিতিও ছিল উল্লেখ যোগ্য। অনেকেই দাবি করেন, কাজের খোঁজে বাইরে থাকা যুবকরাও এবার ভোট দিতে ফিরছেন এবং বামফ্রন্টের প্রচারে যোগ দিচ্ছেন। বাম নেতৃত্বের অভিযোগ, তৃণমূল ও বিজেপির শাসনে দুর্নীতি ও বিভাজনের রাজনীতি বেড়েছে। এর বিরুদ্ধে লড়াই করতেই সাধারণ মানুষ লাল ঝান্ডার তলায় একত্রিত হচ্ছেন।

রাজনৈতিক মহলের মতে, এই বাড়তে থাকা জনসমর্থন তৃণমূল ও বিজেপির জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠতে পারে।

তমলুকে হিমন্তর হুঙ্কার, ‘দুর্নীতি ও তোষণমুক্ত বাংলা’ গড়ার বার্তায় জমল বিজেপির বিজয় সংকল্প সভা

অরুণ কুমার সাউ,নয়া জামানা, তমলুক ঃ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে তমলুকে চড়ছে রাজনৈতিক পারদ। সোমবার বিকেলে তমলুক বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ড. হরেকৃষ্ণ বেরা-র সমর্থনে আয়োজিত হল এক বিশাল ‘বিজয় সংকল্প সভা’। নারায়ণদাঁড়ি বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন ময়দানে অনুষ্ঠিত এই সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

দুপুর থেকেই সভাস্থল গেরুয়া পতাকায় ভরে ওঠে। জেলা বিজেপির দাবি, তমলুক শহর ছাড়াও পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে কয়েক হাজার মানুষ এই সভায় যোগ দেন। শুরুতে প্রার্থী ড. হরেকৃষ্ণ বেরা ও অন্যান্য নেতৃত্ব বক্তব্য রাখেন। এরপর মঞ্চে উঠে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে কড়া ভাষায় আক্রমণ শানান। তিনি অভিযোগ করেন, শাসক দল সাধারণ মানুষের হকের টাকা আত্মসাৎ করছে এবং কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা প্রকৃত উপভোক্তাদের কাছে পৌঁছাচ্ছে না। পাশাপাশি অনুপ্রবেশের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, দেশজুড়ে এই বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় এলে একইভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দাবি করেন, তমলুকে পরিবর্তনের হাওয়া বইছে। তাঁর কথায়, ড. হরেকৃষ্ণ বেরার জয় মানেই প্রধানমন্ত্রীকে আরও শক্তিশালী করা। তিনি সাধারণ মানুষকে নির্ভয়ে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান এবং বিজেপির পক্ষে রায় দেওয়ার অনুরোধ করেন। সভায় তাঁর উপস্থিতি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা এনে দিয়েছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। অন্যদিকে, শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস এই সভাকে কটাক্ষ করে জানিয়েছে, বাইরের নেতাদের এনে বাংলার মানুষের মন জয় করা সম্ভব নয়। সব মিলিয়ে, তমলুকের এই সভা নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক লড়াইকে আরও তীব্র করে তুলেছে।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 21-04-2026 04:22 Page 19

টাকিতে এক মঞ্চে তৃণমূল -বিজেপি, যজ্ঞে পাশাপাশি দুই প্রার্থী

হাসানুজ্জামান,নয়া জামানা,উত্তর ২৪ পরগনা ঃ রাজনৈতিক উত্তেজনার মাঝেও বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভায় ধরা পড়ল এক ভিন্ন ছবি, যা অনেকেরই নজর কেড়েছে। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার সীমান্ত শহর টাকির মধুসূদন মন্দিরে আয়োজিত এক ধর্মীয় যজ্ঞ ও পূজা অনুষ্ঠানে পাশাপাশি দেখা গেল তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির দুই প্রার্থীকে। জানা গিয়েছে, বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী সুরজিৎ মিত্র এবং বিজেপি প্রার্থী সৌর্য ব্যানার্জি দুজনেই এদিন মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন।

মধুসূদন মন্দিরে অনুষ্ঠিত মহাযজ্ঞে তাঁরা পাশাপাশি বসে পূজায় অংশগ্রহণ করেন। রাজনৈতিক মতাদর্শে ভিন্ন হলেও এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তাঁদের একসঙ্গে উপস্থিতি একটি ভিন্ন বার্তা দিয়েছে বলেই মনে করছেন অনেকে। এই দৃশ্য দেখতে মন্দির প্রাঙ্গনে ভিড় জমান দুই দলের বহু কর্মী-সমর্থক ও সাধারণ মানুষ। অনেকে মোবাইলে সেই মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দিও করেন। নির্বাচনের আগে যেখানে প্রায় প্রতিদিনই রাজনৈতিক সংঘর্ষের খবর সামনে আসছে, সেখানে এই ধরনের সৌহার্দ্যের ছবি সাধারণ মানুষের মধ্যে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে। স্থানীয়দের একাংশের মতে, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে একসঙ্গে অংশগ্রহণ করা সামাজিক সম্প্রীতির দৃষ্টান্ত হিসেবেই দেখা উচিত। যদিও রাজনৈতিক মহলে এই ঘটনাকে ঘিরে নানা ব্যাখ্যাও শোনা যাচ্ছে। সব মিলিয়ে, নির্বাচনের আবহে টাকির এই ঘটনা এক অন্য বার্তা দিল বলেই মনে করা হচ্ছে।

টাকার মালা ও ট্রফির চমক, ভাঙড়ে নওশাদের প্রচারে উৎসবের আমেজ

নয়া জামানা ।। ভাঙড়

নয়া জামানা,ভাঙড় ঃ ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই জমে উঠছে ভাঙড় বিধানসভা কেন্দ্রের রাজনৈতিক লড়াই। এই আবহেই আইএসএফ প্রার্থী নওশাদ সিদ্দিকী-র প্রচারে দেখা গেল এক ভিন্নধর্মী ছবি, যা ইতিমধ্যেই এলাকাজুড়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে। প্রচারের মাঝে প্রার্থীকে ঘিরে কর্মী-সমর্থকদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। তাঁকে স্বাগত জানাতে শুধু ফুলের মালা নয়, টাকার মালা পরিয়ে দেন সমর্থকেরা।

এই দৃশ্য অনেকের কাছেই নতুন এবং আকর্ষণীয় মনে হয়েছে। পাশাপাশি 'ভাঙড় বিধানসভা কেন্দ্র' লেখা একটি বিশেষ ট্রফিও তুলে দেওয়া হয় তাঁর হাতে, যা ঘিরে তৈরি হয় আলাদা উত্তেজনা। এই ট্রফি হাতে নিয়েই ভোগালী ২ নম্বর অঞ্চলে রোড শো করেন নওশাদ সিদ্দিকী। রাঙ্গা স্তাজুড়ে মানুষের ঢল, চারদিকে স্লোগান, ব্যানার ও পতাকায় ভরে ওঠে এলাকা। সাধারণ মানুষ রাঙ্গা স্তার ধারে দাঁড়িয়ে প্রার্থীকে একঝলক দেখার জন্য অপেক্ষা করেন। ফলে পুরো কর্মসূচি যেন এক উৎসবের রূপ নেয়। সমর্থকদের দাবি, এই বিপুল জনসমাগম ও উচ্ছ্বাসই আগাম জয়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে। তাঁদের কথায়, এত মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি প্রমাণ করছে যে মানুষ পরিবর্তন চাইছে। যদিও রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, ভোটের ফলাফলই শেষ কথা বলবে, তবুও এই ধরনের প্রচার যে ভোটের আগে বড় প্রভাব ফেলতে পারে, তা অস্বীকার করা যায় না। এদিন এলাকাবাসীদের তরফ থেকেও ছিল আন্তরিক আপ্যায়ন।

কোথাও ফুল, কোথাও টাকার মালা, আবার কোথাও ফল ও ঠান্ডা পানীয় দিয়ে প্রার্থীকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। এই সবকিছু মিলিয়ে প্রার্থী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের একটি স্পষ্ট ছবি ফুটে ওঠে। সব মিলিয়ে,

ভাঙড়ে নওশাদ সিদ্দিকীর এই প্রচার কর্মসূচি শুধু রাজনৈতিক দিক থেকেই নয়, আয়োজন ও অভিনবত্বের দিক থেকেও নজর কেড়েছে। ভোটের আগে এই উচ্ছ্বাস কতটা প্রভাব ফেলবে, এখন সেটাই দেখার।

কালীমন্দিরে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি ঘিরে বিতর্ক, কাকদ্বীপে ভোটের মাঝে উত্তেজনা

শুভজিৎ দাস, নয়া জামানা,কাকদ্বীপ ঃ ভোটের আবহে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপের চণ্ডিপুর এলাকায় একটি কালীমন্দিরকে কেন্দ্র করে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে বিজেপি প্রার্থী দীপঙ্কর জানার বিরুদ্ধে। নির্বাচনী প্রচারের সময় তিনি মন্দিরে ঢুকে কালীমায়ের মূর্তিতে মালা পরিয়ে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি দেন বলে দাবি স্থানীয়দের। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এই কালীমন্দিরটি এলাকার বহু পরিবারের আর্থিক সহায়তায় গড়ে উঠেছে এবং দীর্ঘদিন ধরে কঠোর নিয়ম মেনে এখানে পুজো হয়। মন্দিরের নিয়ম অনুযায়ী শুধুমাত্র পুরোহিতই দেবীমূর্তিতে স্পর্শ করতে পারেন। অন্য কেউ, এমনকি সেবায়েতও মূর্তিতে হাত দেন না। এই অবস্থায় প্রার্থীর এমন আচরণে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। সোমবার সকালে বহু মহিলা একত্রিত হয়ে মন্দিরের সামনে বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের অভিযোগ, মন্দিরের নিয়ম ভেঙে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা হয়েছে। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে মন্দির শুদ্ধিকরণ ও দেবীমূর্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে। কিছু বিজেপি সমর্থক জানিয়েছেন, প্রার্থী নিজের ভুল স্বীকার করেছেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। অন্যদিকে বিরোধীরা অভিযোগ তুলছে, ধর্মকে সামনে রেখে রাজনীতি করা হচ্ছে। প্রশাসন সূত্রে খবর, পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে থাকলেও এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। তবে স্থানীয়দের আশঙ্কা, দ্রুত সমাধান না হলে উত্তেজনা আরও বাড়তে পারে। এই ঘটনা আবারও দেখাল, ভোটের সময় ধর্মীয় বিষয় কতটা সংবেদনশীল হয়ে উঠতে পারে।

মৌসুনীর দ্বীপে বাড়ি বাড়ি ভোট, দূরত্ব পেরিয়ে গণতন্ত্রের উৎসব

নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ গঙ্গাসাগর উপকূলের বিচ্ছিন্ন দ্বীপ মৌসুনী দ্বীপ-এ এবার দেখা গেল গণতন্ত্রের এক অনন্য ছবি। চারদিকে নদী ও খাঁড়ি ঘেরা এই দূরবর্তী এলাকায়ও ভোটের অধিকার থেকে কেউ বঞ্চিত হলেন না। নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে বৃদ্ধ, অসুস্থ ও দৃষ্টিহীন ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সকাল হতেই শুরু হয় এই বিশেষ কর্মসূচি। কখনো নৌকায় নদী পেরিয়ে, কখনো কাঁদামাটির গ্রামীণ পথ ধরে গাড়িতে, আবার কোথাও পায়ে হেঁটে ভোটকর্মীরা পৌঁছে যাচ্ছেন প্রত্যন্ত বাড়িগুলিতে। তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা, যাতে পুরো প্রক্রিয়া নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়। স্থানীয় অনেক বাসিন্দাই শারীরিকভাবে ভোটকেন্দ্রে যেতে সক্ষম নন। কেউ চলাফেরা করতে পারেন না, কেউ আবার দৃষ্টিহীন। এতদিন ভোট দিতে না পারার কষ্ট ছিল তাঁদের মনে। কিন্তু এবার বাড়ির উঠোনেই ভোট দিতে পেরে তাঁদের মুখে ফুটে উঠেছে স্বস্তি ও আনন্দের হাসি। তবে এই কাজ মোটেও সহজ নয়। প্রতিটি বাড়িতে পৌঁছতে সময় লাগছে, কখনো আবহাওয়ার প্রতিকূলতা, আবার কখনো জোয়ার-ভাটার সমস্যা বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তবুও কর্তব্যে অবিচল থেকে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন ভোটকর্মীরা। কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া নিরাপত্তা এবং প্রশাসনের তৎপরতায় গোটা প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। এই উদ্যোগে খুশি স্থানীয় মানুষজনও। দূরবর্তী দ্বীপ হলেও গণতন্ত্রের অধিকার যে সবার জন্য সমান, মৌসুনীতে সেই বার্তাই স্পষ্ট হয়ে উঠল।

হিঙ্গলগঞ্জে পোস্টাল ব্যালট ঘিরে বিতর্ক, নিরাপত্তার মাঝেও ক্ষোভ পোলিং এজেন্টদের

হাসানুজ্জামান, নয়া জামানা,উত্তর ২৪ পরগনা ঃ বসিরহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জে পোস্টাল ব্যালটের ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে। কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের তৎপরতায় হিঙ্গলগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ে এই ভোটপর্ব চলছে।

প্রায় ৫০০ পোলিং এজেন্টের উপস্থিতিতে ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোটগ্রহণ শুরু হয়, যা নির্বাচন প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচিত। তবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার থাকলেও সংগঠনের দিক থেকে একাধিক অসঙ্গতির অভিযোগ তুলেছেন পোলিং এজেন্টরা। তাঁদের দাবি, নির্বাচন কমিশনের নির্দিষ্ট নির্দেশিকা সঠিকভাবে মানা হচ্ছে না। বিশেষ করে, যেখানে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র হিসেবে ভ্যাবলা পলিটেকনিক কলেজের নাম উল্লেখ থাকার কথা, সেখানে হিঙ্গলগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের নাম দেখানো হচ্ছে;যা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে। এছাড়াও পরিবহন ব্যবস্থা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এজেন্টরা। অভিযোগ, ভোটকেন্দ্রে আসার জন্য গাড়ির ব্যবস্থা থাকলেও ফেরার সময় কোনো যানবাহন দেওয়া হচ্ছে না। ফলে দূরদূরান্ত থেকে আসা পোলিং এজেন্টদের চরম সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে। অনেকেই বলছেন, এতে ভোটপ্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা কঠিন হয়ে উঠছে। এই দুটি প্রধান সমস্যার দ্রুত সমাধান চেয়ে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন পোলিং এজেন্টরা। তাঁদের আশা, নির্বাচন কমিশন বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে, যাতে ভোটপ্রক্রিয়া সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্নভাবে সম্পন্ন হয়।

এক পা ভুল, জীবন শেষ! মগরাহাটে রেললাইনে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা

নয়া জামানা , দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাটে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক ব্যক্তি, যা এলাকাজুড়ে গভীর শোকের পরিবেশ তৈরি করেছে। মৃতের নাম করিম মোল্লা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, তিনি প্রতিদিনের মতোই রেললাইন পার হয়ে অন্য প্রান্তে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু সেই মুহূর্তেই দ্রুতগতির ডায়মন্ডহারবার-শিয়ালদা লোকাল ট্রেন হঠাৎ সামনে এসে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, ঘটনাটি এত দ্রুত ঘটে যে করিম মোল্লা সরে যাওয়ার কোনও সুযোগই পাননি। ট্রেনের ধাক্কায় তিনি গুরুতর জখম হন এবং ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় এবং বহু মানুষ ঘটনাস্থলে ভিড় জমান। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রেল পুলিশের জিআরপি বিভাগ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পুলিশ প্রাথমিকভাবে মনে করছে, অসাবধানতাবশত রেললাইন পারাপারের সময়ই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। তবে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিকে, স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। তাঁদের অভিযোগ, ওই এলাকায় নিরাপদ পারাপারের কোনও ব্যবস্থা নেই। ওভারব্রিজ বা আন্ডারপাসের অভাবে মানুষ বাধ্য হয় ঝুঁকি নিয়ে রেললাইন পার হতে। বারবার দুর্ঘটনা ঘটলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কার্যকরী উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না বলেই অভিযোগ। এই ঘটনা আবারও মনে করিয়ে দিল, রেললাইন পারাপারের সময় সামান্য অসাবধানতাও প্রাণঘাতী হতে পারে। সচেতনতা এবং পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থার অভাবই এমন দুর্ঘটনার মূল কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মগরাহাটের এই ঘটনা একদিকে যেমন শোকের, তেমনই সকলের জন্য বড় সতর্কবার্তা।

মাইক খুলে নেওয়ার অভিযোগে ক্ষোভ, এসডিও অফিসের দরজায় বিজেপির বিক্ষোভ

গোপাল শীল, নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ নির্বাচনী প্রচারকে ঘিরে উত্তেজনা ক্রমেই বাড়ছে। এবার প্রচারে বাধা দেওয়ার অভিযোগ তুলে সরাসরি মহাকুমা শাসকের (এসডিও) অফিসের দরজার সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসল বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা। নেতৃত্বে ছিলেন ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী দীপক হালদার। বিজেপির অভিযোগ, তাঁদের প্রচার গাড়ি থেকে জোর করে মাইক খুলে নেওয়া হয়েছে এবং ভ্যান চালককে মারধর করা হয়েছে। প্রার্থীর দাবি, সমস্ত অনুমতি থাকা সত্ত্বেও তাঁদের স্বাভাবিকভাবে প্রচার করতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। এই ঘটনার প্রতিবাদেই প্রার্থী ও তাঁর অনুগামীরা ডায়মন্ড হারবার মহাকুমা শাসকের অফিসে গিয়ে দরজার সামনেই বিক্ষোভে বসে পড়েন। বিক্ষোভ চলাকালীন স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে এলাকা। বিজেপি কর্মীদের দাবি, বিষয়টি পুলিশ প্রশাসন ও মহাকুমা শাসকের কাছে একাধিকবার জানানো হলেও কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ফলে ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁরা এই অবস্থান বিক্ষোভে নামতে বাধ্য হয়েছেন। প্রার্থী দীপক হালদার স্পষ্ট জানিয়ে দেন, অতক্ষণ পর্যন্ত দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করা না হবে এবং আমাদের নিরাপদে প্রচারের নিশ্চয়তা না দেওয়া হবে, ততক্ষণ আমরা এখান থেকে উঠব না।দ তাঁর এই বক্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলেও চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হলেও প্রশাসনের তরফে এখনও বিস্তারিত প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। নির্বাচন যত এগোচ্ছে, ততই এই ধরনের অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগ রাজ্য রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করছে বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।

তৃণমূল কর্মীকে লক্ষ্য করে গুলি, উত্তেজনা গোসাবায়

নয়া জামানা ঃরবিবার গভীর রাতে গোসাবায় ফের রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়াল গুলি চালানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে। অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেসের দুই কর্মীকে লক্ষ্য করে দুষ্কৃতীরা গুলি চালায়। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি।

ঘটনাটি ঘটেছে ১২৭ নম্বর গোসাবা বিধানসভার শম্ভুনগর পঞ্চায়েতের ৩২ নম্বর পালপুর বুথ এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ একটি মিটিং সেরে তৃণমূল কর্মী পলাশ মণ্ডল ও দিব্যেন্দু গায়েন বাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় ভূপেন্দ্রপুর এলাকায় তাঁদের লক্ষ্য করে দুষ্কৃতীরা পরপর তিন রাউন্ড গুলি চালায় বলে অভিযোগ। প্রথম গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও দ্বিতীয় গুলি দিব্যেন্দু গায়েনের ডান পায়ে লাগে। তৃতীয় গুলি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি গাড়িতে লাগে। গুলিবিদ্ধ হয়ে রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন দিব্যেন্দু। তাঁর চিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে এসে তাঁকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে অস্ত্রোপচার করে তাঁর পা থেকে গুলি বের করা হয়। বর্তমানে তিনি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সিসিইউ-তে চিকিৎসাধীন। অপরদিকে পলাশ মণ্ডলও একই অভিযোগ তুলে বলেন, তাঁদের প্রাণে মারার উদ্দেশ্যেই এই হামলা চালানো হয়েছে।

পতাকা টাঙানো ঘিরে হাড়োয়ায় তৃণমূল -বিজেপি সংঘর্ষ, চড়ল রাজনৈতিক পারদ

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই উত্তর ২৪ পরগনার বিভিন্ন এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়ছে। এরই মাঝে বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানার অন্তর্গত খাশবালান্দা গ্রাম পঞ্চায়েতের তেতুলআটি এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে সংঘর্ষের অভিযোগ সামনে এসেছে। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, তেতুলআটি এলাকায় কয়েকজন বিজেপি কর্মী দলীয় পতাকা টাঙাচ্ছিলেন। সেই সময় এলাকায় উপস্থিত কিছু তৃণমূল কর্মী সেখানে এসে তাঁদের বাধা দেয়। অভিযোগ, বিজেপি কর্মীদের হাত থেকে পতাকা কেড়ে নেওয়া হয় এবং তাঁদের উপর শারীরিকভাবে আক্রমণ করা হয়। এই ঘটনায় কয়েকজন বিজেপি কর্মী আহত হয়েছেন বলেও দাবি করা হয়েছে। ঘটনার পরপরই বিজেপি নেতৃত্ব বিষয়টি হাড়োয়া থানার পুলিশকে জানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে। কীভাবে এই সংঘর্ষের সূত্রপাত হল, তা জানার চেষ্টা চলছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। অন্যদিকে, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। বসিরহাট সংগঠনিক জেলার তৃণমূল সভাপতি বুরহানুল মুকাদ্দিম বলেন, এটা সম্পূর্ণ সাজানো ঘটনা। বিজেপি ইচ্ছে করেই নাটক করছে এবং রাজনৈতিকভাবে ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ালেও পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে প্রশাসন জানিয়েছে।

মিনাখাঁয় উত্তেজনা, ইসফ কর্মী মারধরের অভিযোগে গ্রেপ্তার তৃণমূল কর্মী

নয়া জামানা, উত্তর ২৪ পরগনা ঃ বসিরহাট মহকুমার মিনাখাঁ থানার অন্তর্গত বামনপুকুর এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়াল মারধরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। অভিযোগ, ISF কর্মী-সমর্থকদের উপর হামলার ঘটনায় তৃণমূলের এক কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম এন্তাজুল গাজী। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল মিনাখাঁ বিধানসভার বামনপুকুর এলাকার ৮৮ নম্বর বুথে ইসফ কর্মীরা দলীয় পতাকা লাগাচ্ছিলেন। সেই সময় আচমকাই সেখানে উপস্থিত হন এন্তাজুল গাজী সহ আরও চার-পাঁচজন তৃণমূল কর্মী-সমর্থক। অভিযোগ, তাঁরা ISF কর্মীদের উপর চড়াও হন এবং বেধড়ক মারধর শুরু করেন। শুধু তাই নয়, ISF-এর পতাকা ও ফেস্টুন ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া হয় এবং সেগুলি ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। এই হামলায় অন্তত চারজন ISF কর্মী আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। তাঁদের স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা করানো হয়। ঘটনার পরই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ISF কর্মী-সমর্থকরা দ্রুত নির্বাচন দপ্তর ও মিনাখাঁ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে মিনাখাঁ থানার পুলিশ মূল অভিযুক্ত এন্তাজুল গাজীকে গ্রেপ্তার করে।

২০
২১ এপ্রিল
২০২৬

ভোট স্পেশাল

নয়া জামানা

দিনহাটায় ভোটের প্রচারে জনতার মাঝে বক্তব্য রাখছেন তৃণমূল প্রার্থী উদয়ন গুহ। ছবি ঃ নয়া জামানা, দিনহাটা

সিতাই বিধানসভার ভেটাগুড়ি অঞ্চলে ভোটের প্রচারে কর্মী সমর্থকদের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীমতি সঙ্গীতা রায় ।
ছবি ঃ নয়া জামানা, কোচবিহার

ভোটের শেষ মুহূর্তে প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী নিয়ামত শেখ।
নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ

ফালাকাটা শহরে ভোটের প্রচারে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সুভাষ চন্দ্র রায়। ছবি ঃ সুকমল ঘোষ, নয়া জামানা

সোমবার অক্ষয় তৃতীয়ার পুজো দিয়ে বাড়ি বাড়ি জনসংযোগ সাড়লেন পূর্ব বর্ধমানের খন্ডঘোষ বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী গৌতম ধাড়া। ছবি ঃ আমিনুর রহমান , নয়া জামানা ,বর্ধমান।

দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচারে দুর্গাপুরের প্রাক্তন সাংসদ সুরেন্দ্রজিৎ সিং আহলুওয়ালিয়া । ছবিঃ সীতারাম মুখার্জি,নয়া জামানা ,দুর্গাপুর

বারবিশায় কুমারগ্রামের বিজেপি প্রার্থী মনোজ কুমার উড়াও এর সমর্থনে মহামিছিলছবি ঃ অভিজিত চক্রবর্তী, নয়া জামানা

বেলেঘাটার গান্ধী ভবনের সামনে বেলেঘাটা ও মানিকতলার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কুনাল ঘোষ এবং শ্রেয়া পাণ্ডের সমর্থনে জনসভায় ভোট প্রার্থনায় তৃণমূল সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।
ছবি ঃ কুশল রায়, নয়া জামানা

নাটাবাড়িতে দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে রোড শোতে যাদবপুরের লোকসভা সাংসদ সায়নী ঘোষ । ছবি ঃ নয়া জামানা, নাটাবাড়ি

কুমারগ্রাম জিপির অমরপুরে নির্বাচনী প্রচারে তৃণমূল প্রার্থী রাজীব তির্কি। ছবি ঃ অভিজিত চক্রবর্তী, নয়া জামানা

সবং বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী অমল পান্ডা'র সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারে শুভেন্দু অধিকারী। নয়া জামানা, সবং

করিমপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী চিত্র তারকা সোহম চক্রবর্তীর সমর্থনে জনসভায় বক্তব্য রাখছেন তৃণমূল যুবা আইকন প্রিয়দর্শিনী ঘোষ বাওয়া ।
ছবি কুশল রায়, নয়া জামানা

পুরুলিয়ার পবিত্র মাটিতে দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের মধ্যে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । ছবি ঃ কুশল রায়, নয়া জামানা

প্রচন্ড দাবদাহ উপেক্ষা করে বিভিন্ন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ভোটের প্রচারে পূর্ব বর্ধমানের মেমারির তৃণমূল প্রার্থী রাসবিহারী হালদার। ছবি ঃ আমিনুর রহমান ,নয়া জামানা, বর্ধমান

শিলিগুড়ির ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে ভোট প্রচারে সিপিআইএম মনোনীত প্রার্থী শরদিন্দু চক্রবর্তী ওরফে জয়'দা । ছবি ঃ কুশল রায়,
নয়া জামানা

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 21-04-2026 04:22 Page 21

ভদ্রতার দিন শেষ’

সোমবারের বৈঠক সফল না হলে

ইরান ধ্বংসের হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ অনেক ভদ্রতা দেখানো হয়েছে, আর নয়। ইরান যদি চুক্তিতে না আসে তবে তছনছ করে দেওয়া হবে ইরানকে। একটাও ব্রিজ ও বিদ্যুৎ কেন্দ্র আস্ত থাকবে না।’ রবিবার কড়া সুরে এমনই হুঁশিয়ারি দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। একইসঙ্গে তিনি জানালেন, ইরানের সঙ্গে বৈঠকে যোগ দিতে সোমবার পাকিস্তানে যাচ্ছে মার্কিন প্রতিনিধি দল।রবিবার ইরানের বিরুদ্ধে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানান, ‘গতকাল হরমুজ প্রণালী গুলি চালিয়েছে ইরান। যা সংঘর্ষবিরতির স্পষ্ট লঙ্ঘন। ফ্রান্স ও ব্রিটেনের জাহাজ লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়েছে। এটা ঠিক হয়নি। তাই তো? আমাদের প্রতিনিধিরা দ্বিতীয় দফার বৈঠকে যোগ দিতে পাকিস্তানে যাচ্ছেন। সোমবার সন্ধ্যায় সেখানে পৌঁছবেন তারা।’ এরপরই ট্রাম্প লেখেন, ‘আমরা ওদের ন্যায্য ও যুক্তি সঙ্গত প্রস্তাব দিচ্ছি। আশা করছি ওরা এটা গ্রহণ করবে। যদি তা না করে তবে ইরানের প্রতিটি সেতু ও বিদ্যুৎকেন্দ্র ধ্বংস করে দেওয়া হবে। আর কোনও ভদ্রতা নয়। সহজভাবে যদি তারা চুক্তি গ্রহণ না তবে যা করা হবে সেটা আমাদের জন্য সম্মানের। গত ৪৭ বছর ধরে অন্যান্য মার্কিন প্রেসিডেন্টদের যা করা উচিত ছিল ইরানের বিরুদ্ধে আমরা সেটাই করব। সময় এসেছে ইরানের হত্যাযন্ত্রের অবসান ঘটানোর।’মৃত্যুর সাত সপ্তাহ পার! এখনও শেষকৃত্য হয়নি খামেনেইয়ের, নেপথ্যে কোন কারণ?

মৃত্যুর সাত সপ্তাহ পার! এখনও শেষকৃত্য হয়নি খ ামেনেইয়ের, নেপথ্যে কোন কারণ?ট্রাম্পের বার্তা, ‘আমরা ওদের ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব দিচ্ছি। আশা করছি ওরা এটা গ্রহণ করবে। যদি তা না করে তবে ইরানের প্রতিটি সেতু ও বিদ্যুৎকেন্দ্র ধ্বংস করে দেওয়া হবে। আর কোনও ভদ্রতা নয়।ট্রাম্পের এই হুঁশিয়ারি এমন সময়ে এসেছে যখন হরমুজ ইস্যুতে নতুন করে সংঘাতের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। লেবাননের সঙ্গে সংঘর্ষবিরতির পর হরমুজ খুলে দিয়েছিল ইরান। তবে আমেরিকা তাদের অবরোধ না তোলায় ফের হরমুজে তালা ঝুলিয়েছে মোজতবা খামেনেইয়ের দেশ। তবে ট্রাম্পের দাবি এই সিদ্ধান্তে ইরানেরই ক্ষতি হচ্ছে। তিনি বলেন, ‘ওরা না বুঝে আমাদেরই সাহায্য করছে। এই পথ বন্ধ থাকায় দৈনিক ৫০ কোটি ডলারের ক্ষতি হচ্ছে ওদের।’এদিকে ইরান-আমেরিকার দ্বিতীয় দফার শান্তি বৈঠককে কেন্দ্র করে সেজে উঠেছে ইসলামাবাদ। একাধিক জায়গায় কার্যত লোকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। যেখানে বৈঠক হবে তার আশপাশে ১০ হাজারের বেশি নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন করা হয়েছে। ৬০টির বেশি পুলিশ চৌকি বসানো হয়েছে। অন্যদিকে বৈঠকের আগে ইরানের প্রতিনিধি মহম্মদ বাঘের ঘালিবাফ বলেন, ‘ইরান স্থায়ী শান্তি চায়, তবে আমেরিকার প্রতি আমাদের বিশ্বাস নেই। এটাই শান্তির পথে সবচেয়ে বড় বাধা।’ একইসঙ্গে বলেন, ‘আমেরিকা অবরোধ না তুললে হরমুজ দিয়ে যান চলাচল সীমিত থাকবে।’

বাংলায় সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াচ্ছে

শুভঙ্করের প্রচারে বিজেপিকে

তুলোধোনা আজহারউদ্দিনের

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ছাব্বিশের ভোটে বাংলার ২৯৪ আসনে কংগ্রেস একা লড়ছে। আগামী ২৩ এপ্রিল প্রথম দফা ভোটের আগে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে একদফা প্রচার সেরে গিয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। প্রিয়াঙ্কার আসার কথা থাকলেও সফরসূচি চূড়ান্ত নয়। আগামী সপ্তাহে প্রচারে আসছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। তার মাঝে সপ্তাহান্তে বঙ্গভোটের প্রচার সারলেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক তথা প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ মহম্মদ আজহারউদ্দিন । রবিবার তিনি শ্রীরামপুরের ‘হাত’ শিবিরের প্রার্থী তথা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের হয়ে প্রচারে এসেছিলেন তিনি। বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়াতে গিয়ে দেশের ধর্মনিরপেক্ষ প্রকৃতির কথা তুলে ধরে তাঁর মন্তব্য, বিজেপি সারা দেশের মতো পশ্চিমবঙ্গেও সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াচ্ছে। জাতপাতের নামে ধর্মীয় বিভাজন করছে। তারা দেশের মানুষের উন্নয়ন করছে না। দেশ পিছিয়ে পড়ছে।দেশে কংগ্রেসের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে আজহার বলেন, কংগ্রেস ধর্ম নিরপেক্ষ রাজনীতিতে বিশ্বাস করে। দেশের আর্থিক ও সার্বিক বিকাশ তখ নই ঘটবে, যখন বিজেপির মতো দলকে দিল্লির মসনদ থেকে টেনে নামানো হবে। সেই দায়িত্ব আপনাদের নিতে হবে। শ্রীরামপুর কেন্দ্রে ভদ্র,শিক্ষিত শুভঙ্কর সরকারকে জিতিয়ে এনে দিল্লিতে কংগ্রেসের হাত যদি শক্ত করেন, তাহলেই বিজেপিকে ধাক্কা দেওয়া যাবে। রবিবার শ্রীরামপুর বটতলায় দলীয় প্রার্থী শুভঙ্কর সরকারে সমর্থনে নির্বাচনী সভায় এসেছিলেন আজহারউদ্দিন। রাহুল গান্ধীর মতো তৃণমূলকেও একহাত নিয়ে তাঁর বক্তব্য, আপনারা বাংলা থেকে সিপিএমের মতো দলকে তাড়িয়েছেন। বাংলায় পরিবর্তনের পর ১৫ বছর তৃণমূল শাসন করছে। কিন্তু বাংলায় কোনও উন্নতি হয়নি। তবে তাঁর মূল নিশানায় ছিল বিজেপি। আজহারের কথায়, ভারতবর্ষ ধর্ম নিরপেক্ষ। এখানে আমরা সবাই মিলেমিশে থাকি। কিন্তু বিজেপি সারা দেশের মতো পশ্চিমবঙ্গেও সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াচ্ছে। জাতপাতের নামে ধর্মীয় বিভাজন করছে। তারা দেশের মানুষের উন্নয়ন করছে না। দেশ পিছিয়ে পড়ছে। দেশে কংগ্রেসের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে আজহার বলেন, কংগ্রেস ধর্ম নিরপেক্ষ রাজনীতিতে বিশ্বাস করে। দেশের আর্থিক ও সার্বিক বিকাশ তখ নই ঘটবে, যখন বিজেপির মতো দলকে দিল্লির মসনদ থেকে টেনে নামানো হবে। সেই দায়িত্ব আপনাদের নিতে হবে। শ্রীরামপুর কেন্দ্রে ভদ্র,শিক্ষিত শুভঙ্কর সরকারকে জিতিয়ে এনে দিল্লিতে কংগ্রেসের হাত যদি শক্ত করেন, তাহলেই বিজেপিকে ধাক্কা দেওয়া যাবে। এদিনের সভায় ছিলেন শ্রীরামপুরের হাত শিবিরের প্রার্থী শুভঙ্কর সরকার, জাতীয় কংগ্রেসের নেতা গোলাম আহমেদ মীর ও প্রদেশ নেতা কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইরান থেকে জ্বালানি তেল কিনছে ভারত

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ভারতীয় কিছু তেল শোধনাগার সম্প্রতি ইরান থেকে জ্বালানি তেল আমদানি করে তার মূল্য চীনের মুদ্রা ইউয়ানে পরিশোধ করছে। এসব লেনদেন ভারতের ।একাধিক সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র ইরান ও রাশিয়ার সমুদ্রপথে জ্বালানি তেল বাণিজ্যের ওপর আরোপিত কিছু নিষেধাজ্ঞা সাময়িকভাবে শিথিল করেছে, যাতে যুদ্ধের কারণে বেড়ে যাওয়া তেলের দাম নিয়ন্ত্রণে আনা যায়। এই সুযোগের মধ্যেই ভারতের কোম্পানিগুলো আবারও ইরানি তেল কেনা শুরু করেছে।এই প্রেক্ষাপটে ভারতের বৃহত্তম রাষ্ট্রায়ত্ত তেল কোম্পানি ইন্ডিয়ান অয়েল করপোরেশন প্রায় ৯ বছর পর প্রথমবারের মতো ইরান থেকে প্রায় ২০ লাখ ব্যারেল তেল আমদানি করেছে, যার মূল্য আনুমানিক ২০ কোটি ডলার।এছাড়া রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের জন্য ইরানি তেল বহনকারী কয়েকটি জাহাজও ভারতের বন্দরে নোঙর করেছে এবং এর মধ্যে একটি জাহাজ ইতোমধ্যে তেল খালাস করেছে বলে জানা গেছে।সূত্রগুলো বলছে, ইন্ডিয়ান অয়েল ও রিলায়েন্স;দুটি প্রতিষ্ঠানই আইসিআইসিআই ব্যাংকের সাংহাই শাখার মাধ্যমে ইউয়ানে অর্থ পরিশোধ করছে, যা পরে ইরানি বিক্রেতাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।তবে আইসিআইসিআই ব্যাংক, সংশ্লিষ্ট কোম্পানি এবং ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে মন্তব্য করতে রাজি হয়নি।অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ইরানি তেলের ওপর থাকা সাময়িক ছাড় আর বাড়ানো হবে না, এবং এই শিথিলতার মেয়াদ রোববার শেষ হচ্ছে।

অথচ কৃতজ্ঞতা নেই ভারতের প্রতি! বিশ্বখ্যাত ব্র্যান্ডকে নিয়ে তুঙ্গে বিতর্ক

আন্তর্জাতিক ফ্যাশন দুনিয়ায় অনুপ্রেরণা আর অনুকরণের মাঝের সীমারেখাটা যে অত্যন্ত সূক্ষ্ম, তা ফের প্রমাণ করে দিল বিশ্ববিখ্যাত মার্কিন ফ্যাশন ব্র্যান্ড রালফ লরেন। সম্প্রতি তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ৪৪ হাজার ৮০০ টাকা মূল্যের একটি স্কার্ট ঘিরে নেটদুনিয়ায় বিতর্কের ঝড় উঠেছে।

বিদেশের মাটিতে ভারতীয় ঘরানার ‘বান্ধনী’ শিল্পের কারুকাজ ফুটিয়ে তুলে মোটা টাকায় পোশাক বিক্রি করলেও, বর্ণনায় ভারতের নাম ব্রাত্য থাকায় ক্ষোভে ফুঁসছে ভারতীয় নেটিজেনরা। ব্র্যান্ডের ‘পোলো’ লাইনের অধীনে ‘প্রিন্ট কটন র‍্যাপ স্কার্ট’ নামে

এই পোশাকটি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এর বর্ণনায় কেবল ‘প্রথাগত বান্ধনী টাই-ডাই পদ্ধতির অনুপ্রেরণা’র কথা উল্লেখ করা হলেও ভারতের শতাব্দীপ্রাচীন এই কারুশিল্প বা এর পেছনের শিল্পী মহলের কোনও আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি মেলেনি। এই চরম ‘অজ্ঞতা’ বা সুকৌশলী এড়িয়ে যাওয়া নিয়েই এখন ফ্যাশন দুনিয়ায়

শোরগোল শুরু হয়েছে। গুজরাটের জামনগর, ভুজ কিংবা রাজস্থানের জয়পুর ও যোধপুরের মতো শহরগুলিতে যে বান্ধনী শিল্পের উৎস,

তাকে স্রেফ একটি রঞ্জক পদ্ধতি বা ডাই করার কৌশল হিসেবে লঘু করে দেখানো হয়েছে বলে দাবি একাংশের।

বিশ্বজুড়ে ইরানের জব্দ

থাকা সম্পদের মূল্য কত?

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় গত সপ্তাহে ইসলামাবাদে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের সরাসরি আলোচনার আগে নিজেদের দেশের জব্দ হওয়া সম্পদ ফেরত দেওয়ার দাবি জানিয়েছিলেন ইরানের নেতারা। একইসঙ্গে এ যুদ্ধে ইরানের সম্পদের ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণও দাবি করছে দেশটির কর্তৃপক্ষ।মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) জাতিসংঘে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেসের কাছে ক্ষতিপূরণ চেয়ে একটি চিঠি লিখেছেন। এই চিঠিতে বিভিন্ন দেশের কাছে যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করা হয়েছে।ইরান সরকারিভাবে এই দাবিগুলো জানালেও এখনও পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র বা অন্য কোনো দেশ থেকে এ বিষয়ে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি।ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ড কোর বা বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর সাথে সম্পর্কিত সংবাদ সংস্থা তাসনিম নিউজ জানিয়েছে, আলোচনার টেবিলে ক্ষতিপূরণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ইরান যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন চালিয়ে যাচ্ছে। রুশ সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ইরান সরকারের মুখ পাত্র ফাতিমা মাহাজিরানি বলেছেন, প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২৭০ বিলিয়ন ডলারের, তবে এই অংক আরও বাড়তে পারে।তাসনিম নিউজের তথ্য অনুযায়ী, ফাতিমা মাহাজিরানি আরও বলেন, ইরানি কর্তৃপক্ষের করা ক্ষয়ক্ষতির এ মূল্যায়নের মধ্যে ভবন ও অবকাঠামোর ক্ষতি এবং শিল্প-কারখ ানা বন্ধ থাকার কারণে সৃষ্ট আর্থিক লোকসানকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা ইরনার (আইআরএনএ) তথ্য অনুযায়ী, ইসলামাবাদে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে শীর্ষ কর্মকর্তাদের বৈঠকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়টিও আলোচনা হয়েছিল বলে দাবি করেছেন ফাতিমা মাহাজিরানি। তবে বিবিসি স্বতন্ত্রভাবে তার এই দাবির সত্যতা যাচাই করতে পারেনি। ইরানের জব্দ করা সম্পদের বিষয়ে দেশটির আধা-সরকারি সংস্থা, প্রেস টিভি এবং বিবিসি নিউজের আগের প্রতিবেদনগুলো থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বিবিসি উর্দু ওই সম্পদের বিস্তারিত কিছু বিবরণ তৈরি করেছে। ইরান কীভাবে তাদের ক্ষয়ক্ষতির হিসাব করেছে এই প্রতিবেদনে সেটি তুলে ধরা হয়েছে।১৯৭৯ সালে ইসলামি বিপ্লবের পর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার যখন ইরানের সম্পদ জব্দ করার নির্দেশ দেন তখন থেকে শুরু করে বর্তমান ২০২৬ সাল পর্যন্ত, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন রূপে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার মূল্যের ইরানি সম্পদ জব্দ করে রাখা হয়েছে। ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, সাম্প্রতিক যুদ্ধবিরতির পর জব্দ থাকা সম্পদের এই বিষয়টি আবারও আলোচনায় এসেছে এবং এক্ষেত্রে এটি যুক্তরাষ্ট্রের আন্তরিকতা প্রমাণের একটি বড় পরীক্ষা হয়ে উঠেছে।ইরানি সংবাদ সংস্থা প্রেস টিভির তথ্য অনুযায়ী, গত ৪৭ বছরে যুক্তরাষ্ট্র ইরানের জাতীয় সম্পদের বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার আটকে রেখেছে। এর মধ্যে তেলের রাজস্ব, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ এবং বাণিজ্যিক সম্পদও রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে এসব সম্পদ প্রেসিডেন্সিয়াল ডিক্রি বা প্রেসিডেন্টের আদেশের মাধ্যমে জব্দ করা হয়েছে এবং রাজনৈতিক চাপে ক্রমাগত এসব সম্পদ জব্দ বা আটকে রাখা হয়েছে।

ব্যাটে তিলক, বলে অশ্বিনীর দাপটে গুজরাটকে হারিয়ে জয়ের সরণিতে মুম্বই

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সঃ ১৯৯/৫ (তিলক ১০১, নমন ৪৫, রাবাডা ৩৩/৩) গুজরাট টাইট্যান্সঃ ১০০/১০ (ওয়াশংটন ২৬, অশ্বিনী ২৪/৪, স্যান্টনার ১৬/২) ৯৯ রানে জয়ী মুম্বই। টানা হারের খরা কাটল মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের। চার ম্যাচ পর জয়ের নায়ক যেমন সেঞ্চুরি করা তিলক বর্মা, তেমনই অজানা কারণে 'ব্রাত্য বোলার' অশ্বিনী কুমারও। অভিষেক চার উইকেট
পাওয়ার পরেও নিয়মিত সুযোগ পান না তিনি। সেই
ছেলেই এদিন ৪ উইকটে নিয়ে জয়ের অন্যতম কাণ্ডারী। প্রথমে ব্যাট করে ৫ উইকেটে ১৯৯ রান তুলেছিল মুম্বই। অন্যদিকে চূড়ান্ত ব্যাটিং ব্যর্থতায় ১০০ রানেই গুটিয়ে গেল গুজরাট। ৯৯ রানে জরুরি জয় পেল হার্দিক পাণ্ডিয়ার দল। এদিন প্রথম ইনিংসে মুম্বইয়ের দুই অপেনার ডিকক ও দানিশ মালেওয়ার ব্যর্থ হওয়ায় ফের হারের ভয় দানা বাঁধছিল সমর্থকদের মনে। কিন্তু বহুদিন পর নিজেকে ফিরে পেলেন তিলক বর্মা। একেবারে সেঞ্চুরিতে গিয়ে থামলেন। শুরুতে অবশ্য ব্যাটে-বলে হচ্ছিল না। মাঝে 'স্ট্র্যাটেজিক টাইমআউট'-এর সময় হার্দিক-বাণীতেই কি কেল্লা ফতে! অপরাজিত ১০১ রানের ইনিংস সাজানো আটটি চার এবং সাতটি ছয়ে। আগের পাঁচ ইনিংসে মাত্র ৪৩ রান করেছিলেন সেই তিনি। তিলককে সঙ্গ দিলেন নমন ধীর (৪৫)। জরুরি ইনিংস খেললেন তিনি। তাতেই ১৯৯ রানে গিয়ে থামল মুম্বই।

স্যান্টনার ১৬/২) ৯৯ রানে জয়ী মুম্বই। টানা হারের খরা কাটল মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের। চার ম্যাচ পর জয়ের নায়ক যেমন সেঞ্চুরি করা তিলক বর্মা, তেমনই অজানা কারণে 'ব্রাত্য বোলার' অশ্বিনী কুমারও। অভিষেক চার উইকেট পাওয়ার পরেও নিয়মিত সুযোগ পান না তিনি। সেই ছেলেই এদিন ৪ উইকটে নিয়ে জয়ের অন্যতম কাণ্ডারী। প্রথমে ব্যাট করে ৫ উইকেটে ১৯৯ রান তুলেছিল মুম্বই। অন্যদিকে চূড়ান্ত ব্যাটিং ব্যর্থতায় ১

দেশের টানে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার নাগরিকত্বের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান রশিদ খানের

আফগানিস্তানের তারকা ক্রিকেটার রশিদ খান ভারত এবং অস্ট্রেলিয়া; এই দুই প্রভাবশালী ক্রিকেট খেলিয়ে দেশের নাগরিকত্ব এবং সেই দেশের হয়ে
খেলার প্রস্তাব পেয়েও তা ফিরিয়ে দিয়েছেন। সোমবার প্রকাশিত হতে চলা মহম্মদ হান্ড জাফরের লেখা 'রশিদ
খান ফ্রম স্ট্রিটস টু স্টারডম' নামক একটি জীবনীগ্রন্থে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে। বইটিতে রশিদ জানিয়েছেন যে, দুই দেশ থেকেই তাঁকে সেদেশের নাগরিক হওয়ার ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রতিনিধিত্ব করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় তিনি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেন, তনিজের দেশের হয়ে যদি না
খেলি, তবে অন্য কোনো দেশের হয়েও আমি খেলব না।দ বর্তমানে ২৭ বছর বয়সী এই বিশ্বখ্যাত লেগ স্পিনার ভারতের পক্ষ থেকে আসা প্রস্তাবটির বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, ২০২৩ সালের আইপিএল মরসুম চলাকালীন, যখ ন তিনি গুজরাট টাইটান্সের হয়ে খে লছিলেন, তখন ফ্র্যাঞ্চাইজির এক আধিকারিক তাঁকে জানান যে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের এক উচ্চপদস্থ কর্তা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। সেই আলাপচারিতার সময় ওই আধিকারিক আফগানিস্তানের অস্থির পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে রশিদকে পাকাপাকিভাবে ভারতে থেকে যাওয়ার এবং ভারতীয় নথিপত্র গ্রহণের প্রস্তাব দেন। এই প্রস্তাবে

রীতিমতো বিস্মিত হলেও রশিদ হাসিমুখে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে
তা অস্বীকার করেন এবং নিজের দেশের হয়ে খেলার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। রশিদের নাগরিকত্ব নিয়ে এর আগেও ভারতে ব্যাপক জনমত তৈরি হয়েছিল। বইটিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ২০১৮ সালের আইপিএলে সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদের হয়ে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে মাত্র ১০ বলে ৩৪ রান এবং ৩টি উইকেট নেওয়ার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় ভারতীয় সমর্থকরা তৎকালীন বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজকে ট্যাগ করে রশিদকে ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়ার দাবি জানিয়েছিলেন। সেই সময় সুষমা স্বরাজ টুইট করে জানিয়েছিলেন যে বিষয়টি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে। এই ঘটনাটি আফগানিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আশরাফ ঘানিরও নজরে আসে এবং তিনি স্পষ্ট করে দেন যে রশিদ তাঁদের জাতীয় গর্ব এবং তাঁকে অন্য কোনো দেশের হাতে তুলে দেওয়া হবে না। রশিদও সেই সময় প্রেসিডেন্টের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে নিজের দেশের প্রতিনিধিত্ব চালিয়ে যাওয়ার কথা বলেন। রশিদের এই জীবনকাহিনীতে নানগারহারের অলিগলি থেকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের শিখরে পৌঁছানোর দীর্ঘ সংগ্রামের কথা বর্ণিত হয়েছে। অনূর্ধ্ব-১৯ দলের ট্রায়ালে সুযোগ না পাওয়া থেকে শুরু করে ২০২০ সালে আইসিসি-র দশকের সেরা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটার হওয়ার নেপথ্যে রশিদের অদম্য মানসিকতা ও স্বদেশের প্রতি তাঁর গভীর মমত্ববোধের কথা এই নতুন বইটিতে বিশদভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বর্তমানে আইপিএলের অন্যতম সেরা এই তারকা ক্রিকেটার প্রমাণ করে দিয়েছেন যে সাফল্যের শিখরে থাকলেও জন্মভূমির প্রতি আনুগত্যই তাঁর কাছে সবার আগে।

আর্য-কনোলি তাণ্ডবে আইপিএলে নয়া ইতিহাস

কোহলি-ভিলিয়ার্স জুটির রেকর্ডের সামনে পঞ্জাব কিংস

আইপিএল ২০২৬-এ লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে ব্যাট হাতে তাণ্ডব চালিয়ে ইতিহাস গড়লেন পঞ্জাব কিংসের দুই ওপেনার প্রিয়াংশ আর্য এবং কুপার কনোলি। গত রবিবার মুল্লানপুরে লখনউয়ের বোলারদের কার্যত উড়িয়ে দিয়ে এই তরুণ জুটি মাত্র ৮০ বলে ১৮২ রানের এক বিধ্বংসী পার্টনারশিপ উপহার দেন। ১৩.৬৫ রান রেটের এই ব্যাটিং তাণ্ডব আইপিএলের ইতিহাসে রান রেট ও দাপটের নিরিখে দ্বিতীয় স্থানে জায়গা করে নিয়েছে। এই তালিকায় তাঁদের সামনে রয়েছেন কেবল কিংবদন্তি বিরাট কোহলি এবং এবি ডি ভিলিয়ার্স জুটি, যাঁরা ২০১৬ সালে গুজরাট লায়ন্সের বিরুদ্ধে ১৪.৩১ রান রেটে ২২৯ রান তুলেছিলেন। পঞ্জাব কিংসের ইতিহাসেও এটি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান রেটের শতরানোর্ধ্ব পার্টনারশিপ, যা ২০১৩ সালে ডেভিড মিলার এবং আর সতীশ জুটির করা ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের ঠিক পরেই অবস্থান করছে। পঞ্জাবের ফ্র্যাঞ্চাইজি ইতিহাসে ১৫০ রানের বেশি পার্টনারশিপের তালিকায় ২০১১ সালে গিলক্রিস্ট-মার্শ (২০৬) এবং ২০২০ সালে রাহুল-আগরওয়াল (১৮৩) জুটির পরেই এখন জায়গা করে নিলেন আর্য ও কনোলি। মাত্র ২৪ বছর বয়সী প্রিয়াংশ আর্য এদিন ৩৭ বলে

৯৩ রানের এক খুনে ইনিংস খেলেন, যেখানে তাঁর ব্যাটিংয়ে ছিল অবিশ্বাস্য স্বচ্ছতা। অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়ার কুপার কনোলি ৪৫ বলে ৮৭ রান করে পঞ্জাবের ব্যাটিংয়ে আলাদা আভিজাত্য যোগ করেন।
দুই ব্যাটার মিলে এদিন ইনিংস জুড়ে মোট ১৬টি ছক্কা এবং ১২টি চার হাঁকিয়েছেন, যার ফলে লখনউয়ের বোলিং আক্রমণের প্রতিটি পর্যায় লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে লখনউ সুপার জায়ান্টস ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ২০০ রান সংগ্রহ করলেও পঞ্জাবের সেই শুরুর তাণ্ডবের ধারেকাছে পৌঁছাতে পারেনি। ঋষভ পন্ত ৪৩ এবং মিচেল মার্শ ৪০ রান করে কিছুটা প্রতিরোধের চেষ্টা করলেও প্রয়োজনীয় রান রেটের সঙ্গে তাল মেলাতে তাঁরা ব্যর্থ হন।
লখনউয়ের বোলারদের মধ্যে একমাত্র বিশাখ বিজয়কুমার ৪ ওভারে ৩০ রান দিয়ে ১টি উইকেট নিয়ে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ দেখাতে পারলেও বাকিরা ছিলেন দিশেহারা। পঞ্জাব কিংসের এই নতুন প্রজন্ম কেবল ম্যাচই জিতছে না, বরং আইপিএলের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ নামগুলোর পাশে নিজেদের নাম লিখিয়ে রেকর্ড বই নতুন করে লিখ তে শুরু করেছে।

চোটের কবলে আয়ুশ মাত্রে

চেন্নাই সুপার কিংস শিবিরের জন্য দুঃসংবাদ। বাঁ-পায়ের হ্যামস্ট্রিংয়ে চোটের কারণে অন্তত তিন সপ্তাহের জন্য আইপিএল থেকে ছিটকে যেতে পারেন দলের ১৮ বছর বয়সী উদীয়মান ব্যাটার আয়ুশ মাত্রে। গত শনিবার সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদের বিরুদ্ধে ম্যাচে রান তাড়া করার সময় এই চোট পান তিনি। সোমবার মুম্বইয়ে তাঁর চোটের পরীক্ষা ও স্ক্যান হওয়ার কথা রয়েছে, যার পর তাঁর ফেরার সঠিক সময়সীমা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে। তবে প্রাথমিক অনুমান অনুযায়ী, আইপিএলের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বেশ কিছু ম্যাচে তাঁকে ছাড়াই মাঠে নামতে হবে ধোনি-রুতুরাজদের। হায়দ্রাবাদের ১৯৫ রান তাড়া করতে নেমে ওই ম্যাচে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে মাঠে নেমেছিলেন মাত্রে। মাত্র ১২ বলে বিধ্বংসী ৩০ রান করার সময় দ্বিতীয় রান নিতে গিয়ে তিনি হ্যামস্ট্রিংয়ে তীব্র টান অনুভব করেন। যন্ত্রণায় কাতর মাত্রের শুশ্রূষার জন্য মাঠে ছুটে আসেন ফিজিওথেরাপিস্ট টমি সিমসেক। তবে চোট নিয়েও ব্যাটিং চালিয়ে যাওয়া মাত্রে শেষ পর্যন্ত বেশিক্ষণ ক্রিজে টিকতে পারেননি। চেন্নাইয়ের ব্যাটিং কোচ মাইক হাসি জানিয়েছেন যে মাত্রের চোটটি একটি হ্যামস্ট্রিং টিয়ার বলেই মনে হচ্ছে। বর্তমান ফর্মে থাকা এই তরুণকে হারানো দলের জন্য এক বড় ধাক্কা, কারণ তিন নম্বরে নেমে তিনি দলের ব্যাটিংয়ে বড় ভরসা হয়ে উঠেছিলেন। রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের অফ-ফর্মের মাঝে তাঁকে সঞ্জু স্যামসনের সঙ্গে ওপেনিংয়ে নামানোর আলোচনাও চলছিল টিম ম্যানেজমেন্টের অন্দরে। মাত্রের চোট থাকা সত্ত্বেও তাঁকে খেলানো এবং দৌড় করানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে কড়া সমালোচনা করেছেন ভারতীয় স্পিনার আর অশ্বিন। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন যে একজন ক্রিকেটার যখ ন খুঁড়িয়ে হাঁটছেন, তখন তাঁকে মাঠের বাইরে না পাঠিয়ে কেন ফের দৌড়াতে বলা হল। অশ্বিনের মতে, এই ধরণের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা মাত্রের মতো কেরিয়ারের শুরুতে থাকা ক্রিকেটারের জন্য ঝুঁকির হতে পারে। এখনও পর্যন্ত খেলা ছয়টি ম্যাচের মধ্যে মাত্র দুটিতে জিতে চেন্নাই পয়েন্ট তালিকায় বেশ পিছিয়ে রয়েছে।

ব্যাডমিন্টনের স্বপ্নপূরণে চরম আত্মত্যাগ

বড় মঞ্চে সাফল্য পাওয়ার পর যখন একজন অ্যাথলিটকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়, তখন তাঁর পেছনের লড়াইটা অনেকের কাছেই একঘেয়ে 'কান্নাকাটির গল্প' বলে মনে হতে পারে। কিন্তু ভারতের মতো দেশে যেখানে খেলাধুলাকে পেশা হিসেবে বেছে নেওয়া আজও এক বড় ঝুঁকি, সেখানে সাফল্যের নেপথ্যে থাকে গয়না বন্ধক রাখা, এক দশক ধরে ছুটি না কাটানো বা পরিবারের সদস্যদের বছরের পর বছর বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার মতো কঠোর বাস্তব। প্রাক্তন জাতীয় চ্যাম্পিয়ন মিঠুন মঞ্জুনাথের কথাই ধরা যাক; কেরিয়ারের শুরুতে অর্থাভাবে ফ্যানহীন হোটেলের ঘরে থাকার সামর্থ্যটুকুও ছিল না তাঁর, তাই অসহ্য গরমে জামাকাপড়ে জল ছিটিয়ে খোলা ছাদে ঘুমিয়ে রাত কাটিয়েছেন তিনি। উদুপির আয়ুষ শেঠিকে তাঁর বাবার থেকে আলাদা হয়ে ব্যাঙ্গালোরে থাকতে হয়েছে কারণ পুরো পরিবারের খরচ চালানোর সামর্থ্য তাঁদের ছিল না। এমনকি সাত্ত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডির বাবা স্থানীয় টুর্নামেন্টে লাইনসম্যানের কাজ করতেন যাতে ছেলের ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেটের তার ছেঁড়ার খরচটুকু জোগানো যায়। এই ত্যাগগুলো আজ তাঁদের আন্তর্জাতিক তারকা বানিয়েছে ঠিকই, কিন্তু এর আড়ালে লুকিয়ে আছে মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত পরিবারের হাজারো না বলা দীর্ঘশ্বাস। বর্তমানে ব্যাডমিন্টন বা টেনিসের মতো খেলাগুলো মধ্যবিত্ত অভিভাবকদের পকেটে বড়সড় টান ফেলছে। একাডেমির ক্রমবর্ধমান ফি এবং ব্যাডমিন্টন শাটলের আকাশছোঁয়া দাম অনেক প্রতিভাবান কিশোর-কিশোরীকে মাঝপথেই খে লা ছাড়তে বাধ্য করছে। আগে সরকারি বা পিএসইউ চাকরির যে সুযোগ ছিল, তাও এখন সংকুচিত হয়ে আসছে। তৃষা জলির মতো অল ইংল্যান্ড সেমিফাইনালিস্টের কাছেও আজও একটি স্থায়ী চাকরি বা আর্থিক সচ্ছলতা স্বপ্ন হয়েই রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে খেলোয়াড়দের পুষ্টি বা ফিজিওথেরাপির খরচ বাঁচাতে মায়েদেরই ম্যাসাজ বা অ্যাঙ্কল টেপিংয়ের ক্র্যাশ কোর্স করতে হচ্ছে। সাইনা নেহওয়াল বা পিভি সিন্ধুর সাফল্য অনেককে স্বপ্ন দেখালেও সেই উচ্চতায় পৌঁছানোর পথটা যে কতটা বন্ধুর, তা অনেক সময় প্রচারের আলোয় আসে না। সিন্ধু যখন ২০১৩ বা ২০১৪ সালে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথম পদক পেয়েছিলেন, তখন তাঁর শাটল বা সাপোর্ট স্টাফের খরচ কারা জুগিয়েছিল, তা অনেকেরই অজানা। খেলাধুলায় কেবল জেতা-হারাই শেষ কথা নয়; একজন খেলোয়াড় তৈরি হওয়ার পেছনে একটি পুরো পরিবারের যে তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া লড়াই থাকে,

নির্বাচক প্রধান হিসেবে আরও এক বছর অজিত আগরকর, ২০২৭ পর্যন্ত তাঁর ওপরই ভরসা রাখছে বিসিসিআই

ভারতীয় ক্রিকেটের সিনিয়র নির্বাচক কমিটির প্রধান হিসেবে অজিত আগরকরের মেয়াদ আরও এক বছর বাড়িয়ে ২০২৭ সালের জুন মাস পর্যন্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিসিসিআই। আগামী বছর অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে আয়োজিত হতে চলা ৫০ ওভারের ওয়ানডে বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখেই বোর্ড এই অভিজ্ঞ নির্বাচককে দায়িত্বে রেখে দিতে আগ্রহী। আগরকরের আমলেই ভারত আইসিসি ট্রফির দীর্ঘ খরা কাটাতে সক্ষম হয়েছে। তাঁর জমানায় ভারতীয় দল পরপর দুটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ (২০২৪ এবং ২০২৬) এবং গত বছরের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয় করে হ্যাটট্রিক করেছে। এছাড়াও ২০২৩ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে পৌঁছেছিল টিম ইন্ডিয়া। বিসিসিআই

কর্তাদের মতে, আগরকরের নেতৃত্বে দলে একটি স্বচ্ছ রূপান্তর প্রক্রিয়া চলেছে এবং তিনি নির্ভীকভাবে অত্যন্ত কঠিন সব সিদ্ধান্ত নিতে পরিচিত। বর্তমান নির্বাচক কমিটির অন্য দুই সদস্য আরপি সিং এবং প্রজ্ঞান ওঝা এই পদে এখনও এক বছর পূর্ণ করেননি, তাই বোর্ড এই মুহূর্তে অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে চাইছে। চলতি আইপিএল চলাকালীনই বিসিসিআই আধিকারিকরা আগরকরের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি চূড়ান্ত করবেন বলে জানা গেছে। আগরকরের মেয়াদে ভারতীয় ক্রিকেটে এক বড়সড় পরিবর্তনের সময় অতিবাহিত হয়েছে, যেখানে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা এবং রবিচন্দ্রন অশ্বিনের মতো স্তম্ভরা টেস্ট দল থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর নেতৃত্বেই শুভমান গিলকে টেস্ট এবং সূর্যকুমার যাদবকে টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক হিসেবে বেছে নেওয়া হয়। যদিও গিলের নেতৃত্বে ইংল্যান্ডে টেস্ট সিরিজ ড্র হলেও ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হার এবং রোহিতের অধিনায়কত্বে নিউজিল্যান্ডের কাছে ৩-০ ফলে হোয়াইটওয়াশ হওয়ার মতো ঘটনা নির্বাচকদের
চিন্তায় রেখেছে। তবে সাদা বলের ক্রিকেটে ভারত ব্যাপক সাফল্য পেয়েছে এবং আগরকর সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে কখনও পিছপা হননি। বিশেষ করে টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক হিসেবে হার্দিক পান্ডিয়াকে সরিয়ে সূর্যকুমার যাদবের ওপর ভরসা রাখ ার মতো কঠিন সিদ্ধান্তটি তিনিই নিয়েছিলেন, যাতে অধিনায়ক হিসেবে এমন কাউকে পাওয়া যায় যিনি সব ম্যাচে উপলব্ধ থাকবেন। এছাড়াও চলতি বছর ঘরের মাঠে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য ঈশান কিষানকে দলে ফেরানো এবং শুভমান গিলকে বাদ দেওয়ার মতো কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে তাঁর কমিটি। অতীতে শৃঙ্খলাজনিত
বা মানসিক বিরতি সংক্রান্ত কারণে ঈশানের সঙ্গে প্যানেলের দূরত্ব তৈরি হলেও, ঘরোয়া ক্রিকেটে তাঁর দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের ওপর নজর রেখে তাঁকে পুনরায় জাতীয় দলে সুযোগ দিয়েছেন আগরকর।
সব মিলিয়ে কঠিন ও দূরদর্শী সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতার কারণেই বিসিসিআই আগরকরকে আরও দীর্ঘ সময়ের জন্য নির্বাচক প্রধান পদে রেখে দেওয়ার পথেই হাঁটছে।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 21-04-2026 04:23 Page 23

ছিন্নমূল হয়েও বাংলার বাজি ব্যবসায় তিনিই ‘অন্নপূর্ণা’

অন্নপূর্ণা দাস ওরফে ‘বুড়ীমা’

বাইরে থেকে উত্তর আসে, চ্যাংড়ামো নয়, জয়ধ্বনি। যে চকলেট বোম বানিয়ে গোটা বাজির বাজার জিতে নিয়েছেন, সেটা ফাটিয়েই বুড়ীমাকে শ্রদ্ধা জানালাম !তাঁর শেষ দিনটা আজও ভুলতে পারেননি নাতি সুমন দাস। ঠাকুমার ‘লেগেসি’ সামলাচ্ছে তো এখন তাঁরাই। বাঙালি মহিলা হিসেবে ব্যবসায় সাফল্যের এক অনন্য নজির গড়ে গিয়েছেন অন্নপূর্ণা দাস ওরফে ‘বুড়ীমা’। ১৯৯৬ সালে প্রথমবার শব্দবাজির তীব্রতা নিয়ন্ত্রণ করে সরকার। কিছুটা হলেও ধাক্কা খেয়েছিল বুড়ীমা-র বাজির চাহিদা। তবে, সেই দিন দেখতে হয়নি অন্নপূর্ণাদেবীকে, তার ঠিক আগের বছরেই ধরাধাম ছাড়েন তিনি। কথায় বলে পেটের জ্বালা বড়ো জ্বালা। তাই বাজি খারাপ না ভালো, এই গবেষণা না করে এমনকী ব্যবসা করতে গেলে যে ‘লাইসেন্স’ লাগে, সেসব না জেনেই একদিন বাজি বিক্রির পথ বেছে নিয়েছিলেন অন্নপূর্ণাদেবী।জন্ম বাংলাদেশের ফরিদপুরে। সন্তান বলতে তিন মেয়ে আর এক ছেলে। ‘পূর্ব পাকিস্তানে’ থাকাকালীনই স্বামীর মৃত্যু হয়। তারপর ভিটেমাটি ছেড়ে, উদ্বাস্তু পরিচয়ে চলে আসা এপার বাংলায়। উদ্বাস্তু ক্যাম্প থেকে পরে বেলুড়ের স্থায়ী ঠিকানার মাঝের পথটুকু জুড়ে জীবনসংগ্রাম। প্রথমে ধলদিঘির বাজারের পাশে রাস্তাতেই আনাজপাতি বিক্রি করেই কোনোমতে পেট চালিয়েছেন অন্নপূর্ণা। পাশাপাশি শিখে নিয়েছেন বিড়ি বাঁধা। ধলদিঘি থেকে ভাসতে ভাসতে গঙ্গারামপুর। বিড়ির ব্যবসায় হাত পাকানো শুরু। ক্রমে নিজের কারখানাও হল। বেলুড়ে নিজস্ব দোকান আর বাড়ি। গঙ্গারামপুর ছেড়ে পাকাপাকিভাবে চলে এলেন বেলুড়ে।বাজি বিক্রি শুরু করতেই হোঁচট। লাইসেন্স না থাকায় সব বাজি বাজেয়াপ্ত করে নিল পুলিশ, ভেঙে দেওয়া হল দোকান। অন্নপূর্ণা ভেঙে পড়ার মহিলা নন। তাঁর জেদ আরো ঘন হল।ব্যবসার মাঝে বারবার বাধা এসেছে। দাঁতে দাঁত চিপে লড়ে গেছেন অন্নপূর্ণা। ‘অবলা বিধবা’ হয়ে দুর্ভাগ্যস্রোতে ভেসে যাননি, সন্তানদেরও ভেসে যেতে দেননি। বিড়ির পাশাপাশিই শুরু হল আলতা, সিঁদুরের ব্যবসা। সেই সঙ্গে দোলের সময়ে রং-আবির, বিশ্বকর্মা পুজোর সময়ে ঘুড়ি আর কালীপুজোর সময়ে বাজি। বাজি বিক্রি শুরু করতেই হোঁচট। লাইসেন্স না থাকায় সব বাজি বাজেয়াপ্ত করে নিল পুলিশ, ভেঙে দেওয়া হল দোকান। অন্নপূর্ণা ভেঙে পড়ার মহিলা নন। তাঁর জেদ আরো ঘন হল।ততদিনে তাঁর বয়স বেড়েছে। সবার কাছেই তিনি ‘বুড়ীমা’। ঠিক করে ফেললেন, সরকারি সব নিয়ম-কানুন মেনেই বাজি বেচবেন। শুধু বেচাই না, বাজি তৈরিও করবেন। তাতে লাভ অনেক বেশি। শুরু হল বাজির কারখানা। নিজেই জোগাড় করলেন কারিগর। ক্রমে সেই ব্যবসা দাঁড়িয়ে গেল। ছেলে-নাতিরাও যোগ দিল ব্যবসায়। বাজির বিখ্যাত কারিগর আকবর আলির ফর্মুলায় বিখ্যাত হয়ে গেল ‘বুড়ীমার চকোলেট বোম’। তামিলনাড়ুর শিবকাশীতেও দেশলাই কারখানা খুললেন অন্নপূর্ণা। ডানকুনিতে বাজি কারখানা রমরম করে চলতে লাগল। কারখানার জন্য কিনলেও তালবান্দার জমি বিলিয়ে দিয়েছিলেন গরিবদের। এক সময় যাঁর মাথা গোঁজার ঠাঁই ছিল না, তিনিই পঞ্চাশটি পরিবারকে বাড়ি বানিয়ে দিলেন। বলতেন, তব্যবসাটা তুচ্ছ! এসেছি মানুষকে ভালবাসতে।দ ছিন্নমূল, ভিটে হারানোর যন্ত্রনা তিনি জানতেন। এভাবেই ধীরে ধীরে বাংলার বাজি ব্যবসায় এক নম্বর জায়গাটি পাকা করে ফেলেন অন্নপূর্ণা দেবী। সবার ‘বুড়ীমা’। ব্যবসাকে শক্ত জমিতে দাঁড় করিয়ে তবেই চোখ বুজেছিলেন। বর্তমানে এই ব্যবসার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন তাঁর নাতি। তাঁর কথায়, করোনাকালে ব্যবসার প্রতিপত্তি কিছুটা কমলেও, বাজির কোয়ালিটি কিন্তু একই রয়েছে। সততাতই তাঁদের ব্যবসার মূলমন্ত্র।তখনো শব্দবাজি নিয়ে এত কড়াকড়ি ছিল না চারপাশে। তখন, চকোলেট বোম মানেই ‘বুড়ীমা’। চকচকে গোলাপি, সবুজ আর নীল-সাদা ডোরাকাটা কাগজে মোড়া খুদে শব্দ-দানব।

প্যাকেটের ওপরে লেখা ‘বুড়ীমার চকোলেট বোম’। কালীপুজো, দুর্গাপুজোড় বিসর্জন, ভারত-পাক কিংবা মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ থেকে ভোটে জেতার উল্লাস;সেই বাজির দাপুটে উপস্থিতি সর্বত্র। ক্রমে প্রশাসন কড়া হল। শব্দবাজি ‘নিষিদ্ধ’ হল। কিন্তু ‘বুড়ীমা’ ব্র্যান্ডনেম তাতে টাল খায়নি। শব্দবাজি ছাড়াও তাদের ‘শব্দবিহীন আতসবাজির’ সম্ভারও যে বিপুল। আমরা জানি, যেকোনও ধরনের বাজিই পরিবেশের জন্য খারাপ। তবে, সব খারাপের একটা ভালো দিকও থাকে। শুধু খুঁজে বের করতে হয়। যেমন- বাজিদূষণের ‘খারাপ’ দিক ছাপিয়ে গিয়েছে অন্নপূর্ণা দেবীর বাজি-ব্যবসার ‘ভালো’ গল্প। যে গল্পে দূষণ নেই রয়েছে জীবন সংগ্রামের অনুপ্রেরণা। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

বাইরে থেকে উত্তর আসে, চ্যাংড়ামো নয়, জয়ধ্বনি। যে চকলেট বোম বানিয়ে গোটা বাজির বাজার জিতে নিয়েছেন, সেটা ফাটিয়েই বুড়ীমাকে শ্রদ্ধা জানালাম !তাঁর শেষ দিনটা আজও ভুলতে পারেননি নাতি সুমন দাস। ঠাকুমার ‘লেগেসি’ সামলাচ্ছে তো এখন তাঁরাই। বাঙালি মহিলা হিসেবে ব্যবসায় সাফল্যের এক অনন্য নজির গড়ে গিয়েছেন অন্নপূর্ণা দাস ওরফে ‘বুড়ীমা’। ১৯৯৬ সালে প্রথমবার শব্দবাজির তীব্রতা নিয়ন্ত্রণ করে সরকার। কিছুটা হলেও ধাক্কা খেয়েছিল বুড়ীমা-র বাজির চাহিদা। তবে, সেই দিন দেখতে হয়নি অন্নপূর্ণাদেবীকে, তার ঠিক আগের বছরেই ধরাধাম ছাড়েন তিনি।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস । সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।